বিষয় যা মানুষকে অন্যান্য মনুষ্যেতর জীব থেকে পৃথক করেছে। বেশীরভাগ জীবজন্তু কেবল মাত্র তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য 'এখানে এবং এখন' হিসাবে যোগাযোগের জন্য আচরণগত কিছু সংকেত ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও ভাষাকে ব্যবহার করতে পারে। ভাষাবিদরা দেখেছেন পৃথিবীব্যাপী সকল ভাষাতেই ভাষার Phonology, Morphology, Eyntactic, Semantic, Pragmatics গঠন বর্তমান। 'ভাষা' বিষয়ে এই বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ শুধুমাত্র ভাষাবিদদেরই ক্ষেত্রে নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরাও উক্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেন। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেহেতু তারা এমন শিশুদের নিয়ে কাজ করে যাদের ভাষা শিক্ষায় সমস্যা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন ভাষা-অর্জন সমস্যার শীঘ্র সনাক্তকরণ পুনর্বাসনে সহায়ক। ভাষা বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিশেষ শিক্ষকদের উক্ত বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১.১২ একক কার্যাবলী-আত্মপঠন (Unit Activities/Self Study)

ক) ভাষার সংজ্ঞা দিন, এবং এর কাজ লিখুন।
খ) arbitrariness বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করুন।
গ) ভাষাতত্ত্ব কী?
ঘ) ভাষার বিভিন্ন অংশগুলি কী কী?
ঙ) ফোনেটিক্স ও ফোনোলজির মধ্যে পার্থক্য কী?
চ) তোমার নিজের ভাষা থেকে কিছু সমার্থক শব্দ ও সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ-এর উদাহরণ দিন।

১.১৩ বাড়ীর কাজ (Assignment) / অনুশিলনী

ক) ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকা করে কোনটি ভাষা অর্জনের জন্য কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ লিখুন।
খ) একটি শব্দ ও মরফিমের পার্থক্য লেখ এবং নিজের ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে লিখুন।
গ) মুক্ত ও বদ্ধ/যুক্ত মরফিম-এর পার্থক্য লেখ। নিজের ভাষা থেকে উদাহরণ লিখুন।
ঘ) মৌলিক বাক্য গঠনের ধরনগুলি কী কী? তোমার মাতৃভাষা থেকে সমতুল্য উদাহরণ দিন।

১.১৪ উৎস (References)

১. Akmajian, A., Demers, R. A. & Harnish, R. M. (1984) Linguistics : An Introduction to Language and Communication. (2nd edition) M.I.T. Press.
২. Fromkin, V. and Rodman, R. (1993) An Introduction to Language (5th edition). Harcout Brace Jovanovich College Publishers.
৩. Yule, G. (1985) The Study of Language, Cambridge Uni. Press.

একক : দুই ❐ ভাষার জৈবিক ভিত্তিক ও বিকাশ (Biological Foundations And Development of Language)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ ভাষা মানব আচরণের অংশ বিশেষ

২.৪ ভাষার জৈবিক ভিত্তি

২.৪.১ মস্তিষ্কের স্থানভিত্তিক কাজ

ক. ব্রোকা'র কাজ (Broca's Work)

খ. কার্ল ওয়ার্নিকের কাজ (Carl Wernicke's Work)

২.৫ ক্ষতির আকারের/ আয়তনের তুলনায় ক্ষতির স্থান অধিক গুরুত্বপূর্ণ

২.৬ মস্তিষ্কের কার্যক্রম

২.৭ মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফীয়ারে অসমান/ বিসদৃশতা

২.৭.১ ওয়াডা স্টেট (Wada Test)

২.৭২ ডাইকোটিক লিশনিং স্টাডিস (Dichotic listening Studies)

২.৮ ভাষা অর্জনের জন্য জৈবিক ভিত্তির প্রমাণ

২.৯ ভাষা অর্জন

২.৯.১ কথা—কথা ভাষার অপরিহার্য অংশ

২.১০ ভাষা অর্জনের জন্য সাহায্যকারী/উপযোগী শর্তাদি

২.১০.১ বয়স্কদের ভাষায় অভিজ্ঞতার যথেষ্ট এক্সপোজার

২.১০.২ শিশুর চাহিদা ও আগ্রহের বিষয়ে বার বার ভাষার পুনরাভিত্তিক ব্যবহার

২.১০.৩ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের ভাষাবিকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ

২.১১ ভাষা শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

২.১২ ভাষা বিকাশের স্তরসমূহ

২.১২.১ শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি

২.১২.২ পঠন ও লিখন

২.১২.৩ ভাষার যোগ্যতা ও স্বাক্ষরতা

২.১২.৪ ভাষা বিকাশ স্তরসমূহের সারসংক্ষেপ

২.১৩ ভাষা শিখনের তত্ত্ব

২.১৩.১ ভাষা ও অবধারণ বা বোধ (Cognition)

২.১৪ ভাষা বিকাশ—শ্রবণঅক্ষমদের মুখ্য সমস্যা

২.১৫ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের ভাষা বিকাশের জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ

২.১৫.১ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের ভাষা সমস্যা/জটিলতা

২.১৫.২ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের ব্যবহৃত ভাষার ত্রুটি

২.১৫.৩ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের কথ্য ভাষার দক্ষতার প্রশিক্ষণ

২.১৬ সারাংশ

২.১৭ নিজ পঠন

২.১৮ বাড়ীর কাজ / অনুশীলনী

২.১৯ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

শিশুকালে ভাষা অর্জন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। ভাষা শিক্ষা সন্দেহাতীতভাবে একটি জটিল পদ্ধতি। এটি বস্তু নিরপেক্ষ, শিশুদের ভাষা শিক্ষা ভাষাবিদদের কাছে একটি বিস্ময়ের বিষয়। যদি একটি শিশু দুটি ভাষার পরিবেশ সমানভাবে পায় তবে সে দুটি ভাষাই সমানভাবে শিখতে পারে। এটি প্রথাগত ভাবে শিশুদের শিক্ষাদান করা হয় না। কিন্তু সে নিজে থেকেই অর্জন করে। তাই মনে করা হয় শিশুদের ভাষা অর্জনের জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বর্তমান।

ভাষা অর্জনের বিষয় তিনটি ক্ষেত্র দ্বারা সম্পূর্ণ হয়—

ক) ভাষা বিকাশের জন্য সাহায্যকারী উপাদান (অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও পরিবেশগত উপাদান)।

খ) ভাষা অর্জনের তত্ত্ব।

গ) বিকাশের স্তরসমূহ—কীভাবে ভাষার বিকাশ ঘটে।

এই অধ্যায়ে আমরা ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহারে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ, শ্রবণযুক্ত ও শ্রবণ বাধাপ্রাপ্তদের ভাষা অর্জনের পদ্ধতি এবং ভাষা শিখনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

- কীভাবে মস্তিষ্ক ভাষাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝতে পারবেন।
- ভাষা অর্জনের জন্য দায়ী মুখ্য উপাদানগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাষা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভাষা শিক্ষনের তত্ত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- শ্রবণে বাধাপ্রাপ্তদের ভাষা ব্যবহারের সমস্যা বুঝতে পারবেন।

২.৩ ভাষা---মানব আচরণের অংশ বিশেষ (Language–Apart of Human Behaviour)

ভাষা হল "System of arbitrary vocal symbols by means of which two or more persons interact and communicate" এটি যোগাযোগের একটি অংশ। ভাষাকে যোগাযোগের সংকেত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এটি মানব আচরণের সর্বোৎকৃষ্ট ধরন। অন্যান্য প্রাণীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে কিন্তু তা মানুষের তুলনায় নিম্নমানের। এর কারণ হল ভাষার প্রকৃতি। ভাষা হল সৃজনশীল উৎপাদন সক্ষম নির্দিষ্ট নিয়মযুক্ত আচরণ, এটি নির্ভর করে—

ক) সংবেদনশীল গ্রহকের (receptors) থেকে উদ্দীপনা (input) গ্রহণ,

খ) গৃহীত সংকেত বা বার্তাকে বোঝা বা ডি-কোড করা,

গ) তথ্য বিশ্লেষণ করা, এবং

ঘ) ভাষা প্রকাশের (output) জন্য সঞ্চালন ব্যবস্থার সংগঠিত করণের উপর।

২.৪ ভাষার জৈবিক ভিত্তি (Biologic Bases of Languages)

মস্তিষ্ক মানুষের ভাষা নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমাগ্রসরণের জন্য দায়ী। মস্তিষ্কের দুটি সমানাকৃতি অংশ (indentical halves) আছে। এদের হেমিস্ফীয়ার বলে। প্রতিটি হেমিস্ফীয়ার আবার চারটি অংশে বিভক্ত। সম্মুখ থেকে পশ্চাৎ পর্যন্ত এরা ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল ও টেম্পোরাল লোব নামে পরিচিত।

যদিও ডান ও বাম হেমিস্ফীয়ার দৃশ্যতা সমনাকৃতি ও একই তবুও গঠনগত ও কার্যগতভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

Lenneberg (1967) তাঁর বইতে ভাষার জৈবিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি দেখেছেন এই ধরনের মস্তিষ্কের গঠন কেবল মাত্র মানুষের মধ্যেই বর্তমান। এটি সর্বজনবিদিত যে মস্তিষ্কের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভাষার ব্যবহারেও ঘাটতি দেখা যায়। এটি নিম্নলিখিত গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত।

২.৪.১ মস্তিষ্কের স্থানভিত্তিক কাজ (Localization of the Functions of the Brain)

ক) ব্রোকার কাজ (Broca's Work)

উনিশ শতকে স্নায়ু বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি দেখিয়েছে যে মস্তিষ্কের বাম হেমিস্ফিয়ার ভাষার কার্য্যকলাপে মুখ্যত পরিচালনা করে থাকে। এটি Paul Broca (1861) প্রথম লক্ষ্য করেন এবং তার ব্যাখ্যা করেন। ব্রোকা তার রোগীর পোস্টমার্টম করে দেখান যে রোগীর কথা ক্ষতির (loss of speech) জন্য দায়ী হল মস্তিষ্কের বাম হেমিস্ফিয়ারের 'ফ্রন্টাল' লোবের ক্ষতি। তিনি ১৮৬৩ সালের মধ্যে ১৮টি রোগীর ক্ষেত্রে দেখান যে মস্তিষ্কের তৃতীয় অগ্র কুন্তলীর (3rd Frontal conrolution) পশ্চাৎ অংশের আঘাতের কারণে কথা বলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

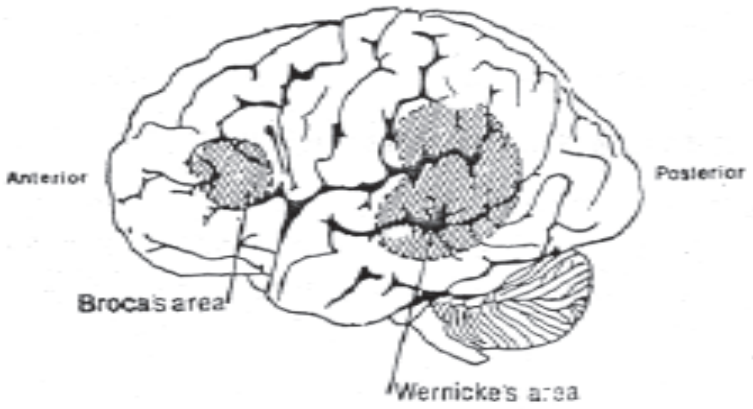

খ) কার্ল ওয়ার্নিক্স-এর কাজ (Carl Wernicke's Work)

কার্ল ওয়ার্নিক্স ১৮৭৫ সালে দেখান যে সেরিব্রাল কাটক্সের বাম টেম্পোরাল লোবের ক্ষতি হলে ভাষা বিষয়ক কাজ বিঘ্নিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি বলেন শ্রবণ ও কথা বলার মধ্যে সম্পর্ক আছে এবং এ্যাফেসিয়া (Aphasia—মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে ভাষাহীনতা) অডিটরী প্রোজেকশান ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণে হয়ে থাকে। ওয়ার্নিক্সের রোগীর ভাষাগত সমস্যা ব্রোকা'র রোগী থেকে ভিন্ন। ওয়ারনিক্সের রোগীদের প্রথম টেম্পোরাল গাইরাস ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা সাবলীল ভাবে কথা বলতে পারে। যদিও তাদের কথা কিছুটা এলোমেলো এবং কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। তারা কথা শুনতে পায় কিন্তু বুঝতে পারে না এবং তারা কী শুনেছে পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। ওয়ার্নিক্স মনে করেন এই ধরনের সমস্যার মূল কারণ হল দুটি ''স্পিচ'' ক্ষেত্রের মধ্যেকার সংযোজক ক্ষতি বা বিচ্ছিন্নতা। দুটি 'স্পিচ' ক্ষেত্র হল স্পিচ মুভমেন্টর সঙ্গে যুক্ত 'ব্রোকা'র ক্ষেত্রে এবং 'স্পিচ' বোঝার জন্য ওয়ার্নিক্স ক্ষেত্র।

ওয়ার্নিক্স তাঁর স্পিচ প্রোডাকশান ও পারসেপশানের নিউরো অরোমেটিক মডেলের সাহায্য ব্যাখ্যা করেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষয়ক জটিলতা/ গোলমাল হয়ে থাকে। এই মডেল অনুযায়ী টেম্পোরাল লোব সেনসরি রিসেপটর অরগ্যান হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তিনি প্রমাণ করেন, বাম টেম্পোরাল লোবের প্রথম টেম্পোরাল কুন্ডরী বা কনভ্যলুশান-এ ক্ষতির কারণে সেনসরি এ্যাফেসিয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমানিত হয় ব্রোকা দ্বারা চিহ্নিত স্পিচ (মোট স্পিচ সেন্টার) ছাড়াও আরও একটি স্পিচ সেন্টার বর্তমান। তিনি দেখান যে অঙ্গ সংস্থানগতভাবে পরস্পর থেকে এই দুটি স্পিচ কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন হলে কিংবা এদের যেকোন একটির ক্ষতি হলে এ্যাফেসিয়া (ভাষাহীনতা) হতে পারে।

২.৫ ক্ষতির আকারের তুলনায় ক্ষতির জায়গা বেশি গুরুত্বপূর্ণ-একটি ভিন্ন তত্ত্ব (Size of Damage Than Site of Damage is More Importanht-A Different Theory)

উপরের তথ্য থেকে অনেক বিজ্ঞানী কাজের স্থান নির্বাচনের জন্য মস্তিষ্কের ম্যাপিং এর উদ্যোগ নেন।

হেনরি হেড লোকালাইজেশনিস্টদের (স্থানবাদী)-বৈরুদ্ধাচরণ করেন এবং বলেন যে তারা মস্তিষ্কের ক্ষতির কারনে সৃষ্ট অভাবগুলিকে অপেক্ষাকৃত সরলীকরণ করছেন। অ্যান গোল্জ (Ann Goltz) কুকুরের মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশ অপসারিত করে একগুচ্ছ পরীক্ষা করেন এবং ঐ অবস্থায় কুকুরের আচরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন ক্ষতির আকারের তুলনায় ক্ষতির স্থান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষাতে দেখা যায়- কর্টেক্সের অংশ বিশেষের অপসারণে প্রত্যাশিত চলন/গমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু ডিকটিকেশানের (corrsing over of nerves) কারণে সব ধরনের কাজই ব্যহত হচ্ছে।

২.৬ মস্তিষ্কের কাজ অনুযায়ী স্তর বিন্যাস (Functional Hierarchy of the Brain)

জন হুগলিংস জ্যাকসন হলেন আধুনিক নিউরোসাইকোলজির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র কাজের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সংগঠিত। তাঁর মতানুযায়ী স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে বিভক্ত। স্পাইনাল, কর্ড, মিড ব্রেন, ডায়েনসেফালন, বেসাল গ্যাঙ্লিয়া, ও কর্টেক্স। প্রতিটি স্তর আচরণের অধিকতর জটিল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে—

ক) স্পাইনাল কর্ডস্তর—এটি সহজ/ সাধারণ মোটর রিফ্লেক্সিভ তকাজ নিয়ন্ত্রণ করে, যাদের বেশীর ভাগ সোমাটো সেন্সরি তন্ত্রের সহিত যুক্ত।

খ) ব্রেনস্টেম স্তর—

পোস্টারাল সাপোর্ট ওঠা-নামা প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘুমানো/ জেগে ওঠা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

গ) মিড ব্রেন—ন্যূনতম তিনটি কাজ করে থাকে

- প্রথম— শ্রবণ, দর্শন, উত্তেজনা, নিয়ন্ত্রণ
- দ্বিতীয়—এই সেনসরি সিস্টেমগুলির সঙ্গে ভল্যানটারী মোটর সিস্টেমের সংযোগ সাধন।
- তৃতীয়—স্বয়ংক্রিয় পুনরাবৃত্তি মূলক আচরণের (যেমন চর্বন, চোষন প্রভৃতির) নিয়ন্ত্রণ।

ঘ) থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস ও বেসাল গ্যাংলিয়া স্তর— এরা বর্ধিত শক্তির দিক নির্দেশ করে। ভলানটারী মুভমেন্টের সমন্বয়সাধন এবং উত্তেজনা ও মারামারি যুদ্ধ এর ন্যায় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঙ) কর্টেক্স স্তর—এটি অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় স্বত:স্ফূর্ত চলন/গমনের (voluntary movements) ধরন, গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেনসরি ইনপুটের ধরনের বিভাজন ঘটায়।

জ্যাকসনের মতে সর্বোচ্চ কর্টিকিউলার স্তরে ক্ষতি আচরণের অবনমন ঘটায়। প্রাণী কেবলমাত্র সহজতর আচরণগুলি পুনরুদ্ধার ও সম্পাদন করতে পারে। যেমন যে সব প্রাণীর মধ্যে উচ্চতর পর্যায়ের আচরণ দেখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করতেন এই লক্ষণগুলি মস্তিষ্কের নিম্নতর কেন্দ্রগুলির থেকে তখন মুক্ত হয় যখন উচ্চতর কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আলেকজান্ডার লুরিয়া (১৯৬৬) নামক রাশিয়ান মনোবিদ মস্তিষ্কের কার্যবিষয়ক একই ধরনের ক্রমভিত্তিক সংগঠন প্রস্তাব করেছিলেন।

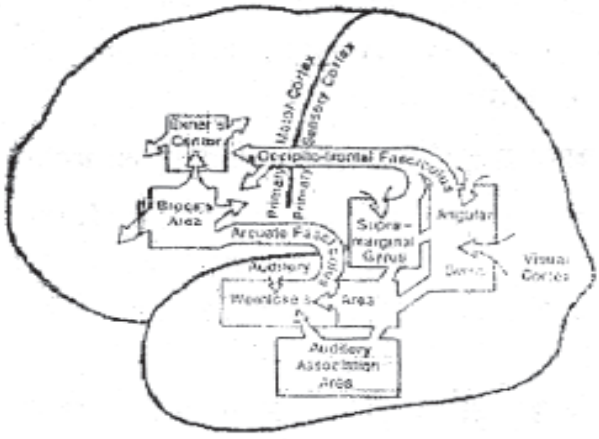

২.৭ সেরিব্রাল হেমিস্ফীয়ারের বৈসাদৃশ্য (The Asymmetry of Cerebral Hemisphere)

সেরিব্রাল হেমিস্ফায়ারদ্বয় আকৃতিগতভাবে দেখতে একই ধরনের হলেও কার্যগতভাবে ভিন্ন। হেমিস্ফীয়ারে কাজের প্রকৃতি জানার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন ওয়াডা টেস্ট (WADA Test), Dichotic listening test প্রভৃতি প্রমাণ করে যে মস্তিষ্কের বাম হেমিস্ফীয়ার মুখ্যত ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে।

২.৭.১ ওয়াডা টেস্ট (Wada Test)

সোডিয়াম এমাইটাল (Sodium Amytal) হল একটি দ্রুত কার্যকরী রাসায়নিক। যখন সোডিয়াম অ্যামাইটাল প্রতিটি হেমিস্ফীয়ারের ক্যারোটিড ধমনীতে (carotid artery) সরাসরি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা কিছু সময়ের জন্য প্রতিটি হেমিস্ফীয়ারের কার্যসমূহ বন্ধ করে দেয়। এই ধরনের ইন্‌জেকশন মস্তিষ্কের অপারেশনের আগে রোগীর কথার জন্য (হেমস্ফেরিক ল্যাটারেলিটি) মস্তিষ্কের গোলার্দ্ধ পার্শ্বীয়কতা জালার জন্য ব্যবহার করা হয়। কথার পার্শ্বীয়কতা এবং স্মৃতিশক্তির কাজসমূহ নির্ণয় করা হয় ইনজেকশন দেওয়ার পর রোগীকে গননা, সপ্তাহের দিন, জিনিসের নাম তথ্য পুনরায় মনে করতে বলার মাধ্যমে। যদি ঔষধটি কাজ করে থাকে তবে কথা সাময়িক ভাবে বিকৃত বা বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং যতক্ষণ ঔষধ কাজ করে রোগীর কথা জড়িয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। এটা তখনই ঘটে যখন কথার জন্য দায়ী হেমিস্ফীয়ারে অ্যামাইটল সোডিয়াম প্রয়োগ করা। ৯৬ শতাংশ ডান হাতি ও ৭০ শতাংশ বামহাতি রোগীর কথা বাধাপ্রাপ্ত বা বিঘ্নিত হয় যখন বাম অর্দ্ধে ইনজেকশান দেওয়া হয়। কেবল মাত্র ৪ শতাংশ ডানহাত রোগীর কথা বিঘ্নি হয় মস্তিষ্কের ডান অর্দ্ধে সোডিয়াম অ্যামাইটাল ইনজেকশন প্রয়োগ

করা হলে। অন্যদিকে, ২৫ শতাংশ বামহাতির কথার উপর মস্তিষ্কের ডান অর্দ্ধের প্রভাব এবং ১৫ শতাংশের উপর উভয় অংশের প্রভাব বর্তমান (WADA & Rasmussen, 1966) আধুনিকতম গবেষণা দেখা যাচ্ছে দ্বিপার্শ্বীয় কথা উপস্থাপনায় (Mateer & Dodrild 1983) কাজের কোনো দ্বৈততা নেই। অর্থাৎ, দুটি বামঅর্দ্ধ নেই কিন্তু দুটি অর্দ্ধে কথা ও ভাষার কাজের পৃথকতা দেখা যায়। এমনকি উভয় অর্দ্ধের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত কার্যসমূহ মস্তিষ্কের বাম অর্দ্ধে অবস্থিত।

২.৭.২ ডাইকোটিক লিশ্‌নিং স্টাডিস (Dichotic Listening Studies)

এই গবেষনাটি হল মস্তিষ্কের কার্যগত বৈসাদৃশ্যতার আচরণগত পরীক্ষাগুলির অন্যতম। এতে পরোক্ষভাবে দুটি টেম্পোরাল লোডের (ডান ও বাম) তুলনা করা হয়। (প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী অডিটরি প্রোজেকশন)। এক্ষেত্রে একই সাথে দুটি কানে আলাদাভাবে (শব্দ) উদ্দীপক দেওয়া হয়। দুটি অর্দ্ধই প্রতিটি কান থেকে উত্তেজনা শব্দ গ্রহন করলেও বিপরীত পার্শ্বীয় সংযোগের (contra lateral connection) প্রভাব বর্তমান। ফলে যেটি অধিকতর বেশী ভালো বিকশিত সেটি এক পার্শ্বে সংঘটিত (ipsilateral) শব্দকে প্রতিহত করে। এইভাবে ডান কানে দেওয়া শব্দ তথ্য মস্তিষ্কের বাম অর্দ্ধে গৃহীত হয় একে ডান কানের সুবিধা (Right Ear Advantage REA) REA-বলে। কিমুরা (Kemura) ১৯৬১ সালে টেম্পোরল লোবে ক্ষতযুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে এই আচরণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ক্ষতির কেন্দ্র যাই হোক না কেন সমস্ত রোগীকে যখন সংক্ষিপ্ত কথ্য উদ্দীপক যেমন সংখ্যা বলা হচ্ছে তখন বাম কানে দেওয়া উদ্দীপকের তুলনায় ডান কানে দেওয়া/বলা উদ্দীপক ভালো শুনতে পাচ্ছেন।

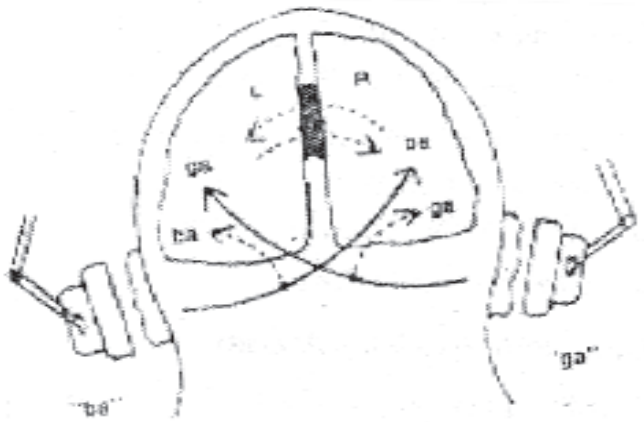

চিত্র-ডাইকোটির শোনার পরীক্ষা

সাধারণভাবে কথা বা ভাষাভিত্তিক উদ্দীপকের—(যেমন-শব্দ, শব্দাংশ, অনুন্নত কথা এবং স্পট ব্যঞ্জনবর্ণ) ক্ষেত্রে REA দেখা যায়। একই সাথে উপস্থাপিত উদ্দীপক প্রমাণ করে কথ্য/বাচনিক উদ্দীপকের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বাম অর্দ্ধের প্রসেসিং অধিকতর ভালো। বাম কানের সুবিধাসমূহ (LEAs) প্রমাণ করে ডান অর্দ্ধের মেলোডিক ও অ-বাচনিক উদ্দীপক যেমন- কাশি, হাসি প্রসেসিং এর ক্ষমতা বেশী। স্বরবর্ণগুলি

উভয় কানেই কোন প্রকার সুবিধা পায়না, ইফ্রন (E fron)-এর ১৯৬৩ সালে বলেন দ্রুত বা তথ্যনির্ভর প্রসেসিং-এর প্রয়োজনে REA দেখা যায়। বেশীরভাগ কথা গঠনে দ্রুতভাবে রেফারেন্স ট্রানজিশান (ব্যতিক্রম স্বরবর্ণ এককভাবে) যুক্ত প্রসেসিং কথা বোঝাতে মস্তিষ্কের বাম অর্দ্ধের ভূমিকা বর্তমান।

টালাল (Tallal) প্রদর্শন করেন ডেভেলাপমেন্টাল ও অর্জিত অ্যাফেসিয়ার ক্ষেত্রে অডিটরি প্রসেসিং এর প্রতিবন্ধকতার গণ্য বোধশক্তির সমস্যা দেখা দেয়।

গবেষকরা এই গবেষণাতে মস্তিষ্কের অর্দ্ধদ্বয়ের বিশেষীকরণ বিষয়ক তত্ত্ব গঠন করলেও পরীক্ষার প্রণালীতে সীমাবদ্ধতা বর্তমান। সমস্ত এই পরীক্ষায় প্রত্যাশিত কানের সুবিধা প্রদর্শন করে না। কর্ণদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রায়শ কম হয় যখন এই পরীক্ষা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অনুশীলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তথাপি সন্দেহাতীত ভাবে ডাইকোটিক টেস্টকে স্বাভাবিক মস্তিষ্কের অর্দ্ধদয়ের বৈসাদৃশতার গ্রাহ্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২.৮ ভাষা অর্জনের জৈবিক ভিত্তির প্রমাণ (Proof of Biological Foundation for Language Acquisiton)

ভাষার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ব্যবহার সম্পর্কিত উপরোক্ত সমস্ত তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে ভাষা হল মস্তিষ্ক প্রসূত একটি অত্যন্ত জটিল আচরণ। শৈশব ও কৈশোরে ভাষার পনের প্রতিবিধানের লক্ষণও এগুলি। সকল স্বাভাবিক শিশু জীবনের প্রথম (৬) ছয় মাসেই 'কু' (coo) ও বা বা (babble) বলে। এমনকি শ্রবণ অক্ষমেরাও শৈশবে এই আচরণ প্রদর্শন করে যদিও পরে তা থেমে যায় (ভাষার বিকাশের এই ধাপগুলি)। সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত এবং স্থানগত পার্থক্য নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বের সকল শিশুরই একই সময়ে একই রকম। এগুলি ভাষা অর্জনের জন্য জৈবিক প্রভাবিত অবস্থারই ধারণা দেয়।

চাক্ষুষ, ইংগিতগত ভাষার এই বিবর্তনও অত্যন্ত জটিল এবং সংগঠিত। যেমন—শ্রবণ অক্ষমদের ইঙ্গিত ভাষা (sign language) মানবীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রচুর সম্ভাবনাসূচক ও নমনীয়তা নির্দেশ করে যেখানে যখন উপযুক্ততা অনুযায়ী নতুন অবস্থাকে (New challenge) গ্রহণের সম্মুখীন হতে হয়।

২.৯ ভাষা অর্জন (Acquisition of Knowledge)

ভাষা অর্জন হল একটি প্রক্রিয়া যা সমস্ত স্বাভাবিক শিশুই কোনরকম সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই তার দেশীয় ভাষাকে (মাতৃভাষা) স্বচ্ছন্দভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আবার এটাও লক্ষিত হয় যে এক্ষেত্রে ভাষা এবং জাতির মধ্যে কোন অপরিহার্য যোগসূত্র নেই। যে কোনো সাধারণ শিশুই তার জাতি বা বংশগত দিককে গ্রাহ্য না করে যেখানে সে ছোটো থেকে বড় হয় সেখানকার ভাষা অর্জন করে। যদি তা না হয় তবে তা কোন বংশগত কারণের জন্য নয় সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। সে হয়তো সেই সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমন্বিত হতে পারে নি।

শ্রবণ অক্ষম শিশুও উপযুক্ত সাহায্য পেলে মৌখিক যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বদাই স্বাভাবিক ভাষা বিকাশ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। এর কারণ শ্রবণ অক্ষম শিশুরা তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মূল প্রকৃতি এবং কেমনভাবে তা মৌখিক বিষয় নিয়ে কাজ করে তার পরিবর্তন করতে পারে না। শ্রবণ অক্ষম শিশুদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বাচনিক ভাষায় রীতি প্রক্রিয়ার দ্বারা একই সুরে বাঁধা থাকে। শিক্ষকের কাজ হল নিশ্চিত করা। যে শ্রবণ অক্ষমতা যেন শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে মৌখিক উদ্দীপককে পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। এই বিষয়টি তৃতীয় পত্রের ১ম ও ২য় পর্বে বিস্তারিত আছে।

২.৯.১ কথাবার্তা—বাচনিক ভাষার এক অপরিহার্য অংশ (Speech-An Intrinsic Part of Spoken Language)

আমরা এতক্ষণে জেনেছি যে ভাষা হল একটি মানসিক ঘটনা। ভাষার সংকেত বক্তা অথবা ব্যবহারকারীর মনে স্থায়ী আসন লাভ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের ভাষার সংকেতের একই মর্মার্থ জানতে বুঝতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বার্তা অর্থাৎ বক্তব্য অর্থপূর্ণ হবে না।

সাধারণত, ভাষা ব্যবহারের জন্য মুখ্য বিষয়ই হল কথা (spech) এবং এই কারণে আমরা কথা এবং ভাষাকে দুটো পৃথক ক্ষমতা বলে মনে করি না। কিন্তু একটা সময়ে শ্রবণ অক্ষম শিশুদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলি ভাষা সম্বন্ধীয় সংযোগ সাধনের দুটি পৃথক দিক হিসাবে নির্দেশিত হয় যেখানে দুটিকে মধ্যে পৃথকভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। যখন কৈশোরের শ্রবণ অক্ষমদের (নিয়ে কাজ করা হবে) শেখানো হবে তখন শিক্ষকের গুরুত্ব দিতে হবে—

- ভাষার সংকেতকে অর্জন করতে সাহায্য করা যাতে শিশুটি সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতি বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারবে এবং
- তারপর তাকে কথার কৌশল শিখতে সাহায্য করা যাতে তার ভাষার সংকেত (Language code) বোঝার বিকাশ ঘটায়, সে যেন সংযোগ সাধনের জন্য ভাষার জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারে এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে।

  শ্রবণের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই বাচনিক ভাষার শিক্ষা হতে পারে। আমরা এখন দেখব শ্রবণ অক্ষম শিশু ভাষার সংকেত কিভাবে শিখতে পারে।

  (কথা এবং কথা শিক্ষা সম্বন্ধে Paper I, Block 3 এবং 4-এ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।

২.১০ ভাষা শিক্ষার জন্য সাহায্যকারী/উপযোগী শর্তাদি (Conditions Conductive to Language Acquisition)

শিশুদের ভাষা শিক্ষার প্রক্রিয়াটি ভাষাতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য গবেষকদের কাছেও পরিষ্কার নয়। এই বিষয়ে গবেষণার ফলাফল থেকে শিশুর কথ্য ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে শিশু মস্তিষ্ক মৌখিক/কথ্য ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত হলেও অনুকূল পরিস্থিতিতেই একমাত্র ভাষা শিক্ষা সম্ভবপর হয়। এই পরিস্থিতিগুলি হল—

- বয়স্কদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভাষার যথার্থ প্রকাশ।
- শিশুর আগ্রহ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষার ব্যবহারকে আলোকিত করা।

২.১০.১ বয়স্কদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভাষার যথার্থ প্রকাশ (Ample Exposure to Adult Language Related to Shared Experiences)

একটি শিশু যখন ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে এবং এই জগতে জীবন শুরু করে তখন সে তার চারপাশের মানুষ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছু বোঝে এবং তা থেকে শিক্ষালাভ করে। সে ক্রমশ অনুধাবন করে তার উপর এগুলির প্রভাবকে এবং কেমনভাবে সে তাদের আচরণ ও কার্যকলাপের দ্বারা প্রভাবিত—এটাই হল তার ধারণার বিকাশ (Congnitive Development)। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে অভিজ্ঞতাকে ভাগ করে নেওয়ার জন্য যে কথোপকথন হয় তা শিশুর শব্দভাণ্ডার ও উপলব্ধি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকেই তার উপলব্ধি ঘটে; যেমন সে পূর্বেই বুঝতে পারে কোন নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সে ব্যবহার করবে। দিনের পর দিন বহু কিছুর মধ্যে আপাতভাবে ছোটোখাটো ক্ষেত্রেও তার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহোক এটা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে প্রাথমিক স্তরে, যতক্ষণ না শিশু কথা বলতে পারে ততদিন মা বা রক্ষণাবেক্ষণকারীকে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়—একাধারে। প্রশ্নকর্তা ও তৎসঙ্গে উত্তরদাতা। এই ব্যবহার প্রতিদিনের কার্যক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করে তোলে। শীঘ্রই সে অনুভব করে যে বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে নিজের কণ্ঠস্বর একটা দক্ষ হাতিয়ার এবং এটা নিজের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে। শিশুর কথা বলার প্রতিটি ক্ষুদ্র ও ত্রুটি প্রচেষ্টাই তার চারপাশের সকলের অনুমোদন ও আগ্রহের দ্বারা উৎসাহিত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে শিশু তার চাহিদা ও আবেগ অনুভূতি সমূহকে প্রকাশ করতে শেখে। সুতরাং বলা যেতে পারে শিশুরা সাধারণত তাদের শব্দ গ্রহণ ও শব্দের প্রকাশ ঘটানোর প্রচুর অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই মাতৃভাষার শিক্ষা লাভ করে। এবং ক্ষেত্র বিশেষে যা তার কাছে কৌতূহল-সূচক এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। দু-বছর বয়সে তারা জ্ঞান লাভ করে এবং অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য অনায়াসেই সম্পূর্ণ বাক্যও ব্যবহার করতে পারে।

২.১০.২ শিশুর আগ্রহ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরাবৃত্তিমূলক ভাষার ব্যবহারের প্রতি আলোকপাত (Repetitive Language usage focused on child's needs and interests)

শিশুর আগ্রহ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিশু ও তার তত্ত্বাবধায়কের মধ্যে সাধারণত কথোপকথন হয়ে থাকে। খেলা, অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী শিশুর প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

কার্যকলাপ (ACTIVITY), পরিস্থিতি (SITUATION), অভিজ্ঞতা (EXPERIENCE) এই সবগুলি খেলা, কার্যকলাপ, বড়দের কাজের প্রতিক্রিয়া, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সহযোগী কথাবার্তা যা বেশীরভাগ সময়ই শিশু স্বতস্ফূর্তভাবে শিখে থাকে অর্থাৎ শিশুদের কথার ভিতটাই গড়ে ওঠে কথোপকথন থেকে। কথাবার্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল—

- শিশু এবং পরিণত বয়সের মানুষেরা একই বিষয় এবং বস্তুর প্রতি মনোযোগ পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং
- পরিণত ব্যক্তিরা ব্যাখ্যা সমেত কথা বলে যেমন বিষয়বস্তুর বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে।

শিশু এবং পরিণতদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত (এগুলির মধ্যে বস্তু, বিষয়, কার্যকলাপ, সম্পর্ক প্রভৃতি)। এই জন্য শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশুরা **যথার্থ সময়ের অনেক আগেই প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে।** দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে শিশুরা যে ভাষা শোনে সেগুলি তাদের কাছে **বারংবার উচ্চারিত এবং উপভোগ্য হয়।** পরিণতদের কথাগুলি শিশুর লালন পালনের কার্যাবলীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত যেমন স্নান করানো, পোষাক পড়ানো, খাওয়ানো এবং খেলার সময় প্রভৃতি। বড়রা প্রায়শই শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি **আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে।** সাধারণত তারা আশা করে না বা জোর দেয় না যে শিশুরা তার প্রশ্নের উত্তর করবে বা কখনো প্রশ্ন করবে। এর কারণ তারা নিজেদের কাজ করে চলে। তাই প্রাথমিকভাবে **দীর্ঘ সময় ধরে** শিশুরা বুঝতে পারে কেমন করে মৌখিকভাবে উত্তর করতে হয়।

(শ্রবণঅক্ষমদের শিক্ষকদের কাছে ভাষার বিকাশের এই নির্দিষ্ট দিকটি ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ)

২.১০.৩ শ্রবণ অক্ষম শিশুদের ভাষার বিকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক কারণগুলির সংক্ষিপ্তসার (Summary of factors that have relevance for developing language in H.K. Children.)

ম্যাক অ্যানালি এবং অন্যান্যরা ভাষার বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণের খসড়া দিয়েছেন। সেগুলি নীচে দেওয়া হল—

১. সংযোগসাধনের জন্য পূর্ব থেকে যোগাযোগের ক্ষমতার প্রয়োজন।

২. ভাষার বিকাশের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া জরুরি।

৩. প্রাথমিকভাবে শব্দ ছাড়া ভাষার ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপাদানকে প্রকাশ করতে পারা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৪. বড়দের প্রকাশভঙ্গির প্রভাব তাড়াতাড়ি ভাষার বিকাশ ঘটায়।

৫. প্রত্যুত্তর দিতে শিশুরা কত ভালোভাবে তাদের অর্থপূর্ণ মনভাবকে উপস্থাপিত করতে পারে ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জরুরী।

৬. শিশুদের শব্দভাণ্ডার দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অনুসৃত পদ্ধতি পৃথক পৃথকভাবে বারংবার প্রকাশে উন্নত হয়।

৭. শিশুদের বাক্যগঠন ক্ষমতাও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ভাষা ব্যবহারের মধ্যে উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা পেলে অনুসৃত পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটে।

২.১১ ভাষা শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Important Features of the Process of Language Learning)

১. শিশুরা তার নিজস্ব চেতনার মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্নরকম অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে।

২. শিশুরা সাধারণত তার প্রথম অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ভাষা থেকে কিছু নমুনা উচ্চারণ শিখে থাকে। যেমন মা শিশুর কাছে একটি বল আনেন এবং বলেন, ''মুন্নার জন্য একটা বড় বল, এটা বড় লাল বল''। তারপর তিনি বলটা গড়িয়ে দেন এবং বলেন, ''যা, যা বলটা চলে-গেল, ধর ওটা''। তারপর তিনি নিজেই এগিয়ে যান এবং বলটা ধরেন ও বলেন, ''আ...আমি বলটা ধরেছি। শিশুটি এখন বল, লাল, বড় শব্দগুলি এবং ধরা/ধরেছি প্রভৃতি কার্যকরী শব্দগুলি বুঝতে শেখে। একই সঙ্গে সে লক্ষ করে পরিস্থিতি, বস্তু এবং বিষয়ে ব্যবহৃত ভাষাকে। বাস্তবিক খেলার পরিস্থিতির বারংবারতার মাধ্যমে শিখনের ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দবলির যোগান দেওয়ার যথোচিত ব্যবস্থা করা হবে।

৩. বহু ভাষাতত্ত্ববিদ পরিস্থিতি লক্ষ করে শিশুর সঙ্গে কথোপকথনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং পারস্পরিক এই ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়েই অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি হয়ে থাকে। যেমন—

আমি এখানে তুমি সেখানে।

বাক্যের শব্দ গুলির প্রয়োগের বিভিন্নতায় বাক্য দুটির মৌলিক পার্থক্য সহজেই এখানে বোঝা যাচ্ছে। শিশু বাক্যের ভাষার তারতম্য ক্ষণের নিরিখে বাক্যে দুটি অবস্থার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবে। এ ধরনের বাক্য গঠন জোড়ার সাহায্যে। শিশু শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠনশৈলী ও বুঝতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ''শিশুটি আইসক্রিম দেখছে'' বাক্যটি থেকে আইসক্রিমের মিষ্টতার স্বাদ, আর শীতলতার অনুভব, পছন্দ এর সাথে সাথে কতিপয় শব্দ, আইসক্রিম,...., মিষ্টি, তুমি কি পছন্দ কর, তুমি কি আরও চাও এগুলিও সে শিখতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে শিশুটি বাক্য ও শব্দ উচ্চারণের বিভিন্নতায় সেও বাক্য ও শব্দ উচ্চারণ শিখতে পারবে। অধিকন্তু এগুলি স্মরণে রেখে পরবর্তী পর্য্যায়ে অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রয়োগ করতে পারবে।

৪. অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্যের দশের শতকগুলির পুনরাবৃত্তিতে শিশুর কথিত ভাষার প্রয়োগ রীতি খুবই সুদৃঢ় অর্থাৎ পোড়ানো হয়। ফলে ভাষা সহজেই সাধারণ শিশুর কাছে সুপরিচিত হয় যা শুধু তাকে যোগাযোগে সাহায্য করে না, তাকে চিন্তার যন্ত্ররূপেও সাহায্য করে। শ্রবণ সক্ষম শিশুকে প্রত্যেক বারে একজন লোক শব্দ উচ্চারণরীতি বা বাক্য ও শব্দগুচ্ছ রীতির পদ্ধতি যদি কোনো শিশুর নিকট প্রকাশ করে, তাহলে সহজেই শিশুটি তার উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম হয়।

২.১২ ভাষা উন্নতির পর্যায়ক্রম/ভাষা বিকাশের স্তর (Stages in Language Development)

আঠারো মাসের শিশুদের একটা শব্দের দ্বারা একটা বাক্য প্রকাশের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। তারা যে একটা শব্দ বলে তার দ্বারা একটা সম্পূর্ণ বাক্য প্রকাশ পায়। যেমন 'জল' শব্দটির দ্বারা 'আমি তৃষ্ণার্ত' অথবা 'আমার জল চাই' তা বোঝায়। যখন সে তার নিজের নাম বলে, সেটা কেবল মাত্র তাকেই বোঝায়, 'এটা আমারই উপযুক্ত।' এই পর্যায়ের কিছু দিন পরই, সে দুটি বা আরো কিছু বেশি শব্দের দ্বারা ছোটো ছোটো বাক্য ব্যবহার করে যা বড়দের বাক্যের মত নয়। চার বছর বয়সের মধ্যে শিশু ভাষার মৌলিক কাঠামোগুলি আয়ত্ত করে নেয়। সে প্রশ্ন করতে শুরু করে এবং কথপোকথন শুরু ও উপভোগ করে। এ সময়ে শিশু, নির্দিষ্ট প্রশ্ন—যেমন 'কি', 'কোথায়' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। বিমূর্ত প্রশ্ন যেমন, 'কেন', 'কখন' ইত্যাদিও করতে শুরু করে। প্রকৃতিগত ভাবেই শিশু অনুসন্ধিৎসু হয় এবং 'কি' বা 'এটা কি' এই ধরনের প্রশ্ন বার বার করতে থাকে। ফলে পরিবেশের নানা ভাষা ও নানা পরিস্থিতির মধ্যে সে সহজেই সম্পৃক্ত হতে পারে। যাহোক ভাষা শোনা তথা ভাষা অর্জনের এই প্রক্রিয়া একটি শিশুকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত রাখে। বলাই বাহুল্য ভাষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টা যথেষ্ট বেশীই।

২.১২.১ শব্দ ভাণ্ডারের বৃদ্ধি (The Growth of Vocabulary)

বয়স বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর সাধারণ জ্ঞান ও ভাষা জ্ঞান দ্রুত বাড়তে থাকে। শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ শিশুর সাধারণ মানসিক বিকাশকেও সূচিত করে। শিশুর শব্দ ভাণ্ডারের বৃদ্ধি তার শিক্ষার সঙ্গে সমানুপাতিক কিন্তু এই বৃদ্ধি তার কথ্য ভাষা গ্রহণের জন্মগত ক্ষমতার সঙ্গেও সমানুপাতিক।

২.১২.২ পড়া ও লেখা (Reading and Writing)

পড়ে বোঝার জন্য এবং লিখে বোঝাবার জন্য ভাষার লিখিতরূপের ব্যবহার শিশুরা দেরিতে শেখে যে ভাবেই মানব প্রজাতির কাছেও এটা দেরিতেই এসেছে। গড় শিশুরা ৫/৬ বছর বয়সে পড়তে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার ১/২ বছরের মধ্যে লিখতে শেখে। লিখতে শেখার ব্যাপারটা সুক্ষ পেশী সঞ্চালনে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। শুধু নকল করা হল এক ধরণের যান্ত্রিক দক্ষতা। এক্ষেত্রে কি লিখছে তা সে নাও বুঝতে পারতে পারে। বধির শিশুর শিক্ষকের লক্ষ রাখা উচিৎ, তাঁর শ্রেণিতে যেন এমনটা না ঘটে।

২.১২.৩ ভাষার যোগ্যতা ও স্বাক্ষরতা (Language Competence and Literacy)

এটা দেখা গেছে যে বিশ্বে সহস্রাধিক মানুষ লিখতে পড়তে শেখেনি অর্থাৎ নিরক্ষর। তবু তারা স্বাভাবিক ভাবেই জীবন যাপন করছে। তারা সকলেই কথা বলতে ও বুঝতে পারে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণও করতে পারে, ঠিক স্বাক্ষর ব্যক্তিদের মতই। যাহোক যে ভাষা আয়ত্ত করেছে সে একটু চেষ্টা এবং প্রশিক্ষণের সাহায্যে ঐ ভাষা পড়তে এবং লিখতে শিখতে পারে। কিন্তু একটি ভাষা শেখা ও পড়তে শেখার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে সাবলীলভাবে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার উপর এবং কথার মতই পড়াও ভাষাতাত্ত্বিক যোগাযোগের একটি বিশেষ প্রণালী। এটা নিজে ভাষা নয়। বিষয়টি শ্রবণে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষক ও মা বাবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট বধির শিশুকে ততক্ষণ পর্যন্ত 'পড়া' শুরু করানো উচিৎ নয়, যতক্ষণ না সে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক কথ্য ভাষা আয়ত্ত করতে পারছে।

(বিশদের জন্য পেপার III, ব্লক-২ দেখুন)

২.১২.৪ ভাষা বিকাশের স্তরের সারাংশ (Summary of Stages of Language Development.)

স্টার্ন ও স্টার্ন (১৯০৭)-কে সাধারণত শিশুর ভাষা বিকাশের প্রথম বিশ্লেষণী প্রবক্তা বলা হয়। শিশুর ১ বছর বয়স, (যখন সে প্রথম শব্দ (কথা) বলতে শুরু করছে), থেকে তিনি ভাষা বিকাশের সময়কাল ধার্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে যে সময় থেকে শিশু একটি অর্থপূর্ণ শব্দ সচেতনভাবে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে সে সময় থেকেই তার 'কথা' শুরু হয়।

'স্টান' (১৯২৪)-এর দেওয়া ভাষা অর্জনের প্রারম্ভিক ও পরবর্ত্তী চারটি স্তরের সারাংশঃ—

প্রারম্ভিক স্তর **১ম বছর**	এই স্তরে তিন ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায় ঃ— ১) ব্যবলিং বা পুনরাবৃত্তি ব্যঞ্জন ধ্বনি। ২) অপরিষ্কার অনুকরণ। ৩) প্রাথমিক বোঝাবুঝি।
প্রথম স্তর ১;০-১৬ বছর	শিশু, কিছু বিশেষ অর্থযুক্ত শব্দ আয়ত্ত করে, যা সম্পূর্ণ বাক্যের ভাব প্রকাশ করে। যদিও ব্যাকরণ বা বাক্যের গঠন বোঝার কোনো প্রমাণ সে রাখতে পারে না।
দ্বিতীয় স্তর ১;৬-২;০ বছর	শিশু বুঝতে পারে যে সবকিছুরই একটা নাম আছে। অকস্মাৎ বিচ্ছুরণের মত কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে, বস্তুর নাম জানার জন্য প্রশ্ন (এটা কি/কি) বেরিয়ে আসে। এর কিছু পরেই একাধিক শব্দ একসঙ্গে বেরিয়ে আসে—প্রথম প্রথম অনিয়মিত, পরে সাবলীল ভাবে। শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে তিন ধরণের বিকাশ লক্ষ করা যায়— ১) নামবাচক শব্দ বা বিশেষ্য ২) কাজবাজক শব্দ বা ক্রিয়া ৩) গুণাগুন বা সম্পর্ক বোঝায় এমন ধরনের শব্দ—
তৃতীয় স্তর ২;০-২;৬ বছর	মোটামুটি সুগঠিত (প্রধানত উদ্দেশ্য-বিধেয় সমন্বিত ব্যাকরণগত ভাবে নির্ভুল) বাক্য বলতে পারে। শব্দরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরী শুরু হয়ে যায়। নানাভাবে বাক্য গঠন করতে শুরু করে। প্রশ্নও বাড়তে থাকে।
চতুর্থ স্তর ২;৬ তদুর্দ্ধ	সাধারণভাবে গঠিত বাক্য শব্দগুলি যেভাবে থাকে তার পরিবর্তন করে উন্নততর বাক্য গঠনে সমর্থ হয়। ব্যাকরণ সমৃদ্ধ কিছু 'মরফিম' আয়ত্ত করতে থাকে। তার প্রশ্নের মধ্যে সময় ও কারণ ইত্যাদি যুক্ত হতে থাকে।

২.১৩ ভাষা শিক্ষার তত্ত্বাবলী (Theories of Language Learning)

আমরা ইতিমধ্যেই দেখলাম যে ভাষা হল একটি অর্জিত আচরণ এবং শিশু একসঙ্গে পুরো ভাষাটা

শিখে ফেলতে পারে না। এই শিক্ষা স্তরে স্তরে ঘটতে থাকে। অর্থাৎ সাধারণভাবে শেখার তত্ত্বগুলি ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মনোদ্যিায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত অর্জন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

→ **অনুকরণ তত্ত্ব (LmitationTheory)** অনুযায়ী শিশু ভাষা শেখে বড়দের কথা অনুকরণ করে।

→ **উৎসাহ প্রদান তত্ত্ব (Reinforcement Theory)** অনুযায়ী—সঠিক বাক্য বলার জন্য ইতিবাচক-উৎসাহদান ও ত্রুটিপূর্ণ বাক্য বলার জন্য নেতিবাচক উৎসাহদানের মাধ্যমে শিশু সঠিক ভাষা বলতে সমর্থ হয়।

যাইহোক উপরোক্ত উভয় তত্ত্বই শিশুর ভাষা বিকাশ (ত্রুটিহীন বাক্য ব্যবহার ও বাক্য গঠনের নীতিগুলি আয়ত্তকরণ)-কে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। শিশুর ভাষা অর্জনে অনুকরণ তত্ত্বের ভূমিকা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু অনুকরণতত্ত্ব দিয়েই সমগ্রভাবে ভাষাবিকাশকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে যে শিশুরা সেই সমস্ত বাক্য অনুকরণ করতে পারে না যেগুলি ব্যাকরণের দ্বারা গঠিত হয় নি, সেগুলি তাদের মনের মধ্যে তৈরী একটা নির্দিষ্ট স্তরে এসে।

উৎসাহ প্রদান তত্ত্ব মনে করে শিশুরা ত্রুটিপূর্ণ বাক্যের জন্য ক্রমাগত সংশোধনের মাধ্যমে ও সঠিক বাক্যের জন্য উৎসাহ দানের মাধ্যমে, ভাষা আয়ত্ত করে থাকে। এক্ষেত্রেও যা দেখা গেছে তা হল, সংশোধন যা করা হয় তা মূলত বিষয়ভিত্তিক, ব্যাকরণভিত্তিক নয়। তাছাড়া বড়রা শিশুদের কথা বলতে দেখেই খুশী হন। তার ব্যাকরণগত ত্রুটি সংশোধনের বিষয়ে ততটা মনোযোগী থাকে না (যদিও এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে মায়েরা প্রায়শই শিশুর অসম্পূর্ণ কথাগুলি বা বাক্যগুলির সম্পূর্ণরূপ পুনরাবৃত্তি করেন যদিও তাঁর বলে দেওয়া সম্পূর্ণ বাক্যটিকে পুনরায় বলার জন্য শিশুকে বাধ্য করেন না)।

→ শিশুরা তাদের নিজেদের নিয়ম তৈরী করে ও ব্যাকরণ সংগঠিত করে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে শিশুরা যা শোনে তা থেকেই তা কিছু সাধারণ সরল নিয়ম তৈরী করে নেয় ও তাই তারা ব্যবহার করে যতক্ষণ না ব্যাকরণগতভাবে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারছে।

২.১৩.১ ভাষা ও ধারণা (Language and Cognition)

ভাষা ও ধারণার মধ্যে সম্পর্ক বোঝার জন্য অনেক গবেষণাই হয়েছে। আগে ভাষা হত 'ভাষা'ই কর্তৃত্ব করে অর্থাৎ ভাষার পরিবেশে থাকার ফলে শিশুর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ভাষা গড়ে ওঠে এবং এই ভাষাকে ভিত্তি করে তার নানা ধারণা গঠিত হয়। (QUIGLEY & KRETSCHMER, 1982)।

এর বিপরীতে যে মত তা হল **বৌধিক-কর্তৃত্বের তত্ত্ব** যা বলছে যে ভাষা বিকাশের আগেই প্রাথমিক ভাবে প্রতক্ষণ ও বৌধিক বিকাশ ঘটে যা বিকাশের ভিত্তি তৈরী করে। ভাষা হল এক্ষেত্রে পূর্বেই সংগঠিত প্রতক্ষণ ও বৌধিক বিকাশের স্বাভাবিক পরিবর্দ্ধিত রূপ। (Slob in 1979)

(FURTH) ফার্থ (১৯৬৬) তাঁর গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন যে ধারনার বিকাশ

মুখ্যত ভাষা নিরপেক্ষ এবং ধারণার বিকাশে ভাষার ভূমিকা গৌণ। তাঁর গবেষণাকে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ভাষা ও ভাষা অর্জন হল শিশুর একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, প্রাথমিক ধারণা বিকাশ প্রক্রিয়ার ফল বিশেষ।

এ বিষয়ে বাউয়ারম্যান (১৯৮১)-এর যুক্তি ও উল্লেখযোগ্য। তিনি পারস্পরিক-সক্রিয়-তথ্য বিনিময়ে ক্রিয়া বা মডেলের কথা বলেছেন যেখানে ভাষার ক্ষেত্রে ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'অর্থ' (meaning) তৈরী হয় এবং যা শিখতে হয়। এখন এই ধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থ তৈরী হয়, তাই দিয়ে ভাষার গঠনকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আবার ভাষাতাত্ত্বিক গঠন পর্যবেক্ষণ করেও 'অর্থ' তৈরী হতে পারে যা ধারণার বিকাশকে বহন করেই ঘটে থাকে বলে অনুমান করা হয়। এই পারস্পরিক-সক্রিয়-তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ধারণা ও ভাষা বিকাশের তত্ত্ব বর্তমানে অধিক জনপ্রিয়। অন্যান্য ধারণার বা বৌধিক বিকাশের থেকে ভাষা বিকাশ পৃথক কোন প্রক্রিয়া নয়। বুদ্ধির স্তর সমসময় ভাষা নিরপেক্ষ নয়। (WELLS 1979) শিশুরা 'অর্থ' বোঝার জন্য ভাষার গঠন পর্যবেক্ষণ ও পরিস্থিতির উপাদানগুলির প্রতক্ষণ উভয়ই একসাথে করে থাকে।

২.১৪ ভাষার বিকাশ—বধির শিশুদের প্রধান সমস্যা (Language Development-The Main Problem of the Deaf)

একজন গুরুতর বা অতিমাত্রায় গুরুতর বধিরতায় আক্রান্ত শিশু সম্ভবত কোন কথা বা ভাষাই আয়ত্ত করতে পারে না যদি না তাকে শিশুকাল থেকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বল্প ও মধ্যমাত্রার বধিকতাযুক্ত শিশুরা কিছু অন্তত কথা ও ভাষা আয়ত্ব করতে পার। যাইহোক এই ধরণের শিশুর গুণগত ও পরিমাণগত মান শুধুমাত্র তার বধিরতার মাত্রার উপরই নির্ভর করে না। তার বুদ্ধির স্তর ও সার্বিকভাবে পরিবেশও এর জন্য দায়ী। নীচের ছক থেকে শ্রবণ সক্ষম ও গড় অতিমাত্রায় গুরুতর বধিরতায় আক্রান্ত শিশুদের যোগাযোগ-দক্ষতার-বিকাশের যে পার্থক্য সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

স্তর	শ্রবণসক্ষম শিশু	বধির শিশু
প্রথম বছরে	প্রচুর ভাষা বুঝতে পারে। এক শব্দের বাক্য এবং কিছু শারীরিক অভিব্যক্তির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করে।	শ্রবণসহায়ক যন্ত্রে ব্যবহার বা বিশেষ সহায়তা ছাড়া ভাষা বুঝতেই পারে না। অন্যের শারীরিক অভিব্যক্তিই শুধু বুঝতে পারে। নিজেকে প্রকাশের জন্যও শারীরিক অভিব্যক্তিই ব্যবহার করে।
চার/পাঁচ বছরে	ভাষার পরিবেশ সাপেক্ষে ২০০০ থেকে ৬০০০ শব্দের শব্দ-ভাণ্ডার তৈরী হয়ে যায়। ভাষার মূল গঠন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলে। সরল রূপান্তর, প্রশ্ন ও বাক্য সংযোজন আয়ত্ত করে ফেলে।	১৫ থেকে ২৫০ শব্দের শব্দভাণ্ডার তৈরী হতে পারে যা নির্ভর করে অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতার ব্যবহার ও অভিভাবকদের দেওয়া প্রশিক্ষণ সহায়তার উপর। শিশুকালে উন্নত মানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায়।

ছয়	জটিল বাক্য ব্যবহার করতে পারে। সব স্বর বর্ণ ও বঞ্জনবর্ণ প্রায় ব্যবহার করতে পারে ও নবাগতের সঙ্গে সাবলীল ভাবে যোগাযোগ করতে পারে	শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কিছু প্রাথমিক নাম-বাচক শব্দ, গুণবাচক শব্দ ও ক্রিয়া-শব্দ আয়ত্ত করতে পারে। বাক্য ২-৩ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে খুবই অসুবিধা বোধ করে। স্বরধ্বনি হয়তো অনেকটাই বলতে পারে কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি খুব কমই আয়ত্ত করতে পারে।

২.১৫ শ্রবণ প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের ভাষা বিকাশে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ (Premises for Language Development of the Hearing Imparied)

→ একটি বিশেষ ধরনের শিশু জৈবিকভাবে ভাষা শেখার প্রবণতা নিয়ে জন্মেছে।

→ সব শিশুই সমানভাবেও সমানহারে ভাষা শেখে না।

→ ভাষা বিকাশের রীতি (Pattern) সব শিশুর ক্ষেত্রেই একই, সে শ্রবণসক্ষম হোক বা বধির হোক বা ভাষা অর্জনে পিছিয়ে পড়া হোক।

→ বেশীরভাগ বধির শিশুরই ভাষা বিকাশ হয় ধীর গতিতে।

→ শিশুকাল থেকেই ভাষা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলে বধির শিশুরও ভাষা বিকাশ সাধারণের মতই হতে পারে।

→ শিশুর ভাষা বিকাশের জন্য মা-বাবার সক্রিয়তা জরুরী।

→ ভাষা বিকাশের ভালো কর্মসূচী সবসময়ই ভাষা বিকাশের স্বাভাবিক রীতি বা পথ অনুকরণ করে।

→ যোগাযোগ কোন পন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট বা তুলনামূলকভাবে ভালো—বলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আনা যায় না।

→ ভাষা শিখতে হয় পরিবেশে মানুষে-মানুষে যে অর্থপূর্ণ কথোপকথন-তা শোনার মাধ্যমে। শুধুমাত্র একটা একটা শব্দ শিখিয়ে ভাষা শেখানো যায় না কারণ ভাষা শিখতে হলে তার ব্যবহার, অর্থরীতি ও গঠনরীতি শিশুর সামনে উন্মুক্ত করা দরকার। আর তা সম্ভব হতে পারে একমাত্র কথপোকথন শোনার মাধ্যমেই।

২.১৫.১ বধির শিশুদের ভাষা সমস্যা (The Language Difficulties of Hearing Imparied Children)

জন্ম থেকে বধিরতা, যে কোন শিশুরাই ভাষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। এই ধরনের শিশু বিশেষ সহায়তা পেয়েও অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে ভাষা আয়ত্ত করে। তার অসুবিধার প্রকৃতি বিবচেনা করলে বোঝা যাবে, কথা বা ভাষা যতটুকুই সে শিখুন না কেন, তার পক্ষে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য

অগ্রগতি হিসাবে সূচিত হওয়া উচিত। শ্রবণহীনতার জন্য পরিবেশের মানুষদের সঙ্গে তার ক্ষীণ যোগাযোগ-এর কারণে সাধারণভাবে ব্যবহৃত কথ্য ভাষার অভিজ্ঞতা তার খুবই সীমিত। ফলে বোঝা এবং বোঝানোর ক্ষেত্রে তার এই যে অসুবিধা তা তার শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে ও সম্ভাবনাকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেয়।

২.১৫.২ বধির শিশুদের ব্যবহৃত ভাষার ত্রুটি (Errors often seen in the Language usage of H.I. Children)

গুরুতর শ্রবণহীনতায় আক্রান্ত শিশুদের কথা ও লিখিত ভাষায় যে ত্রুটিগুলি সাধারণত দেখা যায়।

→ ক্রিয়া অনেক সময় উহ্য থেকে যায়। বধির শিুর শব্দ ভাণ্ডারে ক্রিয়ার সংখ্যা সাধারণের তুলনায় অনেক কম থাকে। শিক্ষক ও মা-বাবার পক্ষ থেকে শিশুকে ক্রিয়া শব্দ শেখানোর জন্য সচেতন চেষ্টা থাকা দরকার।

→ বাক্যে—'উপরে', 'নীচে', 'ভিতরে' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দে 'টি'—'তে' প্রভৃতি উহ্য থাকতে দেখা যায়।

→ শব্দে বচন ও কাল নির্ণায়ক সংযোজন যেমন—'রা, 'গুলি', 'দের' প্রভৃতি (বচন নির্ণয়ের জন্য) ও 'ছিল', 'ছে', 'বে', 'বো' প্রভৃতি (ক্রিয়ার কাল নির্ণয়ের জন্য) উহ্য থাকতে দেখা যায়।

→ শব্দে বা বাক্যে— 'লিঙ্গ', 'বচন', 'পুরুষ'-এর ত্রুটি ও পরিলক্ষিত হয়।

→ শব্দের শেষে যুক্ত কারক বিভক্তির ব্যবহারেও ত্রুটি দেখা যায় কারণ বধির শিশুরা ওষ্ঠপাঠের মাধ্যমে বেশীর ভাগ সময়ই শব্দের শেষে বিভক্তির উচ্চারণ বুঝতে পারে না।

→ তাদের বাক্যরীতিতে একঘেয়েমী লক্ষ করা যায় কারণ তাদের বাক্যরীতির ভাণ্ডার সীমিত।

→ তারা কথা ও লেখা উভয় ক্ষেত্রেই অনেক সময়ই 'টেলিগ্রাফিক বাক্য' ব্যবহার করে এবং বিমূর্তভাব প্রকাশে অসুবিধা বোধ করে।

অনেক শিক্ষক ও মা বাবা ভাবেন যে কথ্য ভাষা বোঝার অসুবিধা অতিক্রম করা যায় 'পড়া'-র মাধ্যমে, যদিও এ ধারণা ঠিক নয়। যাহোক একটি বধির শিশু যার ভাষা দুর্বল সে 'পড়া'-র ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে। সে অবস্থায় তার ভাষার ভিতকে জোড়দার করার জন্য উৎসাহদান ভাষার সারাংশ-করণ ইত্যাদি জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে করে যেতে হবে যেভাবে Paper-III, ব্লক-১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

২.১৫.৩ শ্রাবণে প্রতিবন্ধকতাযুক্তদের কথ্য-ভাষা দক্ষতার প্রশিক্ষণ (Teaching Verbal Language Skills)

ভাষাবিকাশকে সহায়তা করার জন্য সাধারণত তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্তরের কথা ভাবা হয়—

→ গ্রহণ (Reception)— শোনার সাথে বোঝা

→ অন্তর্গত প্রতীকীকরণ (Internal Symbolizing)—অর্থ করা, কারণ বোঝাও ধারণা তৈরী করা।

→ প্রকাশ করা (Expression)—বলে বা লিখে যোগাযোগ করা।

গ্রহণ (Reception) ও অন্তর্গত প্রতিকীকরণ (Internal Symbolization) এর মধ্যে একটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, যার দ্বারা মস্তিষ্কে পূর্বসঞ্চিত স্মৃতির সাহায্যে, নতুন আসা সংকেতগুলিকে বোঝা যাবে। অনুরূপভাবে, যা বোঝা গেল, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে ভাব মস্তিষ্কে তৈরী হল, তা বাক্যের নির্দিষ্ট গঠনে রূপান্তরিত করতে হবে, যা দিয়ে পরিবেশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে। শ্রবণ-সক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে বাক্যের এই গঠন কথ্য বা লিখিত শব্দের মাধ্যমে হয়। কিন্তু বধিররা মস্তিষ্কে এটা সঞ্চয় করে থাকে দৃশ্য-রীতির সাহায্যে বা সংকেত ওষ্ঠ-সঞ্চালন-রীতির মাধ্যমে।

বধিরদের শিক্ষকরা বিশেষ পরিকল্পিত চেষ্টার মাধ্যমে শিশুকে ভাষার এই সব স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন এমনভাবে, যাতে শিশু আনন্দের সঙ্গে ও উৎসাহের সঙ্গে ভাষার বাক্যরীতি মস্তিষ্কে ধারণ করতে ও প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে। এর জন্য তিনি পারিবারিক পরিবেশের অনুরূপ পরিবেশ তৈরীতে সচেষ্ট হবেন এবং বেড়াতে যাওয়া, গল্প বলা, নির্দেশিত কাজ, সংবাদভিত্তিক কথপোকথন রোজনামচা প্রভৃতির সাহায্য নিতে পারেন। এটা বুঝতে হবে যে বধির শিশুর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যাবে না। এই ধরনের শিশুদের থেকে ভাষাভিত্তিক প্রতিক্রিয়া পেতে হলে দীর্ঘস্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

২.১৬ সারাংশ (Summary)

ভাষার ব্যবহার হল মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র আচরণ। যেহেতু ভাষা অর্জনের বিষয়টা—মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক তথ্য সরবরাহ, গৃহীত তথ্যের অর্থ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ এবং মস্তিষ্কের কথা-কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকাশের উপর নির্ভরশীল তাই এই সমগ্র প্রক্রিয়াকে মস্তিষ্কভিত্তিক বৌধিক ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে শিশুরা বংশ ও জাতিগত চরিত্র নিরপেক্ষভাবে কথা ও ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যদিও শিশুর এই ভাষা আয়ত্তকরণ প্রণালী সম্যক বোধগম্য নয়, তবু এই বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, শিশুর গৃহীত ভাষা অনেকটাই নির্ভর করে তার প্রয়োজন ও আগ্রহের উপর ও বড়োদের সাথে তাদের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সাথে সাথে বস্তু ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়োদের ধারাবাহিক ভাষ্য ইত্যাদির উপর।

একটি শিশু ১টি শব্দের কথা বলতে শুরু করে ১ বছর বয়সে, যেটা তার পূর্ণ চিন্তার বহিপ্রকাশ এবং ৪ বছর বয়সের মধ্যে শিশু কমপক্ষে ২০০০ শব্দের অধিকারী ও বাক্য গঠনের কিছু জরুরি নিয়ম আয়ত্ত করে ফেলে। এটা মোটামুটিভাবে এখন মেনে নেওয়া হয় যে শিশুর প্রত্যক্ষণ ও বৌধিক বিকাশকে অনুসরণ করে তার ভাষার বিকাশ এবং তার এই প্রত্যক্ষণ ও বৌধিক বিকাশ প্রভাবিত করে তার ভাষা অর্জন প্রক্রিয়াকে।

বধির শিশুদেরও অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সম্ভাবনা রয়েছে ভাষাবিকাশের এবং বিশেষ সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনেকেই, সীমিতভাবে হলেও ভাষার ব্যবহার করতে পারে। যাহোক

ভাষার ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে তাদের একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হয়। কিন্তু ভাষা প্রশিক্ষণের একটি পদ্ধতি অন্যটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট—এমন কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

২.১৭ নিজ পঠন (Self Study)

বধির শিশুর ভাষার নমুনা সংগ্রহ করুন (৮ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক বধির শিশুর স্বপ্রবৃত্ত কথপোকথন বা ছবির বর্ণনার মাধ্যমে)। ব্যবহৃত ভাষার ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করুন। প্রতিটি শিশুর জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করুন ঃ

→ বধিরতা শুরুর বয়স

→ বধিরতার মাত্রা

→ প্রশিক্ষণ শুরুর সময়

→ প্রশিক্ষণের ধরন/গুণগত মান

লক্ষ করুন শিশুর বর্তমান অবস্থা বা ভাষার বিকাশের সঙ্গে উপরোক্ত তথ্যগুলির সম্পর্ক রয়েছে।

২.১৮ বাড়ীর কাজ (Assignment) / অনুশিলনী

১. তিন ও ছয় বছর বয়স্ক ২টি বধির শিশুর ভাষা বিকাশ অনুধাবন করুন ও স্টার্ন-এর প্রদত্ত স্তর অনুযায়ী তার বিকাশকে ব্যাখ্যা করুন।

২. বধির শিশুর ভাষা বিকাশের জন্য দায়ী উপাদানগুলি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৩. ভাষার জৈবিক ভিত্তি বিষয়ে আলোচনা করুন।

২.১৯ উৎস (References)

1. Broca, P. Remarques surle siege de la faculte de la parole articulee, suivies d'une observation d'aphernie (perle de parole). Bull. Soc. Anat. (Paris) 36: 330,1961.
2. Brown, J. W. and Perecman, E Neurological Basis of Language Processing. In Speech and Language Evaluation in Neurology : Adult Disorders, 3 : 45-59, 1985, Grune & Stratton.
3. Efron. R. Temporal Perception, Aphasia and deja vu. Brain 86:403, 1963.
4. Head, H. Aphasia and Kindred Disorders of Speech, Cam bridge : Cambridge University Press, 1926.
5. Kimura, D. Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. Can. J. Psychol. 15:166, 1961.
6. Kolb, B. and Whishow, I.Ce. Fundamentals of Human Neuropsychology

San Francisco : W. H. Freeman, 1985.

7. Lenneberg, E. 1967. Biological Foundations of language, New York : Wiley.
8. Luria, A. R. Traumatic Aphasia. Reprinted in translation by Mouton, The Hague, 1971.
9. Mateer, C. A., and Dodrill, C. B. Neuropsychological and linguistic correlates of atypical language lateralization : evidence from sodium Amytal studies. Hum Neurobiolo. 2:1235,1983.
10. Tallal, P., and Piercy, M. Developmental aphasia : the perception of brief vowels and extended stop consonants. Neuropsychologia 13:67,1974.
11. Tallal, P., and Newcombe, F. Impairment of auditory perception and language comprehension in dysphasia. Brain Lang. 5:13,1978.
12. Tortora, C. J. and Anagnostakos, N. P. The Brain and the cranial Nerves, Principles of Anatomy & Physiology, 4th Ed 14:322-324, 1984.
13. Wada, J. A. and Rasmussen, T. Intracarotid injection of sodium Amytal for the lateralization of cerebral speech dominance: experimental and clinical observations. J. Neurosurgery, 17:266, 1960.
14. Wada, J.A., Clark, R., and Hamm, A. Cerebral hemispheric asymmetry in humans. Arch. Neurol. 32 : 239,1975.
15. Dennis Child, psychology and the teacher: 2nd Ed ISBN 033-910161-4
16. Hans G. Furth. Thinking without language - Psychological Implications of Deafness. (New York : The Free Press, 1966)
17. J. M. Bamford and J. c. Saunders, Hearing Impairment. Auditory Perception and Language Disability. (London : Whurr Publishers, 1994)
18. National Information Centre on deafness & National Association of the Deaf. Deafness : A fact Sheet. (Washington DC : Gallaudet University Press, 1984,1987)
19. Ronald Wardhaugh, Introduction to Linguistics. (New York : McGraw Hill Book Co., 1972)
20. Patricia L. McAnally and others, Language Learning Practices with Deaf Children. (Boston, Mass : Little Brown & Co. (Inc.), 1987)
21. Gallaudet Encyclopedia of Deaf people and Deafness. Ed.: John V. Van Cleve ; Volume I (McGraw Hill Inc., 1987)
22. Hans G. Furth. Thinking without language — Psychological Implications of Deafness. (New York : The Free Press, 1966)

23. J. M. Bamford and J. C. Saunders. Hearing Impairment. Auditory Perceptions and Language Disability. (London : Whurr Publishers, 1994)

24. National Information Centre on deafness & National Assocication of the Deaf. Deafness : A fact Sheet. (Washington DC : Gallaudet University Press 1984,1987).

25. Patricia L. McAnally and others, Language Learning Practices with Deaf Children. (Boston, Mass.: Little Brown & Co. (Inc.), 1987

26. David Ingram, First Language Acquisition. (Cambridge' University Press, 1969)

একক : তিন ❐ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা এবং দ্বিভাষাতত্ত্ব (Sign language and Bilingualism)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা কি?

- ৩.৩.১ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য
- ৩.৩.২ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা কি আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন
- ৩.৩.৩ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষাগুলি কথ্যভাষা নিরপেক্ষ

৩.৪ বধিরদের ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা শেখার স্বাভাবিক প্রবণতা

৩.৫ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা বিষয়ে গবেষণা

- ৩.৫.১ ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষার প্রধান পরিচয় প্রদানকারী বৈশিষ্ট্যগুলি
- ৩.৫.২ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার প্রধান লক্ষণ প্রদানকারী বৈশিষ্ট্যগুলি
- ৩.৫.৩ ইঙ্গিত/সংকেতের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি
- ৩.৬.৪ মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির গুরুত্ব

৩.৬ ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষার দোভাষীর কাজ

৩.৭ দ্বি-ভাষাতত্ত্ব (Bilingualism)

- ৩.৭.১ কাকে দ্বিভাষিক বলা হয়
- ৩.৭.২ বধিরদের শিক্ষায় দ্বিভাষাতত্ত্ব
- ৩.৭.৩ দ্বিভাষিকতার কেন্দ্র হল ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা
- ৩.৭.৪ দ্বিভাষিকতা প্রবর্তনের জন্য প্রদত্ত পর্যায়গুলি

৩.৮ দ্বিভাষিকতা প্রবর্তন সম্পর্কিত গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

৩.৯ যোগাযোগের বিভিন্ন ধরণ, মাধ্যম ও পথ

৩.১০ বধিরদের সঙ্গে ব্যবহৃত বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম

৩.১০.১ মৌখিক মাধ্যম (Oral Approach)

৩.১০.২ মৌখিক মাধ্যম (Manual Approach)

৩.১০.৩ মৌখিক মাধ্যম (Total Communical Approach)

৩.১০.৪ মৌখিক মাধ্যম (Indian Sign System-ISS)

৩.১১ সারাংশ

৩.১২ আত্মপঠন

৩.১৩ বাড়ীর কাজ/ অনুশিলনী

৩.১৪ উৎস

৩.১৫ সংযোজন

–BSL Alphabet = Two handed finger spelling (F.S)

–ASL Alphabet, IMA Alphabet and Cued Speech = One handed finger speeling

– Some Signs fromthe ISL (Bombay Version and used in some other regions too)

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

সক্রেটিস একবার প্লেটোকে মন্তব্য করেছিলেন "if we....the body?" ''যদি আমাদের স্বর এং জিভ দুটোই না থাকতো আর তা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে কিছু বোঝাতে চাইতাম তবে আমাদের অবস্থা কি হতো। 'যারা বলতে পারে না'—তাদের মতই হত না, যারা হাত মাথা বা শরীরের অন্যান্য অংশ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে।"

নীচে 'Seeing Voices' নামে একটি বইয়ের কিছু অংশ দেওয়া হল যাতে লেখক প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ Oliver Sacks প্রাক্‌ভাষিক বরিধদের পৃথিবী নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলেছেন। এই বইয়ে তিনি বধিরদের ইতিহাস ও সংগ্রাম এবং তাদের অসাধারণ অভিব্যক্তির হিসাব দিয়েছেন। এই বইটি থেকে আমরা জানতে পারি কত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ভাবে বধিরদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত, শ্রবণঅক্ষমদের পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য তাদের সংগ্রামের কথা এবং তাদের স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারের অধিকার নিয়ে তাদের সংগ্রামের কথা।

জন্মগতভাবে বধির মেয়ে বানেসা,তখনকার ইংল্যান্ডের রাজার নাম বলতে পারে নি, যদিও পড়াটা ছিল গ্রেট ব্রিটেনের ভূগোল, যেখানে এই রাজনৈতিক প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। তবু প্রত্যাশা ছিল আর সকলের মত সে এর উত্তর দিতে পারবে। সে কোন ভাবেই বোকা ছিল না, কিন্তু বধিরতা নিয়ে জন্মানোর জন্য। ধীরে আর অত্যন্ত কষ্ট করে যে শব্দ ভাণ্ডার সে তৈরী করেছিল তা দিতে পড়ার আনন্দ যে কখনোই পেত না। ফলস্বরূপ অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যে ভাবে কথপোকথন শোনার মাধ্যমে বা নানা বই পত্তর পড়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পারতো, তা সে পারতো না। সেশুধু তাই জানতে পারতো যা তাকে জানানো বা শেখানো হত বা শিখতে বাধ্য করা হত। এটাই হল সাধারণ শিশু ও জন্মগতভাবে বধির শিশুর মধ্যে মূলগত তফাৎ বা বলা যায় বৈদ্যুতিন মাধ্যম আসার আগে অন্তত এই তফাৎটা ছিল।

অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বানেসা'র এই অবস্থাটা অত্যন্ত গুরুতর বলে বিবেচিত হল এবং অনেক কষ্টে তাকে এসব শেখানো ও হল প্রায় জবরদস্তি প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ এর মাধ্যমে। কারণ এই অতি প্রগতিশীল বিদ্যালয়টিতে ইঙ্গিত বা সাংকেতিক ভাষাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বা পাশবিকতার পর্যায়ে দেখা হত এবং নীতিগত ভাবে এখানে শুধু ব্রিটিশ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা নয়—বধিরদের প্রয়োজনভিত্তিক নিজস্ব ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষাও নিষিদ্ধ ছিল। তবুও (রাইটের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়) এখানে শাস্তি এবং নিষিদ্ধকরণ সত্ত্বেও ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার বিস্তার রোধ করা যায় নি।

বানেসা বা আর সব প্রাক্ ভাষিক বধিরদের জন্য, নির্মম বা হৃদয়হীন ভাবে বাক্-মাধ্যম (Oral approach) অনুসরণকারী এই বিদ্যালয়গুলি বিপর্যয়ের মতই ছিল। যদিও বলা যায় প্রায় একশ বছর আগে আমেরিকার বধির আবাসগুলিতে সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ইঙ্গিত (Sign language) ভাষার অবাধ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেখানে বানেসার মত মেয়েদের হয়ত নিজেদের প্রতিবন্ধী বলে ভাবতে হত না। তারা সাক্ষর এমন কি হয়ত সাহিত্য রচনায় সমর্থ ও হতে পারত।

Dicard বলেছেন বধিরদের সকল সমস্যার উত্তর ''ভাষায় ব্যবহৃত প্রতীকের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কারণ একজন বধিরের কাছে তার ধারণাকে রূপদেওয়ার জন্য বা ধারণাগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য কোন প্রতীক থাকে না। এবং এর জন্য বধির ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা ফাঁক তৈরী হয়। যাইহোক এটা অবশ্যই বোঝা উচিৎ যে এই প্রতীক (symbol) শুরু যে কথ্য হতে হবে তা নয়, ধারণার ক্ষেত্রে এই প্রতীক ইঙ্গিত মাধ্যমে ও হতে পারে।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এ অধ্যায়টি পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা

→ কথা বলা মানুষদের সমাজে বধিরদের যোগাযোগের অসুবিধা উপলব্ধি করতে পারে।

→ ইঙ্গিত/সংকেত ভাষার সংগা নির্ণয় ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিধৃত করতে পারবে।

→ বধিরদের শিক্ষায় দ্বিভাষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

→ ভাষার সংকেত ও যোগাযোগের জন্য ভাষার ধরণ এর মধ্যে পার্থক্য বিবৃত করতে পারবে।

৩.৩ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা কি (What is Sign Languages)

ইঙ্গিত বা সাংকেতিক ভাষা (Sign language) হল হাত বা শরীর দিয়ে এক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা যা বধিরদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। এটা হল দৃষ্টি নির্ভর ইশারার ভাষা যা দীর্ঘদিন ধরে বধিররা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে আসছে (Stokoe 1960, 1980)। অন্যান্য ভাষার মতই এটাও একটা ভাষা অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের যোগাযোগের প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি। এটি অন্যান্য ভাষার মতই জটিল ও গঠনগতভাবে সুদৃঢ় এবং কখনই কথ্য ভাষার ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ সংক্ষেপিত রূপ নয়।

৩.৩.১ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা সমূহের মধ্যে পার্থক্য (Differences in Sign Languages)

ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা দেশভেদে পৃথক এমনকি একই দেশে অঞ্চলভেদ পৃথক হয়ে থাকে। যেমন Americal Sign language (ASL), British Sign Language (BSL), Indian Sign Language (ISL) ইত্যাদি।

অস্ট্রেলিয়ার BSL-এর আঞ্চলিক রূপকে বলা হয় AUSLAN. অর্থাৎ AUstralian Sign LANguage. অস্ট্রেলিয়ার দুটি (বধিরদের জন্য) বিদ্যালয়ের দুজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মূলত ব্রিটিশ যাঁরা সেখানে ১৮৬০ এর অক্টোবরে BSL এর মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। তারপর থেকে এর কিছু ধারাবাহিক পরিবর্তন হয়। সুইডেন হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম দেশ, যে বধিরদের ব্যবহৃত এই Sign language-কে

সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছিল। বিভিন্নতা স্বত্ত্বেও এই ভাষায় একদেশের বধিররা অন্য দেশের বধিরদের সঙ্গে অনেক সাবলীল ভাবে যোগাযোগ করতে পারতো যেহেতু অনেক শব্দের সংকেত/ইঙ্গিতই ছিল প্রায় একই (যেমন : Fat, big, house, children, go, run প্রভৃতি শব্দের সংকেত বা ইঙ্গিত) Sign language হল প্রাথমিক ভাবে একটি হাতে করে শেখা ভাষা। যাইহোক বধির ব্যক্তিরা যতই শিক্ষিত হচ্ছে এবং অন্যদেশের Sign language এর সংস্পর্শে আসছে ততই Sign language সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এবং ক্রমশ এটাও দেখা যাচ্ছে যে Finger Spelling (আঙ্গুলের সাহায্যে শব্দের বানান) এর মাধ্যমে কথ্য শব্দের ও অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইঙ্গিত/সংকেত ভাষার মধ্যে।

ঊনবিংশ শতকের প্যারিসের শিক্ষাবিদ D.L. Epee মেনে নেন যে ইঙ্গিত/সংকেত ভাষা হল বধিরদের স্বাভাবিক ভাষা এবং তাদের জন্য শিক্ষা এই ভাষার উপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত। তিনি সে সময় অনুভব করেন যে শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাতে এ ভাষা অত্যন্ত কাঁচা ও অপ্রতুল। তাই পূর্ণ ভাষার মর্যাদা দিতে তিনি এই তৎকালীন ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার (Sign language) পরিমার্জন ও সম্প্রসারণ শুরু করেন। একই ধরণের প্রচেষ্টা USA-তে আরও অনেকে শুরু করেন। ফসস্বরূপ অনেক ধরনের ASL এর উদ্ভব হয়েছে যা অন্যত্র খুব একটা বোধগম্য নয়।

৩.৩.২ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা কি আন্তর্জাতিক ভাষা (Is Sign Language International/Universal)

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা হল আন্তর্জাতিক ভাষা। অনেক ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার মধ্যেই কিছু প্রাথমিক ইঙ্গিতের মিল পাওয়া যায় কিন্তু বেশির ভাগ ইঙ্গিতগুলিই সংস্কৃতি ভেদে ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। প্রাথমিক অবস্থার ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা—যাতে মূকাভিনয়ের অবকাশ বেশী—বধিরদের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত এবং সহজবোধ্য—এই কারণেই অনেকে Sign language-কে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ভেবে থাকেন। যদিও বিভিন্ন সমাজে এবং দেশের Sign language এর মধ্যে কথ্য ভাষার মতো অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ তাদের মধ্যে নানা কারণে অনেক পার্থক্যও বর্তমান।

৩.৩.৩ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষ্য কথা ভাষার উপর নির্ভরশীল (Sign Languages are Indepent of Spokent Languages)

ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (Sign language) কে বলা বা লেখা যায় না। ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় আঙ্গুলের স্থায়ী ও ঐতিহ্যবাহী মুদ্রা, হাতের সঞ্চালন ও ভঙ্গি, মুখের ও শরীরের অভিব্যক্তির সাহায্যে। এগুলো হয়তো মূকাভিনয়ের মত মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে মূকাভিনয় থেকে অনেকটাই আলাদা। কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বিকল্প হিসাবে অসংখ্য ইঙ্গিত এভাবে তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু সার্বিকভাবে (Sign language) ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা কথ্যভাষার উপর নির্ভরশীল নয়।

(Sign language) ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা ও (Finger Spelling) আঙ্গুলের সাহায্যে বানান

এরক নয়। আঙ্গুলের সাহায্যে বানান করতলের বিভিন্ন আকার এর মাধ্যমে বর্ণমালার এক একটি বর্ণকে প্রকাশ করা যা প্রকৃতপক্ষে কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দকে করতল ও আঙ্গুলের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে বানান করে দেখানো। অর্থাৎ Finger Spelling এর মাধ্যমে কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বর্ণগুলিকে একটির পর একটি হাতের ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করা হয়।

(এ অধ্যায়ের শেষে এক হাতের ও দু হাতের Finger, Spelling, Indian Manual Alphabet এবং Cued Speech সম্বন্ধে দেখুন)

৩.৪ বধিরদের ইঙ্গিত শেখার স্বাভাবিক প্রবণতা (Natural Inclination of the Deaf to learn Signs)

এটা দেখা গেছে যে শুনতে পাওয়া ও কথা বলার অসুবিধার কারণে বধির শিশুদের ইঙ্গিত আয়ত্ব করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তারা খুব সহজেই অন্য বধির শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক বধির এবং বধির বাবা-মার থেকে ইঙ্গিত আয়ত্ব করে নেয়। কিন্তু ৯০ শতাংশ বধিরই কথা বলা বাবা-মার কাছে জন্মায় যাদের ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার কোন অভিজ্ঞতাই থাকে না। যার ফলে বেশীর ভাগ বধির শিশু বধিরদের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে সহপাঠিদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে বা বয়স্ক বধিরদের ক্লাবগুলি থেকে ইঙ্গিত আয়ত্ব করে থাকে।

৩.৫ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার ক্ষেত্রে গবেষণা (Research in Sign Language)

আমেরিকান ভাষাবিদ Stokoe (1960) হলেন প্রথম আধুনিক ভাষাবিদ যিনি ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি এবং আরও কয়েকজন দেখিয়ে ছিলেন যে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (Sign Language) হল একটি জটিল এবং সঠিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যান্য কথ্য ভাষার মতই ভারতে Vasistha, Woodward এবং Wilson (Study of Indian Sign Language 1978) বলেছেন যে মাত্র একটাই (ISL) ভারতীয় ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা আছে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে নানা ISL-এর সঙ্গে ইউরোপীয় ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। এই সকল বৈচিত্র একটি ভাষাকেই (ISL) চিহ্নিত করে যার প্রথাগত বিভিন্নতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক। এই প্রারম্ভিক গবেষণার ভিত্তিতে Vasistha, Woodward এবং Desantis (1981)। ISL এর চারটি অভিধান প্রকাশ করেন। Urike Zeshan (200) এবং ISL এর একটি ব্যাকরণ বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য Vasistha-র পূর্ব বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

বিভিন্ন দেশে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার এই সব গবেষণা, এই ভাষাটি সম্পর্কে বধিরদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করতে থাকে। এই ভাষা ব্যবহার করার জন্য, পূর্বে তারা যে হীনমন্যতায় ভুগতো তা ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হতে থাকে এবং এ ভাষার ব্যবহার করার জন্য তারা গর্বিত বোধ করতে থাকে। সুইডেনে সব ধরণের মানুষের মধ্যে, বধিরদের মা বাবার মধ্যে এবং শিক্ষকদের মধ্যে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে। সুইডেনের Mr. Lars Wallin (নিজে বধির) বলেছেন, "For tunately..... being raised." (ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা ভাগ্যক্রমে oralist-দের বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি দীর্ঘদিন ধরে

সুইডেনে প্রচলিত আছে—এই ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে বধির শিশুদের মা-বাবা রাও তাঁদের বধির সন্তানদে আর সব মা-বাবার মতই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন")

বধিরদের মূলস্রোতায়নের প্রসঙ্গে Willin বলেছেন, ''শিশু কালে এই প্রক্রিয়ায় মূল স্রোতানের বিপর্যয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের সঙ্গে সবচেয়ে জরুরী বিষয়—আমরা শোনার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি না। আর সকলে পারে।" যাইহোক তিনি ও অনুভব করেন যে Sign language শেখার পর বধিরদের সুইডিস ভাষা শেখা দরকার যাতে তারা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অন্তত: লিখতে এবং পড়তে পারে। তিনি বধিরদের শিক্ষায় দ্বি-ভাষা তত্ত্বের উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে কথা (speech) দ্বি-ভাষা তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক এবং প্রথাগত সুইডিস ভাষার যে উচ্চারণ সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁর মতে অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয় যেমন 'reading of text'—এ উচ্চারণের চেয়ে বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া দরকার।

৩.৫.১ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার পরিচয় প্রদানকারী বৈশিষ্ট্যগুলি (Main Characteristics of Sign Languages)

ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার প্রধান পরিচয়দানকারী বৈশিষ্ট্যগুলি হল Iconicity বা চিত্র ধর্মীতা, simultaneity বা যুগপৎ ধর্মীতা এবং use of context বা পরিস্থিতির ব্যবহার বা প্রাসঙ্গিকতার ব্যবহার। Iconicity বা চিত্রধর্মীতা হল ইঙ্গিতের ধরণ (Form) এবং কি উপস্থাপিত করা হচ্ছে (what if vepresents) এর মধ্যে সমন্বয়ের শক্তি। যেমন : বাড়ি, বই, জল খাওয়া ইত্যাদি হল ভীষণভাবে চিত্রধর্মী। অপর পক্ষে 'বিস্কুট' বা 'বোন' হল অনেকটা বিমুর্ত ইঙ্গিত। কিন্তু ধর্মী ইঙ্গিতের ও ভিত্তির তারতম্য আছে। যেমন কাজভিত্তিক (action board)—'জল খওয়া', 'সাঁতার কাটা' ইত্যাদি, দৃশ্যভিত্তিক—বাড়ী, চাঁদ ইত্যাদি অথবা এমন কিছু ইঙ্গিত বা কোনভাবেই শব্দটির সরাসরি ছবি তুলে ধরে না—রাজা, কর্তা ইত্যাদি।

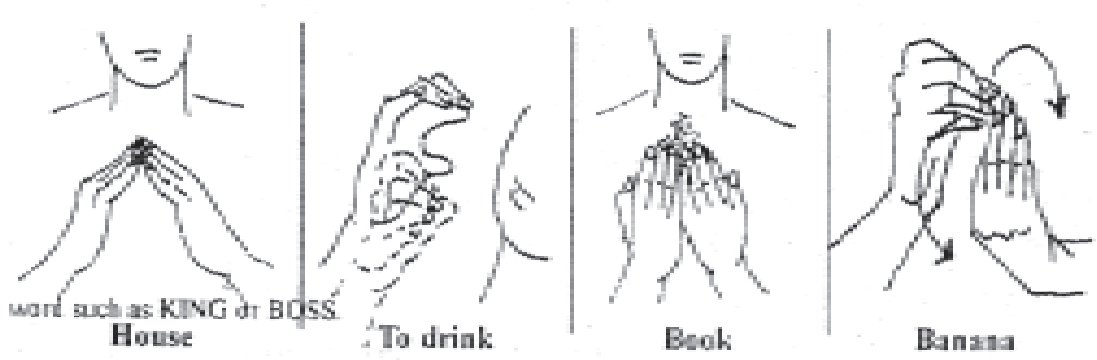

Simultaneity বা যুগপৎ ধর্মীতা হল দুই বা ততোধিক ধারণা প্রকাশের জন্য একই হাতের আকারের সঞ্চোলন। যেমন 'দরজা খোলো'।

Use of content বা পরিস্থিতি/প্রসঙ্গে ব্যবহার হল অনেক সময় কোন পরিস্থিতিতে বা কোন প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা বুঝলে ইঙ্গিতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সুবিধা হয়।

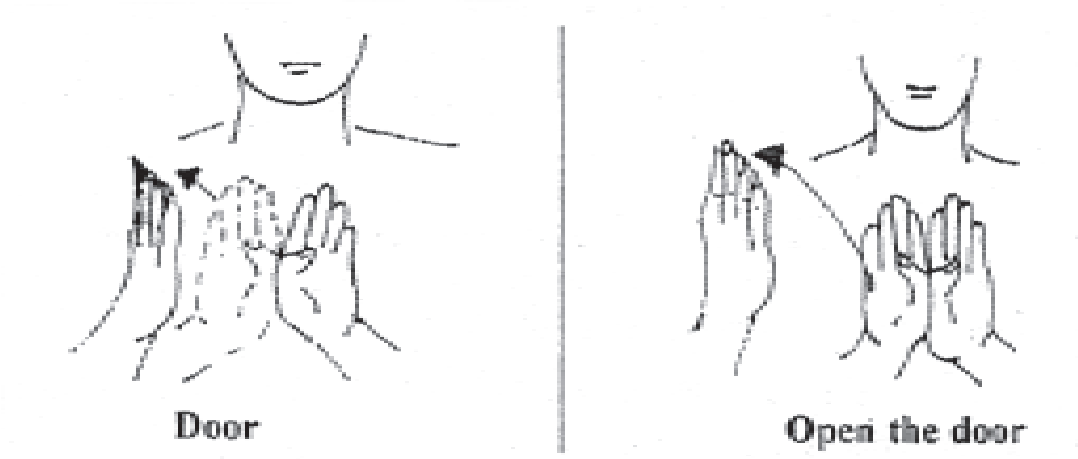

৩.৫.২ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার প্রধান লক্ষণগুলি (Main features of Sign Language)

প্রতিটি ইঙ্গিতে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি থাকবে :

→ Designator—হাতের আকার।

→ Tabula—কোথায় কোন স্থানে ইঙ্গিতটি করা হচ্ছে

→ Signation—হাতের সঞ্চালন

→ Orientation—সঞ্চালনের সঙ্গে শরীরে সম্পর্ক

'Signation' এবং 'Orientation' হল কাজ ভিত্তিক ইঙ্গিত যেগুলোর নিদৃষ্ট হাতের আকার (configeration) ও স্থান (location) না থাকলে অর্থহীন।

ইঙ্গিত রচনার ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি জরুরী। এইভাবে অসংখ্য ইঙ্গিত তৈরী করা হাতে পারে যা কথ্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দের পরিপূরক। যাইহোক কথ্য বা লিখিত ভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য শব্দগুলি পরস্পর নিয়মানুগ পদ্ধতিতে সাজানো থাকে কিন্তু Sign language এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত লক্ষণগুলি যুগপৎ ঘটতে থাকে ইঙ্গিত তৈরী করার জন্য।

Stoke এই লক্ষণগুলিকে কথ্য বা লিখিত ভাষার ধ্বনি বা phonemes এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং নাম দিয়েছেন—'charemes'। কথ্য ভাষার ধ্বনির মত এগুলিও এককভাবে অর্থহীন কিন্তু নিয়মানুগ পদ্ধতিতে সম্মিলিত ভাবে অর্থবাহী ইঙ্গিত তৈরী করতে পারে।

৩.৫.৩ ইঙ্গিত/সাংকেতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি (Signs share some features but differ in others)

বিভিন্ন জিনিস বোঝাতে ইঙ্গিতগুলি হয়তো 'হাতের আকর'-এ একই কিন্তু স্থান বা Location-এ পৃথক হতে পারে। যেমন BSL এ গাড়ী এবং গাড়ী চালানো হাতের আকার ও সঞ্চালনে একই কিন্তু স্থান বা Location-এ পৃথক। অপর পক্ষে আবার কিছু ক্ষেত্রে হাতের আকার (hand shape) এবং স্থান (location) একই কিন্তু সঞ্চালন (movement) ভিন্ন, যেমন—think এবং thoughtful।

তর্জনী মাথার উপরে এন উভয়কেই বোঝানো হয় যদিও think বোঝাতে তর্জনী মাথায় ঠেকানো হয় এবং Thoughtful বোঝাতে তর্জনী মাথার উপরিভাগে গোল করে ঘোরানো হয়।

ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার ক্ষেত্রে মূল ইঙ্গিতগুলিকে তাদের জায়গা ও সঞ্চালনের হেরফের ঘটিয়ে অনেক জিনিস বোঝাতে ব্যবহার করা হয় যেগুলি প্রাসঙ্গিক ভাবে সম্পর্কযুক্ত (semantically related) কিন্তু যাদের অর্থ ঠিক এক নয় (but not identical in meaning) সুতরাং BSL এর ক্ষেত্রে 'LOOK' শব্দের মূল ইঙ্গিত 'STARE' অথবা 'SCRUTINISE' অথবা 'LOOK FREQUENTLY AT' বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে তার সঞ্চালনের ধরণ ও স্থান অনুযায়ী। BSL এর ক্ষেত্রে হাতের আকার (handshape) এর তারতম্য হতে পারে এবং একহাতে বা দু'হাতে ব্যবহৃত হতে পারে। ভাল (good) এবং মন্দ (bad) সঞ্চালন (movement) ও স্থান (location) এর দিক দিয়ে এক হতে পারে কিন্তু হাতের আকারে (hand shape) তারতম্য থাকবে।

৩.৫.৪ মুখ মণ্ডলের অভিব্যক্তির গুরুত্ব (Importance of facial expressions)

মুখের অভিব্যক্তি ইঙ্গিতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একই ইঙ্গিতের সঙ্গে বিভিন্ন অভিব্যক্তি—ইঙ্গিতটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তৈরী করতে পারে। BSL-এ 'Ball' এবং 'Balloon' এর জন্য মূল ইঙ্গিত একই কিন্তু Balloon এবং ক্ষেত্রে গাল ফুলিয়ে দেখানো হয়। 'মন্দ' বা 'BAD' এর ইঙ্গিতকে মুখের ও শরীরের অভিব্যক্তি পালিটে 'TERRIBLE' বোঝানো যায়।

কথ্য ভাষার যেমন কথার ছন্দ বা টান (intonation) এর প্রভাবে একই শব্দের বা কথার ভিন্ন মানে হতে পারে ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষার ও মুখ ও শরীরের অভিব্যক্তি পাল্টিয়ে একই ইঙ্গিতের ভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে।

Bullugi এবং Klima কিছু নমুনা দিয়েছেন ASL থেকে যা দিয়ে বোঝা যাবে কিভাবে ইঙ্গিতগুলির কিছু লক্ষণ এক কিন্তু অন্যগুলি ভিন্ন। হাতের আকার যখন একই (অর্থাৎ হাতের কোন অংশ কিভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে) তখন তার সঞ্চালনের অন্যদিক গুলি—(যেমন কতবার সঞ্চালিত হচ্ছে (frequency), কিভাবে শেষ হচ্ছে, হাড় কতখানি চ্যুতি হচ্ছে ইত্যাদি) দিয়ে তাকে পৃথক করা যাবে। যেমন : 'sit down' এবং 'Chair'; 'typewriter' এবং 'to tupe'; 'Ride the bicycle' এবং 'Bicycle.'

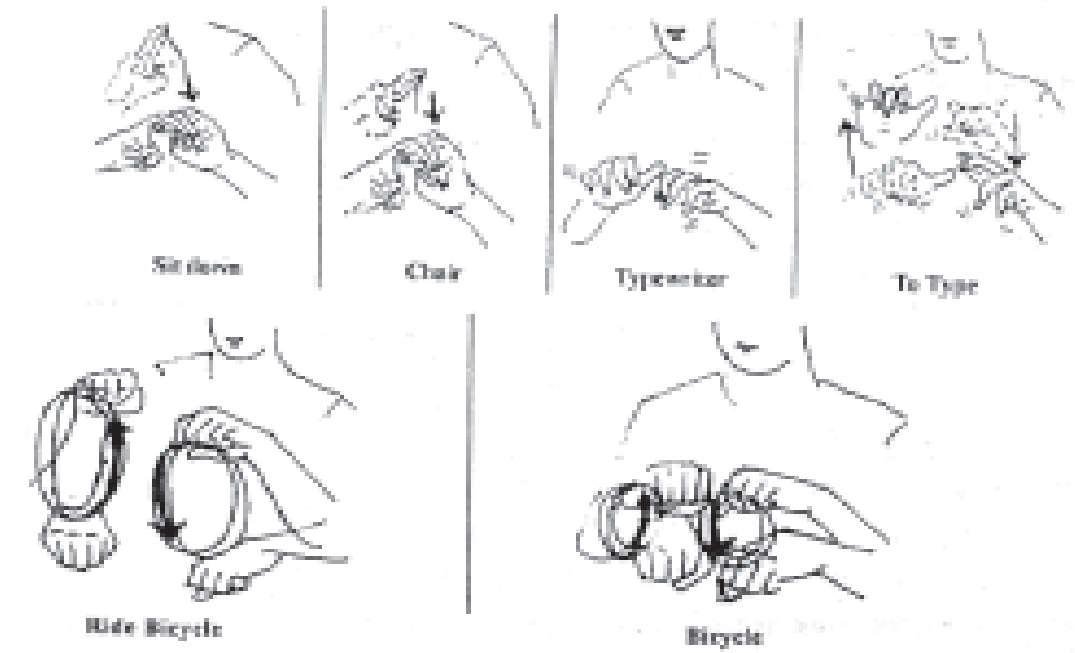

ISL (Indian Sign Language) এর গঠন প্রসঙ্গে Vasistha এবং Woodward বলেছেন যে ISL এ ৯৫ শতাংশ বাক্য Subject উদ্দেশ Object কর্ম Verb এই ক্রিয়া ক্রমানুসারে সাজানো। অতীতকাল বোঝাতে অতীত কালসূচক ইঙ্গিত বাক্যের শেষে দেওয়া হয়। যেমন : মানুষটি কাঁদছিল

MAN	CRY	PAST
মানুষ	কান্না	অতীত

Wilson বলেছেন ISL এর ক্ষেত্রে একবার অতীত সূচক ইঙ্গিত দেওয়ার পরে প্রতিটি বাক্যে আর অতীত সূচক দেওয়া হয় না যতক্ষণ না অন্য কাল সূচক দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। তিনি বিশেষন (adjective) এর ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছেন ৯৭ শতাংশ ক্ষেত্রে বিশেষের পরে বিশেষণ বসে। যেমন ভাল লোক বা ভাল লোকটি মহিলাটিকে দেখছে

MAN	GOOD	WOMAN	LOOK
লোক	ভাল	মহিলা	দেখা

৩.৬ ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষায় দোভাষীর কাজ (Sign Language Interpreting)

আমেরিকা ইংল্যান্ড ফ্রান্স সুইডেনের মত দেশে এই ভাষার দোভাষীর কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া

হয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সুযোগ পাওয়ার শর্ত হল শিক্ষার্থীকে অবশ্য ভাল ইঙ্গিতকারী ও ভাল শিক্ষিত হতে হবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ক্রমশ দীর্ঘমেয়াদী হচ্ছে এবং এর চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। বেশীরভাগ প্রশিক্ষণই ১৫০ ঘন্টার। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আংশিক সময়ের পূর্ণ সময়ের অথবা মডিউল ভিত্তিক হতে পারে এবং সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের হতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল বধির ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ানো।

৩.৭ দ্বিভাষিকতা/দ্বিভাষা তত্ত্ব (Bilingualism)

ভারত হল একটি বহুভাষিক রাষ্ট্র যেখানে হিন্দিতে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখানে ১৪টি স্বীকৃতি ভাষা ও তাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে; রয়েছে প্রতিটি ভাষার একাধিক আঞ্চলিক উপভাষা। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ভারতে বহু লোকই একাধিক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত যেমন পৃথিবীর যেকোন বড় শহরেই ঘটে থাকে।

৩.৭.১ কে দ্বিভাষী (Who is Bilingual)

দ্বি ভাষী হলেন তিন—যিনি দুটি ভাষা বোঝেন এবং প্রয়োজনে কম বেশী ব্যবহার করতে পারেন। যিনি দু ভাষাতেই সমান পারদর্শি তাঁকে Balanced Bilingual (Lambert, Havelka and Gardener, 1959) বা সমদোভাষী বলা হয়। অন্যরা যাঁরা একটি ভাষায় অপেক্ষাকৃত বেশী সাবলীল তাঁদের ক্ষেত্রে বলা হয় একটি প্রধান ভাষাও একটি দ্বিতীয় ভাষা রয়েছে। আবার এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা দ্বিতীয় ভাষাটি বোঝেন কিন্তু কখনোই তা ব্যবহার করে না।

৩.৭.২ বধিরদের শিক্ষায় দ্বিভাষাতত্ত্ব (Bilingualism in the education of the Deaf)

এখন দ্বি ভাষাতত্ত্ব হল বধিরদের শিক্ষায় এক নতুন চিন্তা। এখনো পর্যন্ত বাক-শ্রুতি মাধ্যম (Oralamal approach) এবং সার্বিক যোগাযোগ মাধ্যম (Total Communication approach) বধিরদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভুত্ব করে এসেছে। দ্বিভাষা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে বধির শিশুদের প্রথমেই সুযোগ দেওয়া উচিৎ তাদের ইঙ্গিত/সাংকেতকি ভাষা শিখতে এবং তারপর তাদের—সমাজের কথ্য ভাষা শেখানো উচিৎ। দ্বিভাষাতত্ত্বে বিশ্বাসীরাও সার্বিক যোগাযোগ বিশ্বাসীদের মত মনে করেন যে গুরুতর বধিরতায় (Severe HL) আক্রান্ত ও অতিমাত্রায় গুরুতর বধিরতায় (Profound HL) আক্রান্তরা শ্রবণ নির্ভর কথ্য ভাষার মাধ্যমে (Quditory-Oral approach) শিক্ষা থেকে বিশেষ উপকৃত হয় না। কিন্তু সার্বিক যোগাযোগের অনুগামীদের তাঁর সর্বোত সমর্থন করেন না কারণ তাঁরা মনে করেন কথা (Speech) এবং ইঙ্গিত পদ্ধতি একত্রে কথ্যভাষা শিখতে খুব একটা সাহায্য করে না। দ্বিভাষাতত্ত্বে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে শুধুমাত্র স্বাভাবিক ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (Natural Sign Language)ই, যা বছরের পর বছর ধরে বধিরদের দ্বারা ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বধিরদের ভাষাগত প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাঁদের মতে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার বধিরদের জন্মগত অধিকার। অক্ষমতার ধরণই তাদের ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা সহজে শেখার প্রবণতা গড়ে তোলে। এটা দেখা গেছে যে ছোটো ছোটো বধির শিশুদের মেলা মেশা

করতে ছেড়ে দিলে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ইশারা-সংকেত গড়ে তোলে (Heider and Heider, 1941, Travoort, 1961)। যাইহোক দ্বিভাষা তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বধিরদের কথ্য ভাষা শেখার মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান ও তথ্য রয়েছে এবং বধির শিশুরা লিখতে এবং পড়তে না জানলে সবাক্ সমাজে তারা আরও প্রতিবন্ধী হয়ে উঠবে। বধিররা কখনোই আর সকলের সঙ্গে সমানাধিকার পাবে না যদি না তারা স্বাক্ষর হয় এবং স্বাক্ষরতা তাদের অধিকার।

৩.৭.৩ দ্বিভাষা তত্ত্বের কেন্দ্রে হল ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (Sign Language is Central to the Concept of Bilingualism)

দ্বি ভাষাতত্ত্বের যাবতীয় বিতর্কের কেন্দ্রে হল ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা আয়ত্বকরণ। যে সব ভাষা তাত্ত্বিক, ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষাকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা দেখিয়েছেন যে এ ভাষাটি অন্যান্য সব কথ্য ভাষার মতই যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এবং সমান জটিল ও সার্বিক। দ্বিভাষাবাদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার বধিরদের ক্ষেত্রে অধিকার হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিৎ এবং এই ভাষার মাধ্যমেই বধিরদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করা উচিৎ। তাঁদের মতে কোন বধিরশিশু যখন একবার কোন ভাষা প্রক্রিয়ায় যেমন—ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষায় বুঝতে ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়, সে আরও ভালভাবে অন্য কোন কথ্য ভাষা আয়ত্ব করতে পারে।

৩.৭.৪ দ্বিভাষিকতা প্রবর্তনের জন্য প্রদত্ত পর্যায়গুলি (Steps Recommended for Implementing Bilingualism)

কিছু প্রাশ্চাত্য দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতিতে দ্বিভাষিকতা অনুশীলন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কেন্দ্রে বধিরদের শিক্ষায় দ্বিভাষা/দ্বি সংস্কৃতি তত্ত্ব অনুধাবন করা হয়। সেখানে ASL হল শিক্ষার মাধ্যম ও ইংরাজী হল দ্বিতীয় ভাষা। মা বাবা ও সমাজের অন্যদের জন্য SL এর প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়। ইতিবাচক আত্মবোধ ও নিজস্বতা কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বধিরদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় তা শেখার জন্য ASL এর ব্যবহারের উপযোগিতা কথা তাঁর প্রচার করেন।

সুইডেনে বধির শিশুদের দ্বিভাষা আয়ত্বকরণকে একাধিক পর্যায়ে সমন্বিত একটি মডেলের মত করে দেখা হয়। Mr. Lars Wallin পর্যায়গুলিকে এভাবে দেখিয়েছেন :

→ প্রথম পর্যায় হল ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা। এটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইঙ্গিত-এর পরিবেশ থেকে আয়ত্ব করা হয়। বধির শিশুদের বৌধিক, সামাজিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ উৎসাহিত হয় ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে ও মা-বাবা ও চারপাশে মানুষজনের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে। ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা হবে জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক হাতিয়ার।

→ পরবর্ত্তী পর্যায় হল সুইডিশ ভাষা শেখা। নির্দেশনা দেওয়া হবে সুইডিস ভাষার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত উচ্চারণ শিক্ষার মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অন্যান্য শেখার বিষয়গুলো যেমন—বিষয়বস্তু

পাঠ করা—কখনই উচ্চারণ অনুশীলনের সঙ্গে একসাথে হবে না। এই জানা শেখার ব্যাপারটা ঘটবে তার ইতিমধ্যেই আয়ত্ব করা ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার উপর ভিত্তি করে।

এই দুটি ধাপ একত্রে শিশুর মধ্যে দ্বিভাষা তত্ত্বের ভিত্তি তৈরী করবে।

→ তৃতীয় পর্যায় হল কথা বলতে শেখা (speech), যা তাকে পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করবে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কথা (speech) কে দ্বিভাষা তত্ত্বের একটি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে দেখা যেতে পারে। এবং তা সুইডিস ভাষার জ্ঞানের ভিত্তিতে হওয়া দরকার।

৩.৮ দ্বিভাষা প্রবর্তন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি (The Important Issues Related to the Implimentation of Billingualism)

David. A. Stewart তাঁর প্রবন্ধ ''Bilingual Education : Teachers' Opinion of Sings'' এ বধিরদের দ্বিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

→ সার্বিক যোগাযোগ (Total Communication) ব্যবস্থার মধ্যে যদি দ্বি ভাষা তত্ত্বের প্রবর্তন করতে হয় তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের ''American Sign Language'' এবং ''Signed English'' উভয় ভাষাতেই সাবলীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

→ শিক্ষা মন্ত্রক কে নীতি পরিবর্ত্তন করে নতুন নীতি প্রবর্তন করতে হবে যাতে Total Communication System এর মধ্যে দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে American Sign Language এবং Signed English কে সম মর্যাদা দেওয়া হয়।

→ শ্রেণীকক্ষের মধ্যে দুটি ভাষার ব্যবহারের সুফল জানতে নতুন করে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের অঙ্গিকার করার ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ দৃষ্টান্তের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

কথা এবং শোনার উপর ভিত্তি করে কথা বলতে শেখা এবং ভাষা আয়ত্ব করা শোনার জগতের দৃষ্টি ভঙ্গিতে খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক উদ্যোগ। কিন্তু একটা শিক্ষা ব্যবস্থার এটাই প্রাথমিক বিষয় হতে পারে না। অনেক সময় বলা হয় যে বধির শিশুদের সামাজিকতা সমন্বিত ও সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠাটা জরুরী এবং তারা যেন কখনোই শ্রবণসক্ষম মানুষদের দুর্বল অনুকরণ হয়। দ্বিভাষা শিক্ষা, (বধিরদের শিক্ষকরা যেভাবে বলেছেন) হল প্রতিটি বধির শিশুর প্রয়োজনকে মূল্য দেওয়ার যে দর্শন সে দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ।

Jean Moog, অধ্যক্ষ, CID in the St. Tousi USA বলেছেন যে যদিও এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে অত্যধিক গুরুতর শ্রবণহীনতায় আক্রান্ত বধিররা কথা বলার দক্ষতা অর্জনের পরে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার ব্যবহার শিখেছে কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যেখানে অত্যাধিক গুরুতর শ্রবণহীনতায় আক্রান্ত বধির শিশু কথা বলতে শিখেছে যদিও ইঙ্গিতে দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত তাকে

কথা শেখানো হয়নি। যদি কথা বলাটা শিশুর উন্নয়নের একটি উদ্দেশ্য হয় তবে এটা প্রথম ভাষা হিসাবেই শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ভারতে দ্বিভাষাতত্ত্ব বধিরদের জন্য কোন বিশেষ বিদ্যালয়েই প্রবর্তনের চেষ্টা হয়নি।

৩.৯ যোগাযোগের বিভিন্ন ধরন, পন্থা ও পথ (Modest/Modalities/Means/Avenues of Linguistic communication)

পাঠভিত্তিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে ভাষাভিত্তিক যোগাযোগ। ভাষাভিত্তিক যোগাযোগের জরুরী উপাদানগুলি যেমন ব্যাকরণ বা ভাষার গঠন, পরিস্থিতিগত ভাবে অর্থবহতা, ব্যবহার, ধ্বনি তত্ত্ব এবং ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা ও দক্ষতা—পূর্ববর্ত্তী দুটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ভাষা ব্যবহারে আরও দুটি দিক রয়েছে যা একজন ''বধিরদের জন্য শিক্ষকের''—অবশ্যই জানা দরকার।

→ ভাষাগত যোগাযোগের ধরণ যা নির্ণত হয় ভাষা সংকেত (Language) থেকে।

→ ভাষাগত যোগাযোগের ধরন যা নির্মিত হয় শিক্ষা পদ্ধতি থেকে।

অনেক সময়ই বধিরদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সব প্রযুক্তি রয়েছে তার থেকে নানা বিভ্রান্তি তৈরী হয়। বধিরদের শিক্ষা প্রদান এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বেশ কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় যা কখনো পন্থা কখনো দৃষ্টিভঙ্গি আবার কখনো বা পদ্ধতিকে বোঝায়। যেমন Unisensory method, Oral method, Oral-anral method, constructive method, conversation method, structural method Manual, method, simultaneous method, sequenital method, playway method প্রভৃতি।

এটা পরিস্কারভাবে বোঝা দরকার যে এর মধ্যে কিছু হল বধিরদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং কিছু যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পদ্ধতি (Methods)

এই প্রসঙ্গে পদ্ধতি বলে, কোন পাঠক্রমে বধিরদের পাঠদান করতে ব্যবহৃত নিদৃষ্ট কৌশল ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সামগ্রীর ব্যবহারকে বোঝায়। এটা হল সেই শিক্ষাদান পরিস্থিতি যা বধির শিশুর সামনে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট ভাষা উপস্থাপিত করতে ব্যবহৃত হয়।

ধরণ/ মাধ্যম (Modes)

ভাষাগত যোগাযোগের ধরণ হল ভাষা সংকেত (Language Code) ব্যবহারের বিভিন্ন পথ যেমন Morse-code–টেলিগ্রাফ-বার্তা পাঠাতে যা ব্যবহৃত হয়, Fingerspelling— আঙ্গুলের আকার আকৃতি দিয়ে বর্ণ দেখানো বা বানান দেখানো কথা বলা, লেখা, শব্দের ইশারা বা ইঙ্গিত করা, short hand code প্রভৃতি। বধিরদের শিক্ষায় এই 'ভাষাগত যোগাযোগের ধরণ বা Mode এবং পদ্ধতি বা Method—

উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাইহোক এ অধ্যায়ে আমরা ভাষাগত যোগাযোগের ধরন (যা ভাষা ব্যবস্থা Language System) গত জ্ঞানে ভিত্তিতে নির্মিত) এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

এই ভাষাগত যোগাযোগের ধরণকে বর্তমানে approach নামে চিহ্নিত করা হয় যেমন Oral approach.

Modes/ ধরণ/ মাধ্যম	**Methods/ পদ্ধতি**
Oral aproach বাক্ মাধ্যম	Play way method খেলা ভিত্তিক পদ্ধতি
Simultaneous approach যুগপৎ-মাধ্যম	Conversation method কথপোকথন পদ্ধতি
Total Communication approach সার্বিক যোগাযোগ-মাধ্যম	Constructive method গঠনমূলক পদ্ধতি
Manual approach হস্ত/শরীর গত মাধ্যম	Structural method কাঠামোগত পদ্ধতি
	Demonstration in method করে দেখানো পদ্ধতি
	Discussion method আলোচনা পদ্ধতি
	Lacture method বক্তৃতা পদ্ধতি
	Project method প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি

এ বিষয়ে একটা কথা জেনে রাখা জরুরী—তা হল পাঠদান কালে যোগাযোগের যে কোন মাধ্যমের সঙ্গে পাঠ প্রদানের যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। পরে যোগাযোগের মাধ্যম সম্পর্কিত যে ছক দেওয়া হবে তা থেকে এ ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

বাক্-মাধ্যম-এ যোগাযোগ যদিও কথা (Speech)-র উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয় তবু একই ভাষায় 'কথা বলা' এবং 'লেখা' উভয়ই করানো দরকার অর্থাৎ সাধারণভাবে একই ভাষায় বলা ও শুনেবোঝা যেমন দরকার তেমনি শিক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐভাষাতেই লেখা এবং পড়তে পারা দরকার।

ভাষাগত যোগাযোগে ক্ষেত্রে অ-বাক্ (non verbal) মাধ্যম ঃ

শোন-বলা এবং পড়া-লেখা ছাড়াও ভাগগত যোগাযোগের অন্য মাধ্যমগুলিকে অ-বাক মাধ্যম বা non-verbar mode বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ সুগঠিত শারীরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হল বধিরদের দ্বারা ব্যবহৃত ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (Sign language)।

ভাষাগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাক-মাধ্যম ঃ

শ্রবণ-সক্ষম মানুষদের দ্বারা বাক্ মাধ্যম যোগাযোগের যে ধরণগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল : শোনা, কথা বলা, পড়া, লেখা। কিন্তু শারীরিক সংকেতের মাধ্যমে কথ্যভাষাকে উপস্থাপিত করাও ভাষাগত যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্য দেশে যেভাবে Signed English ব্যবহার করা হয়—ইংরাজী বাক্যের প্রতিটি শব্দকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে দেখানো হয়। একইভাবে ভারতেও Signed HINDI, Signed TAMIL, Signed MARATHI প্রচলিত আছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি হিন্দিতে বলবে, পড়বে, লিখবে অথবা হিন্দি ইঙ্গিতে বোঝাবে বরং বুঝতে—একই ভাষা তিন ভাবে ব্যবহার করবে। নীচের ছক থেকে বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে।

৩.৯.১ ভাষাগত যোগাযোগের ধরণ যা বধিরদের জন্য ব্যবহৃত হয় (একবারে একটি ভাষা) (Modes of linguistic communication that can be used of these modes)

Mode	Respective	Expressive	Terminology
1. Acoustic/Auditory/ Aural (should be with amplification)	Listening alone	Speaking	Aural of Uni-sensory Accoupedic Approach / mehod
2. Auditory-visual	Listening and/or speech-reading/ Lip-reading	Speaking	Oral/ Aural Approach / mehod
3. Visual-graphic	Reading	Writing	Writing systems/written from
4. Visual-graphic-Manual (hand shapes for alphabet/ letters	Reading finger spelling	Using finger spelling	Finger spelling, Rochester method, Cued speech (Used to support, speech)
5. Visual-Manual (Signs for words and word parts)	Reading/ understanding signs	Using sings	manual approach/ mehod (to represent spoken) language)-Signing systems
6. Use of combination of certain modalities	Listening to speech and reading signs, and/ or reading written words.	Speaking and signing and/ of writing	Total Communication (TC) approach/mehod philo-sophy of TC.

দ্র : ছকের ৫ ও ৬নং এ শব্দের ইঙ্গিতের (Sign language) কথা বলা হয়েছে, ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষা (Sign language)র কথা বলা হয়নি। যোগাযোগের মাধ্যম ব্যতিরেকে উপযুক্ত শ্রবণসহায়ক যন্ত্রের ব্যবহারকে সবসময়ই উৎসাহিত করা হয়।

ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষা তার বিচিত্র উপাদানের জন্য, যেমন লা বা লেখা যায় না তেমনই একই ব্যক্তি, কথা এবং এই ভাষাকে যুগৎপৎ ব্যবহার করতে পারে না, যা করা হয় তা হল দোভাষার দ্বারা কথ্য ভাষাকে ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তর বা অনুবাদ করা হয় বধিরদের সুবিধার্থে

৩.৯.২ মূল (Key word) গুলি বোঝাতে ইশারা-ইঙ্গিতের ব্যবহার কথ্য ভাষা বিকাশের পরিপন্থি (Use of Gestures and Some for key words only, are detrimental to development of Verbal Language)

সাধারণভাবে ব্যবহৃত ইশারা বা বাক্যে মূল অর্থ প্রদানকারী শব্দগুলিকে ইঙ্গিতে বোঝানো বধির শিশুর জন্য সম্পূর্ণভাবে ভাষার জোগান দিতে পারে না ফলত তার ভাষা বিকাশে সহায়তা করে না। অপরপক্ষে ইঙ্গিত/ সাংকেতিক ভাষা একটি পৃথক এবং সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই ভাষার কোন কথ্য ভাষাকে উপস্থাপিত করা যায় না।

৩.১০ বধিরদের সঙ্গে ব্যবহৃত বিভিন্ন 'যোগাযোগের ধরনে'র সংজ্ঞা (Difinitions of the Different Approaches-Use with H.I.)

আমাদের দেশে সাধারণত: ৩/৪ বছর বয়সের আগে সেভাবে বধিরতা নির্মিত হয় না। অনেক মা বাবাই হয়তো বোঝেন যে কোন একটা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং নির্দেশনার অভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে প্রায়শ: অনেক দেরি হয়ে যায়। এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়। কি করতে হবে বা কোথায় যেতে হবে এ বিষয়ে মা-বাবারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই মা-বাবাকে যথাযথ তথ্য দেওয়া ও শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা—শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কথ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের প্রয়াস মূলত: দুটি শাখায় বিভক্ত: বাক্ মাধ্যম/Oralism এবং হস্ত/ শরীর মাধ্যম/manualism.

৩.১০.১ বাক্ মাধ্যম (Oralism/ Oral approaches)

এর মধ্যে রয়েছে

(i) Acoupedic / Unisensory approach (এক ইন্দ্রীয় মাধ্যম)

এতে একটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রীয়ের ব্যবাহের উপর (যথা শ্রবণ) জোড় দেওয়া হয়। এতে শিশুকাল থেকে বধির শিশুর অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতাকে উপযুক্ত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে যথা সম্ভব ব্যবহার করা এবং ওষ্ঠা পাঠের মাধ্যমে কথা বোঝাকে যথা সম্ভব নিরুৎসাহিত করা হয়।

(ii) Oral-aural approach/ (এক ইন্দ্রীয় মাধ্যম) (listening/শোনা + Speech reading/ ওষ্ঠ পাঠ)

এতে অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতার ব্যবহারও কথা/ওষ্ঠ পাঠ—এর উপর জোড় দেওয়া হয়। যত তাড়াতাড়ি একটি শিশুকে উপযুক্ত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র দেওয়া যায় ততই ভাল। এই দু'ভাবেই শিশু ভাষা শিখে নেয়।

Speech reading/ কথা পাঠ হল: বক্তার মুখ দেখে ও ঠোঁটের নাড়াচাড়া দেখে তার কথ্য বক্তব্য এবং পরিস্থিতি পাঠ করার চেষ্টা। একাজটা খুব সহজ নয়। মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শব্দ আমাদের ঠোঁটের নাড়াচাড়া থেকে বোঝা যায় যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঠোঁটের নাড়াচাড়ায় প্রায় একই কিন্তু শুনতে আলাদা। যেমন, খাতা—ছাতা, বল দাও—ফল দাও, বাবা—মামা ইত্যাদি।

আয়নার সামনে শব্দ না করে একথাগুলি বললে একইরকমের দেখতে লাগে তাই ওষ্ঠপাঠ করতে হলে কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হচ্ছে তা অনুধাবন করেই কথাটিকে বুঝতে হবে। এটা ভালভাবে করা সম্ভব হয় তখনই যখন ঐ ভাষাতে তার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। প্রাক্ ভাষিক বধির যারা বেশী বয়সে সনাক্ত হয়েছে তাদের অনেকেরই এই দক্ষতা তেমন থাকে না। সকল বধিরই কিছু পরিমাণ ওষ্ঠপাঠ করতে পারে। কিন্তু খুব কম বধিরেরই এবিষয়ে যথার্থ দক্ষতা থাকে। প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে অনেক বধির শিশুই ওষ্ঠপাঠ করে বেশ কিছু শব্দ এমনকি বাক্য-নির্দেশ ও বুঝতে পারে। যার ফলে অনেক শিক্ষক মনে করেন যে এখন তারা ভাষা আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে কিন্তু পরবর্ত্তী উচ্চ শ্রেণীতে গিয়ে (যেখানে অপরিসীম ভাষার প্রয়োজন) তারা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

যেহেতু বধিরদের জন্য বাক্ মাধ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য হইল কথা বোঝা ও কথার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা সে হেতু স্পীচ থেরাপী হল এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এর আসু সুফল হল শোনার জগতের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ সমর্থ্য হয়ে ওঠা।

(iii) **Cued Speech**

এ পদ্ধতিটি ১৯৬৬ সালে Gallandet University-তে Dr. Orin Cornet আবিষ্কার করে ছিলেন। এই ব্যবস্থাটাকে কথ্যশব্দের এবং কথ্যশব্দের বিভিন্ন ধরনের চিত্র স্বরূপ বলা যেতে পারে যা কোন ওষ্ঠপাঠকারীকে ইংরাজী কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দাংশগুলিকে দেখে বুঝতে বা ওষ্ঠপাঠ করে বুঝতে সাহায্য করবে এই ব্যবস্থাটি ইংরাজী ছাড়াও আরও ৫০টি ভাষা ও উপভাষায় প্রযুক্ত হয়েছে। এটি একটি ওষ্ঠপাঠের সহায়ক ব্যবস্থা বা ভাষা বিকাশে সাহায্য করে।

ইংরাজী ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় আটটি হাতের আকার ও মুখের চারদিকে চারটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। কথা বলার সময় ওষ্ঠের নাড়াচাড়ার সাথে সাথে এই চারটি স্থানে আটটি ''করতল মুদ্রা'' ওষ্ঠপাঠের বিভ্রান্তি দূর করে। 'করতল মুদ্রা'' ওষ্ঠপাঠের বিভ্রান্তি দূর করে। 'করতল মুদ্রা' বা 'হাতের আকার' ব্যঞ্জন ধ্বনি ও 'স্থান' স্বর ধ্বনি নির্ণায়ক।

একটি নিদৃষ্ট স্থানে নিদৃষ্ট করতল মুদ্রা একটি নিদৃষ্ট মিলেবলকে বোঝায়। Cued speech নিজে কোন ভাষা না হয়েও ওষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে ভাষা অর্জনে সাহায্য করে। এটা সবসময়ই কথ্য ভাষার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং cued speech ব্যবহার করলে কথা ভাষার ওষ্ঠ পাঠের ক্ষেত্রে অনুমানের কোন

অবকাশ থাকে না। cued speech কথ্য ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কিন্তু বর্ণের সঙ্গে নয়। উচ্চারণ শেখানোর জন্যও এর ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও এর আরও অনেক উপযোগিতা আছে। এটা শেখা খুব কঠিন নয় যেহেতু মাত্র আটটি করতলমুদ্রা ও চারটি স্থান নির্দিষ্ট। বাস্তবিক এটা এক সপ্তাহে শিখে ফেলা যায় যদিও দক্ষতা অর্জনে ৩-১২ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। শেখার অসুবিধা গ্রস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য cued speech ব্যবহার করা যেতে পারে।

Cued speech এর সাতন্ত্র হল কথ্য ধ্বনিকে দৃশ্যত: করে তোলা, বধিরদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য মা বাবারা অনেক সময় ব্যবহৃত ভাষার অতিসরলীকরণ করতে বাধ্য হন। Cued speech এর ব্যবহারে তার প্রয়োজন হয় না। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমস্ত বধির শিশু দীর্ঘদিন ধরে Cued speech এ অভ্যস্ত তাদের Reading এর সার্মথ্য সমবয়সী শ্রবণসম্পন্ন শিশুদের সমতুল।

(iv) **Finger Spelling/Manual Alphabet হাতের মুদ্রার সাহায্যে বানান**

এক্ষেত্রে কথার ধ্বনি বা বর্ণগুলোকে বোঝাতে আঙ্গুলের সাহায্যে হাতের বিভিন্ন আকার বা মুদ্রা করা হয়। বলা যেতে পারে কাগজে লেখার পরিবর্ত্তে কেউ হাওয়ায় হাতের আকার দিয়ে বর্ণ লিখছে। এই এটা ব্যবহার করতে হলে, কোন ব্যক্তিকে অশ্যই শব্দটি ও তার বানান জানতে হবে। ভারতে অনেক বধির শিশু বা ব্যক্তি তাদের নাম ঠিকানা বা প্রয়োজনীয় শব্দগুলি বোঝাতে দু-হাতের BSL (ENGLISH) ব্যবহার করেন।

(v) **Indian maual alphabet (IMA) ভারতীয় হস্ত/শারীরিক বর্ণমালা**

স্বরধ্বনি/ বর্ণ ও ব্যঞ্জনধ্বনি/ বর্ণ মিলিয়ে প্রায় ৫০টি ধ্বনি হয়েছে Indo-Aryan এবং Dravidian ভাষায়। এইগুলির জন্য নিদৃষ্ট হাতের আকার (hand shape) দেওয়া হয়েছে IMA তে। এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার IMA ব্যবহার করতে হলে শব্দটি ও তার বানান জানা থাকা প্রয়োজন।

শুদ্ধ বাক্-মাধ্যমের অসুবিধার দিকগুলি

এই মাধ্যমটির সাফল্য নির্ভর করছে শিশুকাল থেকেই অদম্য চেষ্টা ও সঙ্গেসঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে শিশুর বাবা, মা, শিক্ষক ও speech therapist এর কঠিন পরিশ্রমের উপর। এত সব সত্ত্বেও সবকিছু ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার জন্য বধির শিশু হয়তো সামান্যই ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। এরপরও দেখা যায় যে ঐ অর্জিত ভাষা হয়তো সমবয়সীদের তুলনায় অপ্রতুল ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ্য।

৩.১০.২ হস্ত/ শারীরিক মাধ্যম সমূহ (Manual Approaches)

বাক্ মাধ্যমের উল্টো দিকে রয়েছে শারীরিক মাধ্যম, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যার প্রবর্তন করেন Roche-Ambriose Siccard নামে এক ফরাসী পাত্রী। তিনি বধিরদের শিক্ষায় ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা বা শারীরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে সাওয়াল করেন। বধিরদের শিক্ষায় শুদ্ধ বাক্ মাধ্যম (Pure Oral approach) বা শুদ্ধ শারীরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (Pure manual approach)র প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করতে না পারার জন্য সার্বিক যোগাযোগ দর্শন (Toral com-

munication philsophy) র উদ্ভব হয়।

৩.১০.৩ সার্বিক যোগাযোগ মাধ্যম (Total Communication approach)

১৯৬৭ সালে Roy Holcomb প্রথম Total Communication (সার্বিক যোগাযোগ) নামটি ব্যবহার করেন (এটি যোগাযোগের একটি দর্শন কিন্তু কোন ভাবেই পদ্ধতি নয়) যিনি বধির শিশুদের তাদের অসুবিধা সমেত, শিশু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরই মত করে তাদের সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছিলেন।

সার্বিক যোগাযোগ দর্শন হল বধির শিশুকে শব্দ ভান্ডার তৈরী, বাক্য গঠন এবং ব্যাকরণগত ধারণা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করার দর্শন। বধর শিশুর বৌধিক বিকাশের জন্য, চিন্তা শক্তির বিকাশের জন্য ভাষা বিকাশের জন্য কথা বলার দক্ষতা, ইঙ্গিত করা, করতলের মুদ্রার সাহায্যে বানান, শ্রবণ প্রশিক্ষণ, পড়া, লেখা ইত্যাদি যা কিছু করানো, শেখানো বা সহায়তা দেওয়ার দরকার তাই এই ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে যাকে।

অতএব এটা এখন পরিস্কার যে বাক্ মাধ্যমের সকল উপাদানই এই সার্বিক যোগাযোগ দর্শনের মধ্যে বর্তমান। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের জন্য ইঙ্গিত অপর পক্ষে শিশুর সামনে কথ্য ভাষার সার্বিক রূপটিকেই তুলে ধরে যা সে শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে শোনে বা ওষ্ঠ পাঠের মাধ্যমে দেখে ও বোঝে।

সার্বিক যোগাযোগের এই দর্শন ব্রিটেন, অ্যামেরিকা, চীন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, স্ক্যানডেনেভিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সে ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

সার্বিক যোগাযোগের এই দর্শন পূর্বের সকল বধিরের জন্য একই পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এটা হল বৌধিক, মননশীলতা ও ভাষা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ মাধ্যমকেই শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা প্রচেষ্টা। অবশিষ্ট, শ্রবণ ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং ওষ্ঠপাঠ করেও যোগাযোগের যে ঘাটতি তা পূরণ করার জন্য Signing, finger spelling, cues, mime ইত্যাদির ব্যবরার করে বধির শিশুকে সম্পূর্ণ ধারণা ও ভাষা দেওয়াই এই মাধ্যমের মূল লক্ষ্য।

৩.১০.৪ ভারতীয় ইঙ্গিত/ সংকেত ব্যবস্থা (Indian Sign System-ISS)

ভারতীয় ভাষায় শব্দ ভান্ডার ও ব্যকরণগত প্রভাব তৈরী করতে এটি একটি ইঙ্গিত সংকেত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক দিক হল কথা বলার সাথে সাথে ইঙ্গিত করে যাওয়া।

ISS-এ ব্যবহৃত বেশীর ভাগ ইঙ্গিত ISL থেকে নেওয়া হয়েছে তার ব্যাকরণগত দিকটি বাদ দিয়ে।

ISS-এ ইঙ্গিত করার সময় শব্দের ক্ষেত্রে সকল ভাষাতেই ইঙ্গিত মোটামুটি একই রকম থাকে, হয়তো কাজ-ভিত্তিক শব্দ (action words) গুলির ক্ষেত্রে এবং ব্যাকরণের ব্যবহারে, ভাষার তারতম্যে ইঙ্গিতের কিছু তারতম্য ঘটে।

এক্ষেত্রে বলে নেওয়া ভাল এই ইঙ্গিত ব্যবস্থা (Sign System) ইঙ্গিত/সংকেত ভাষা (Sign language) থেকে আলাদা।

Sign language বা ইঙ্গিত/সংকেত ভাষা হল বধিরদের স্বাভাবিকভাষা এবং অন্যান্য আর সব ভাষার মতই ব্যাকরণ সমদ্ধ।

Sign System বা ইঙ্গিত ব্যবস্থা অপরপক্ষে যেকোন পরিবেশের ভাষা (যেমন ইংরাজী, গুজরাতি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি) বোঝাতে ব্যবহৃত ইঙ্গিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইঙ্গিত/সংকেত ভাষা শেখানোটা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল যে পরিবেশে বধির শিশুটি বেড়ে উঠেছে সেই পরিবেশের ভাষা বুঝতে ও ব্যবহার করতে দক্ষ হওয়ার জন্য ইঙ্গিত ব্যবস্থা এবং তার সাথে ওষ্ঠপাঠ ও শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে শোনার সাহায্যও নেওয়া যায়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় = মোট সময়, কাজের ধারাবাহিকতা ও দায়বদ্ধতা

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে

→ প্রতিটি শিশুই এক একটি অমূল্য সম্পদ, তার নিজস্ব শক্তি, দূর্বলতা ও অধিকার রয়েছে। তার শেখার একটা নিজস্ব ও সতন্ত্র ধরণ রয়েছে। একজন শিশুর ক্ষেত্রে যা অসম্ভাবী ফলদায়ী অন্য শিশুর ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। তাই এদের নিয়ে চিন্তা করতে বা কাজ করতে দরকার মুক্ত মন।

→ কোন শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ যোগাযোগে দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি যার দ্বারা শিশুটি ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে পারে এবং তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে।

→ আমরা পদ্ধতি নিয়ে আটকে থাকলে হয়তো আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাব। আমাদের তাই যথেষ্ট নমনীয় হতে হবে যাতে প্রতিটি শিশুর যথার্থ বিকাশের জন্য আমরা উপযুক্ত পথটি বেছে নিতে পারি কোন একটি বা একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগে।

আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা 'পদ্ধতির' উপর নির্ভর করে না—আমাদের দেওয়া মোট সময়, আমাদের কাজের ধারাবাহিকতা এবং আমাদের দায়বদ্ধতার উপর নির্ভর করে।

৩.১১ সারাংশ (Summary)

ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা (sign language) যা বধিরদের নিজস্ব স্বাভাবিক ভাষা তা মানব জাতির অন্যান্য ভাষার মতই সুসংগঠিত একটি ভাষা। শতাধিক বর্ষ ধরে এটা গড়ে উঠেছে বধিরদের নিজস্ব যোগাযোগের প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে। কিন্তু বধিররাও এটা শিখতে পারে না যদি না তারা এই ভাষা ব্যবহারকারী বধিরদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে থাকে। দেশভেদে এমনকি দেশের মধ্যে অঞ্চল ভেদেও এই ভাষা পরিবর্ত্তিত হয়। এই ভাষা কোনোভাবেই কথ্য ভাষার উপর নির্ভরশীর নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি ভাষা।

দেখা গেছে বধিররা সহজেই ইশারা ও ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা আয়ত্ব করে নেয়। কথ্য ভাষার মতই এতে প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে বা চিন্তাগুলোকে বা ধারণাগুলোকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে, যোগাযোগের জন্য ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরী। কথ্য ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রাক্‌ভাষিক গুরুতর শ্রবণ

হীনতায় আক্রান্ত বধিরদের অসুবিধার কথা মনে রেখে অনেক গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষিত বধিররা, —প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বধিরদের ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে দেওয়ার পক্ষে সাওয়াল করেন। এটা তাদের বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশে সহায়ক এবং ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার উপর ভিত্তি করে কথ্যভাষা শিক্ষা তাদের পক্ষে অনেক সহজ হবে। নিকট অতীতে মাত্র কয়েকটি দেশে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বধিরদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষায় ইঙ্গিত/সাংকেতির ভাষার (sign language) ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনেক পাশ্চাত্য দেশেই (sign language) ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষার দোভাষীর প্রশিক্ষণ নানা পর্যায়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক বধির ব্যক্তিই দুটি ভাষায় দক্ষ—একটি ইঙ্গিত/সাংকেতিক ভাষা অপরটি কথ্য ভাষা (অন্তত: লেখার ও পড়ার ক্ষেত্রে)।

কিছু বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে বধিরদের শিক্ষকরা কথ্য ভাষার বধিরদের শিক্ষকরা কথ্য ভাষার ইঙ্গিত-অনুবাদের পক্ষে অর্থাৎ তাঁরা সার্বিক যোগাযোগ বা Total Communication এর পক্ষপাতি। তাঁদের মতে যারা বাক্ মাধ্যমে সফল নয় তাদের জন্য T.C. প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি বধিরদের শিক্ষাগত সমস্যা কোন একটি যোগাযোগের মাধ্যম, শিক্ষাপদ্ধতি, বা কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা কাঠামো বা প্রযুক্তি দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে শিশুর প্রয়োজনের ভিত্তিতে এগুলির সঠিক মিশ্রণ এবং শিক্ষক ও মা-বাবার লাগাতার বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াসই একমাত্র শিশুর প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

৩.১২ নিজ পঠন (Self Study)

১। এই অধ্যায়ের ভূমিকার পটভূমিতে বোঝার চেষ্টা করুন যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বধিররা মূলত: কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হত? বর্তমান বিশেষ (বধিরদের জন্য) বিদ্যালয়গুলির অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করুন।

২। আপনার বিদ্যালয়ে বধির ছাত্রীদের থেকে ২০টি ইঙ্গিত/সংকেত যোগাড় করুন—১০টি বিশেষ্য, ৫টি ক্রিয়া ও ৫টি বিশেষণ

৩.১৩ বাড়ীর কাজ (Assignment) / অনুশিলনী

১। আপনার বিদ্যালয়ের ১০ বছরের বেশী বয়সের বধিরদের কথপোকথনের ৫টি নমুনা সংগ্রহ করুন। তাদের কথায় দ্বিভাষা তত্ত্বের উপস্থিতি পর্যালোচনা করুন।

২। উদাহরণ সহযোগে যোগাযোগের মাধ্যম ও ভাষার সংকেত এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

৩.১৪ উৎস (References)

- Frank Smith, Reading without Nonsense, (New York : Teachers' College Press, 1985)

- M. Schiesinger and Lila Namir (eds.), Sign, Language of the Deaf–Psychologocal, Linguistic and Sociological Perspectives, (New York, Academic Press, 1978)
- Herbert, J. Oyer and others, Speech, Language and Hearing Disorders : A guide for the Teachers, (Boston : A College Hill Publication, 1987)
- Harold E. Mitzel (Ed. In Chief), Encyclopedia of Educational Research, Vth Edition, Volume III–Learning to rehabilitation, American Educational Research Association (New York, The Free Press, 1969)

F. S. Annexure

TWO HANDED-MAINLY USE IN ENGLAND & IN INDIA

1st Chart–FINGER SPELLING CHART-BSL ALPHABET

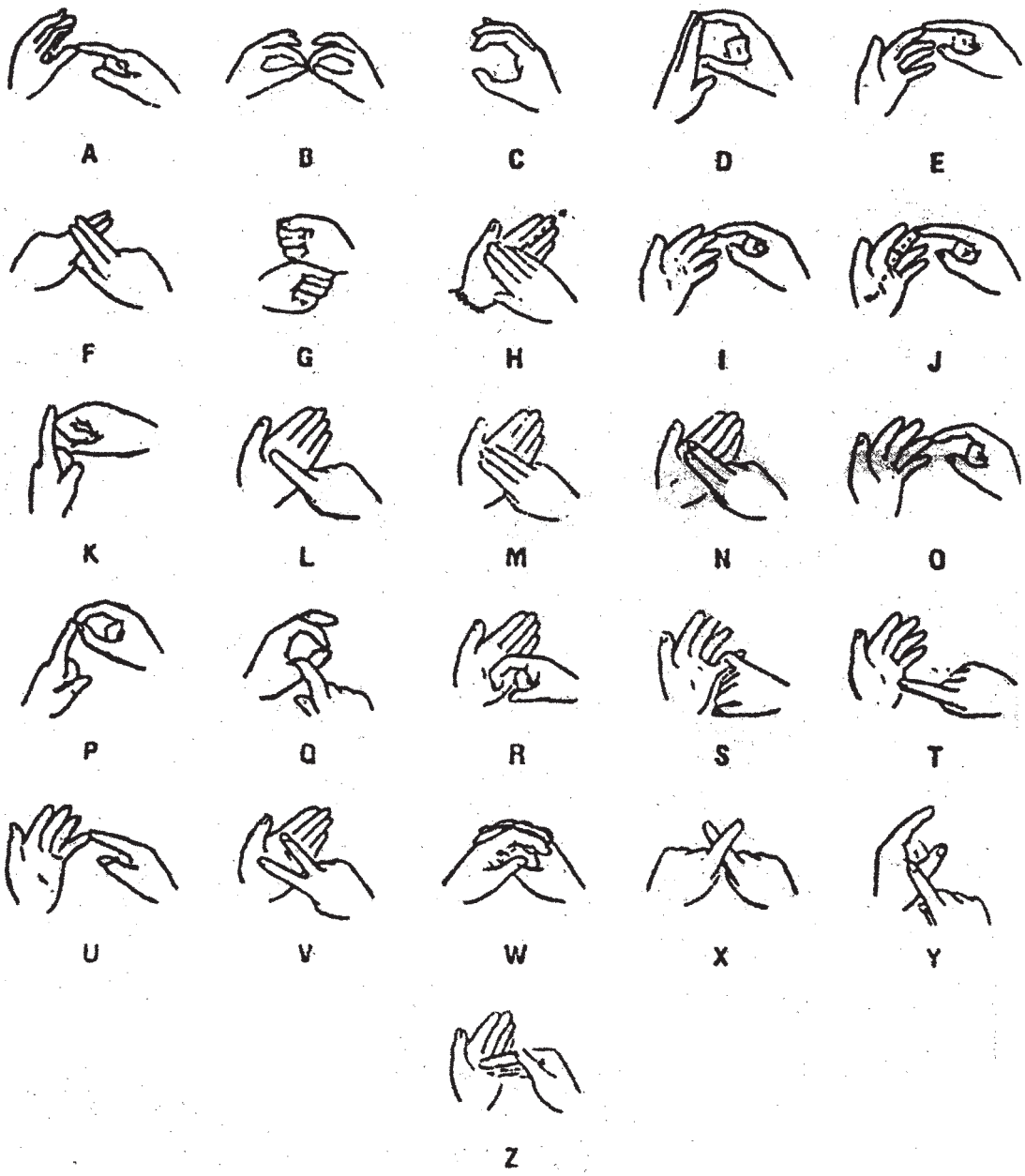

BSL Alphabet–TWO HANDRED FINGER SPELLING

BSL Alphabet–2nd Chart

effecient hand shape for vowels a, i, o, u, and Conj and y and t

ONE HANDED FINGER SPELLING

ASL Alphabet

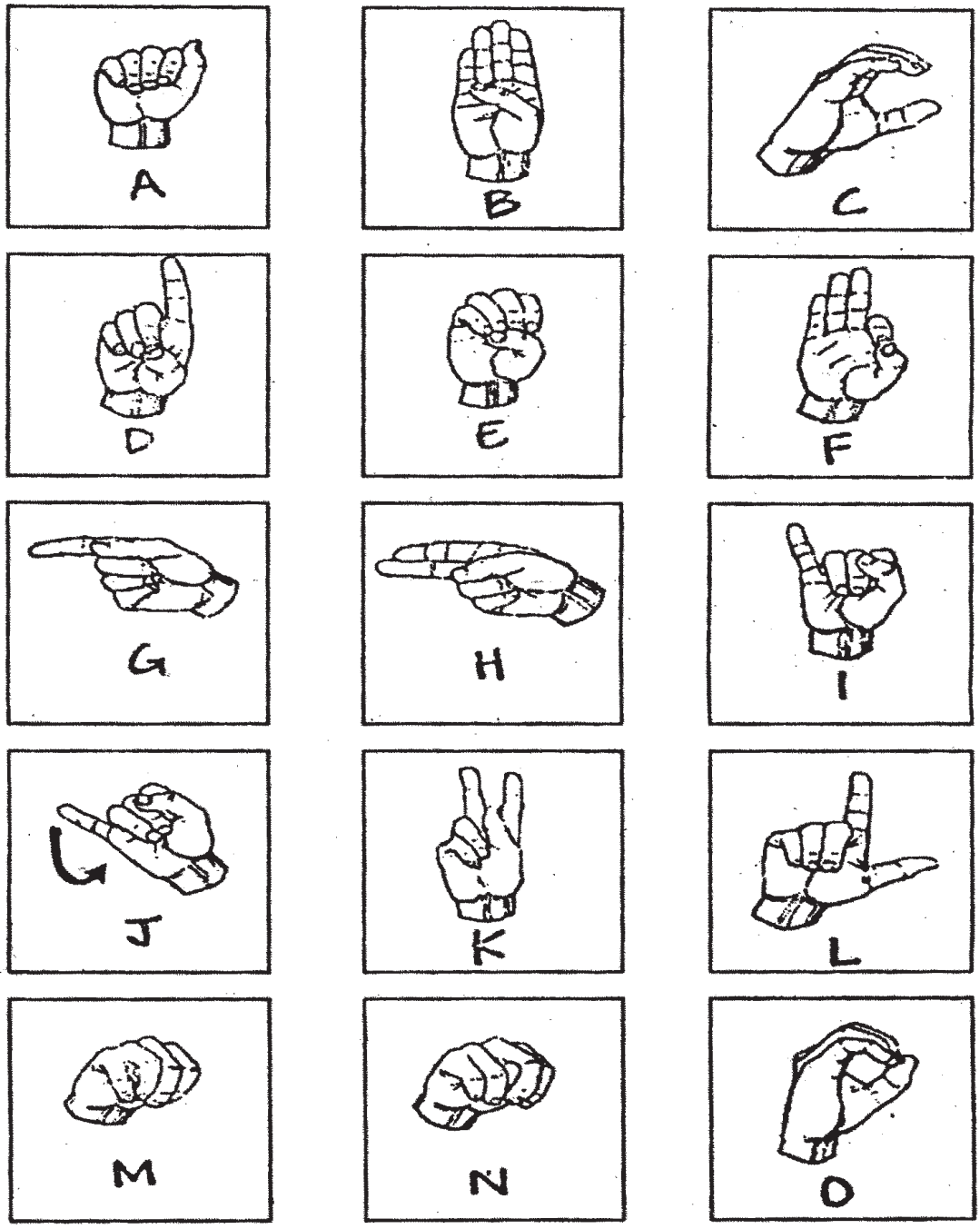

ONE HANDED FINGER SPELLING

ASL Alphabet

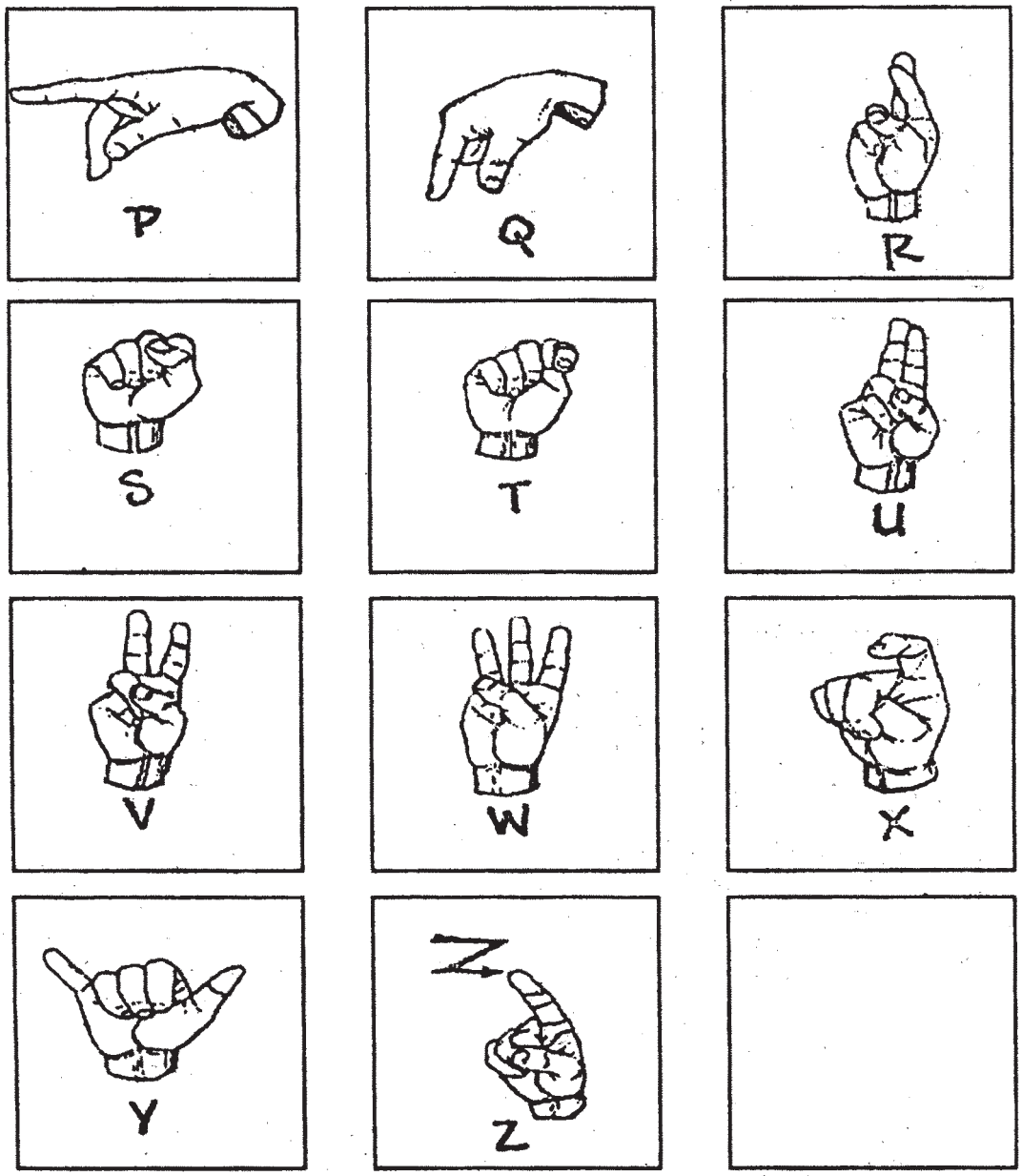

INDIAN MANUAL ALPHABET–Courtesy, AY JNIHH, Mumbai-50

IMA

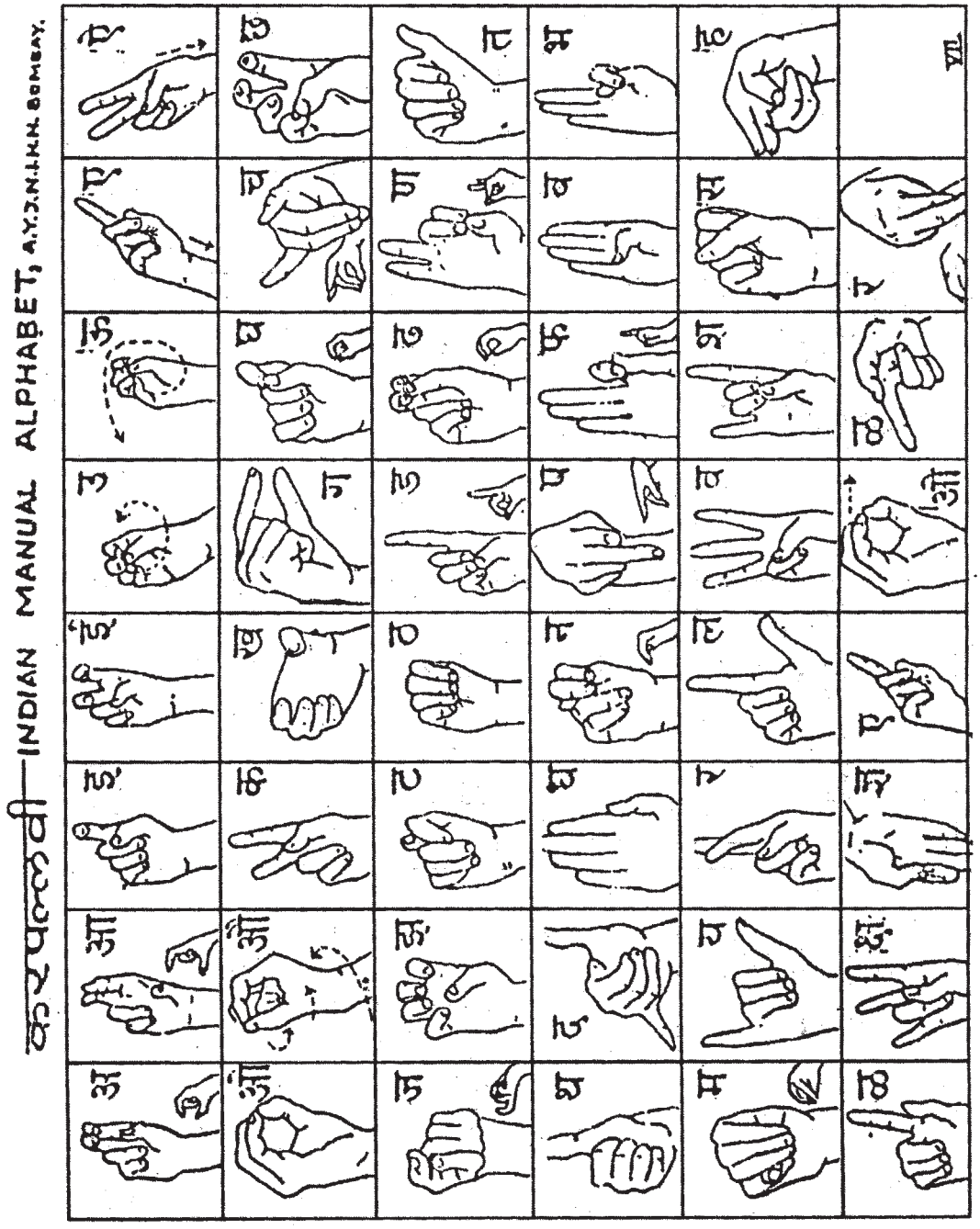

बारह खडी: स्वर- व्यंजन संयुक्ती

Barahkhadi: Combined Sounds & Vowels

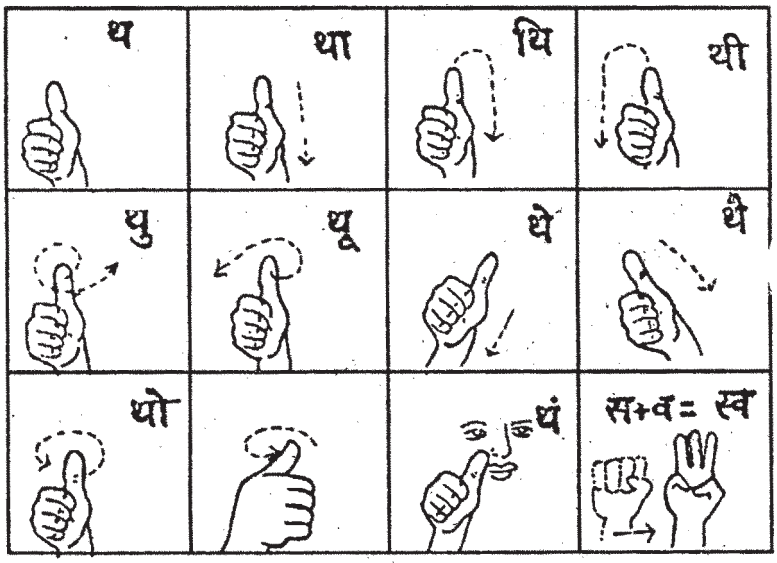

SIGNS FOR SOME MORE SOUNDS IN INDIAN LANGUAGES

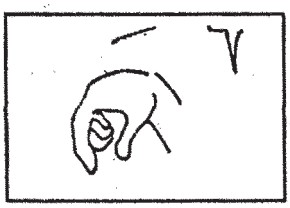

ऴ ఴ Telugu
ഴ Malayalam
ழ Tamil and
most of the other languages

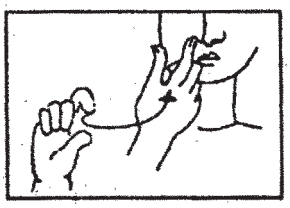

ङ ఙ Telugu
ങ Malayalam
ங Tamil and most
of the other languages

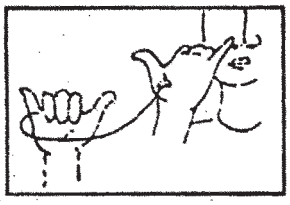

ऱ ఱ Telugu
റ Malayalam
and some other
languages.

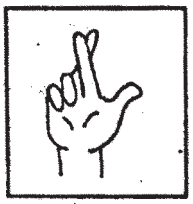

ज्ञ - (most of the languages)

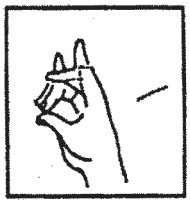

ष - (most of the languages)

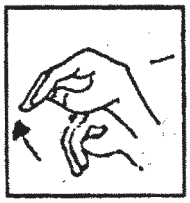

ण - ண - Tamil and some other languages

Fingerspell the particular consonant and then flip it back and forth slightly.

Unreleased consonant - some scripts have a special way of indicating this.

CUED SPEECH DIAGRAMS

Consonant Hand shapes

d. p. zh

k. v. z.

h. s. r.

b. n. wh

m. t. f.

h. w. sh

g. j. th. (O)

ch. y. -ng

VOWEL POSITIONS

Side

Throat

Chin

Mouth

Some Signs from Indian Sign Language

(Bombay Version, but these are used in some other regions also).

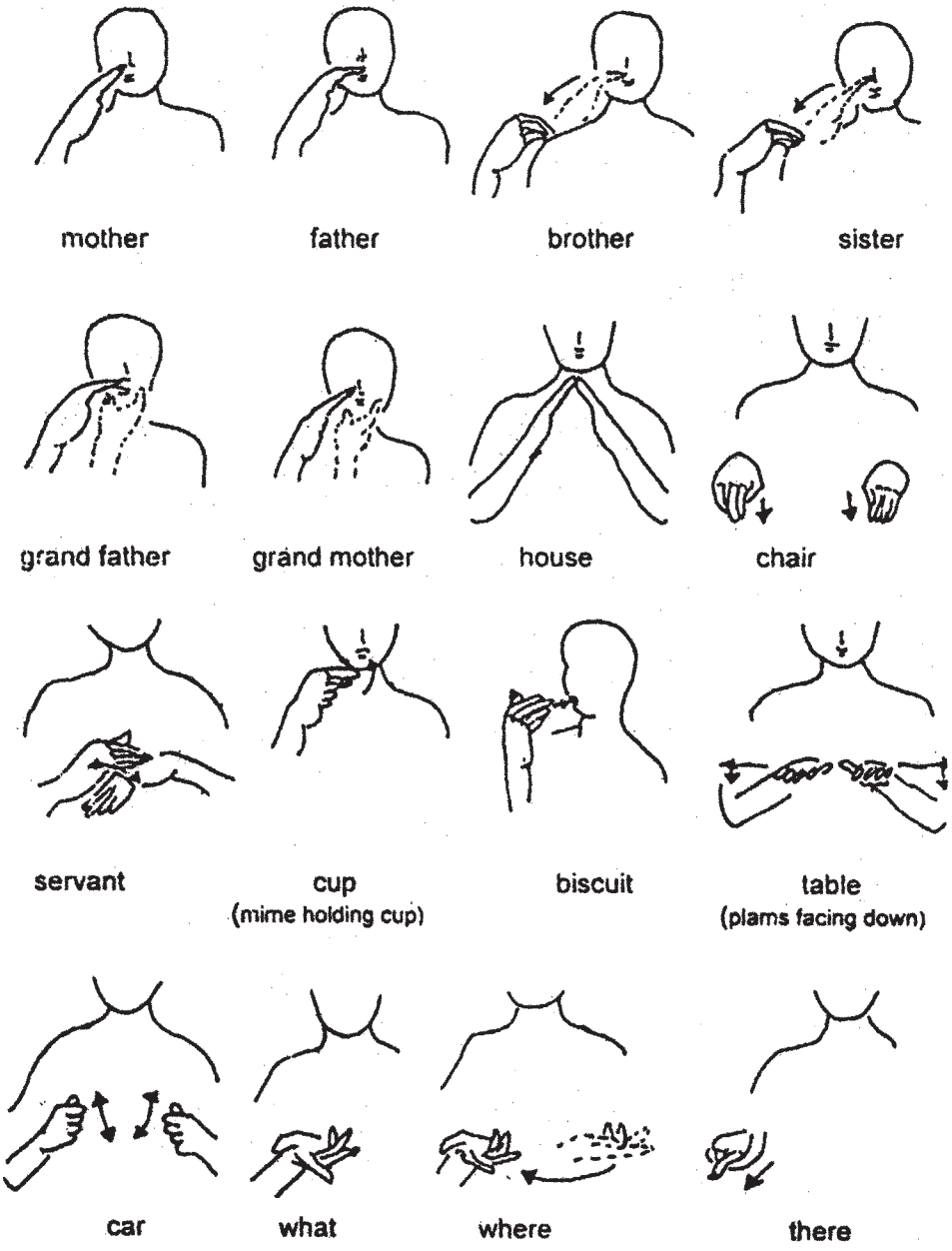

Some Signs From Indian Sign Language

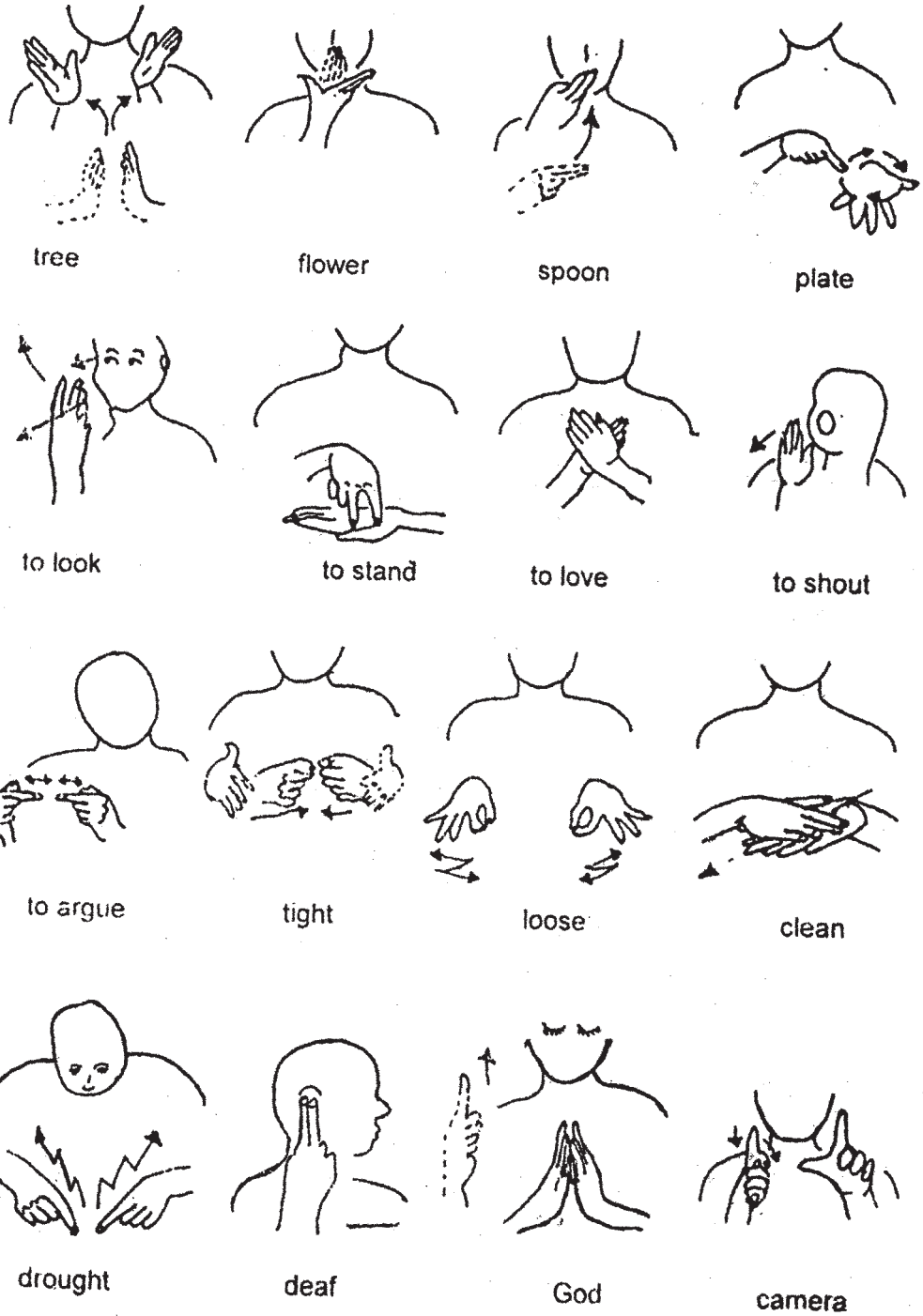

পর্ব : তিন

শ্রবণ-অক্ষম মানুষের শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা
(Foundation of Education for the Hearing Impaired)

শিক্ষা সম্বন্ধীয় অন্য দিকগুলি

একক ১ ঃ নির্দেশ এবং পরামর্শদান

একক ২ ঃ বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষমদের সমন্বয়

একক ৩ ঃ শ্রবণ-অক্ষমদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন

একক ৪ ঃ শ্রবণ-অক্ষমতা ও তৎসহ গৌণ অক্ষমতা

পর্ব ৩ ঃ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অন্য দিকগুলি (Other Educational Aspects)

ভূমিকা (Indtroduction)

'শ্রবণ অক্ষমতার উপর এস.ই.এস.এইচ.-১, ২ এবং ৩' পত্রের সমস্ত পাঠ্যবিষয়ে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের ব্যাবহারিক শিক্ষা দেওয়ার উপর, যাতে তাঁরা শ্রবণ-অক্ষম বালক-বালিকাগণকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তিকালে পুনর্বাসন যাতে তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। শ্রবণ-অক্ষমদের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দিক ও সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকদের যদি ন্যূনতম ধারণা থাকে, তবে তা খুবই সহায়ক হবে, কারণ এগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষাধারাকে প্রভাবিত করে। এটা শিক্ষকদের এই ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষদের মধ্যে কর্মঠ সদস্য হতে, নিতি নির্ধারণ করতে ও শিক্ষার কাঠামোয় অনুকূল পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

প্রথম পত্রের ৩ পর্ব

বিশেষরূপে সেই বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত করায় যে বিষয়গুলির প্রতি বিদ্যালয়ে পঠনের শুরুতে ও শিক্ষার অন্তিমে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

'একক ১' প্রস্তাব দেয় কীভাবে শ্রবণ-অক্ষম শিশু ও বালক-বালিকাগণের বাবা, মা বা অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সঠিক 'নির্দেশ ও পরামর্শদান' করা যায়। একটা শিশুর শিক্ষার প্রস্তুতিতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কারণ তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানের পরিপূর্ণ বিকাশের পিছনে প্রধান প্রভাব থাকে বাবা ও মায়ের।

'একক ২' সাধারণ বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের শিক্ষার জন্য শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশুদের সাথে সমন্বয় সাধনের মত গুরুত্বপূর্ণ, বিতর্কিত ও বাদ-প্রতিবাদমূলক বিষয় নিয়ে রচিত। সমন্বয়সাধনের পূর্বে শ্রবণ-অক্ষম শিশুর সঠিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাকে এই এককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরিণত সমন্বয়সাধনের কুপ্রভাবগুলি এখানে স্পষ্ট বর্ণনা করা আছে। যাতে শিক্ষকরা একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে সমন্বয় সাধনের সুযোগের জন্য সুপারিশ করার আগে যথেষ্ট যত্ন নেন।

'একক ৩' শ্রবণ-অক্ষম মানুষদের বৃত্তিগত কর্মসংস্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটা এই মানুষদের জন্য উপযোগী বিশেষ বৃত্তিগুলির সঠিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার উপরে জোর দেয়। বৃত্তিগত কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া-সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। অপ্রতিবন্ধী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়েছে। তাই স্বনিয়োগের পক্ষে (self-employment) শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তিদের মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার ও অন্য বিষয়ে উপযুক্ত ও সমর্থ যুবকদের প্রেরণা দেওয়ার ন্যায্য প্রয়োজন রয়েছে, যেটা বেকারত্ব নামক আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকপূরণীয় কর্তব্য।

'একক ৪' ব্যাখ্যা করছে সেইসব শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সম্বন্ধে যাদের এক বা একাধিক গৌণ/অতিরিক্ত অক্ষমতা রয়েছে। এইসব শিশুদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা তাদের বাবা-বা শিশুদের কাছে এক বৃহত্তর সংগ্রাম। এই এককে যে ৫টি অক্ষমতা প্রায়ই শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ বোধগম্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই বাচ্চাদের সাথে আচরণের কৌশল ও তাদের যথাযথ প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাবও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

একক-১ ঃ শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য নির্দেশ ও পরামর্শদান (Guidance and Counselling Related to the Deaf)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ পরামর্শদানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১.৩.১ নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রকৃতি

১.৩.২ পরামর্শদানের বিশেষ লক্ষ্য

১.৪ পরামর্শদাতার প্রস্তাবিত শর্তাবলী

১.৫ পরামর্শদান যা বোঝায় না

১.৬ পিতামাতাকে পরামর্শদান

১.৬.১ পিতা/মাতা ও পরামর্শদাতার মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব

১.৬.২ পরামর্শদানের লক্ষ হল অক্ষমতাজনিত সমস্যারোধ

১.৬.৩ পিতামাতার আশংকা

১.৬.৪ পিতামাতাকে পরামর্শদানে যে বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

১.৭ শ্রবণ-অক্ষম বৈশিষ্ট্য

১.৭.১ ভাষার সীমাবদ্ধতা

১.৭.২ ধারণাশক্তির সীমাবদ্ধতা

১.৭.৩ যোগাযোগের অসুবিধা

১.৭.৪ অন্যান্য স্নায়বিক ত্রুটির উপস্থিতি

১.৮ শ্রবণ-অক্ষম গ্রহীতাদের সম্পর্কে যা পরামর্শদাতাকে মনে রাখতে হবে

১.৯ এককের সারাংশ

১.১০ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.১১ বাড়ির কাজ

১.১২ বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১৩ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

যাঁদের সব বয়সের শ্রবণ-অক্ষম পরিসেবা দেওয়া যোগ্যতা আছে সেইসব পেশাদারী প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতাদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় কম। এই অধ্যায়টি বাবা মা ও তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানদের বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষে লেখা হয়েছে। এটি পরামর্শদাতার পরিচর্যার বিকল্প হিসাবে সংকল্পিত নয়।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়বার পর, পাঠক সমর্থ হবেন ঃ

- পরামর্শদাতার প্রধান ভূমিকা কী তা বলতে।
- একটি শ্রবণ-অক্ষম বাচ্চার পিতামাতাকে পরামর্শদানে কোন বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা জানাতে।

১.৩ পরামর্শদানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics of Counselling)

১.৩.১ নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রকৃতি (Nature of Guidance and Counselling)

নির্দেশ হল একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি (পরামর্শদাতা হিসাবে প্রশিক্ষিত) কর্তৃক বাবা মা/লোককে (এই ক্ষেত্রে সব বয়সের শ্রবণ-অক্ষম ও তাদের বাবা মা) তাদের সমস্যাগুলোকে চিনতে, বুঝতে, এই সমস্যার সাথে লড়াই করার সামর্থ্য তৈরী করতে, যথাযথ সমাধান বেছে নিতে ও জীবনের কাজগুলোকে পরিচালনা করতে সাহায্য করা।

পরামর্শদান হল এমন একটা পদ্ধতি যা লোককে/বাবা-মাকে তাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থাটা জানতে/বুঝতে সমর্থ করে, এবং পরামর্শদাতার চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

১.৩.২ পরামর্শদানের বিশেষ লক্ষ্য (The Specific Goals of Counselling)

পরামর্শদাতারা শ্রবণ অক্ষম ব্যক্তির ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন যদি সেটাতে শ্রবণ অক্ষম ব্যক্তির ইচ্ছা থেকে থাকে। কিন্তু পরামর্শদান হল এই ব্যবহারকে প্রভাবিত করা এক বিশেষ রাস্তা, যাতে বিশেষ লক্ষ্যপূরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

- প্রথমত পরামর্শদান ব্যক্তির ব্যবহারে ঐচ্ছিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, নিজের ব্যবহারে পরিবর্তন আনার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা থাকবে ও সেই কারণে সে একজন পরামর্শদাতার সাহায্য চাইবে।
- দ্বিতীয়ত পরামর্শদানের অভিপ্রায় হল এমন কিছু ব্যবস্থা করা যা ঐচ্ছিক পরিবর্তনের কাজটাকে সহজ

করবে। এই ব্যবস্থাগুলি একজন ব্যক্তির স্বনির্বাচনের অধিকারকে মেনেই হবে। তাকে একজন স্বাধীন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে দেখা হবে, যে সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিজের জন্য মনোনয়ন করতে সমর্থ।

- তৃতীয়ত জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির চারপাশে কিছু সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়। এই সীমার পরিধি পরামর্শদাতার পরামর্শদানের লক্ষ দ্বারা স্থির হবে।
- পরামর্শদানের অনুষ্ঠানে গোপনীয়তা রক্ষিত হয়, ও তৎসম্পর্কিত আলোচনাও গোপনীয়। এটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাযুক্ত একজন ব্যক্তির এবং এরকম সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পরামর্শদাতার মধ্যের সম্পর্ক। পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে অন্যকে সসম্মানে গ্রহণ করতে পারার ক্ষমতা, বোঝাপড়া, পারস্পরিক বিশ্বাসের শক্তি, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা, উদারতা, সততা ও ঐক্যবদ্ধতা।

১.৪ পরামর্শদাতার প্রস্তাবিত শর্তাবলী (The conditions Offered by Counsellor)

পরামর্শদানের সম্পর্কের সৃষ্ট বাতাবরণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব নিতে পারে, তার বিকাশ শুরু হয় ও আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে আসে যেটা তার একজন স্বাস্থ্যবান, দায়িত্বশীল স্বাধীন মানুষের মত কাজ করার জন্য প্রয়োজন, যাতে সে সংকল্প নিতে ও সমস্যার জট ছাড়াতে পারে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ঃ

- যখন মা গ্রহীতা হবেন, তখন তাঁর শিশুর শ্রবণ-অক্ষমতা হেতু উৎপন্ন সমস্যাগুলি তাঁর চেনা দরকার। এই চেনার সাথে সাথে শিশুটির বেড়ে ওঠার সব বা বেশিরভাগ সমস্যাকেই শ্রবণ-অক্ষমতা সম্পর্কিত ভাবার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে।
- তাঁর শিশুর শিক্ষায় যে সমস্ত বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে সে সমস্ত সম্পর্কে মাকে বুঝতে হবে।
- বাবা-মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন থাকবে—অর্থাৎ উৎপত্তি, গতিপথ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে। ভবিষ্যৎ সন্তান ও সন্তানের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে বংশধারার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করবেন। এটাই হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে সাধারণ অপরাধবোধ মেশা অনুভূতিগুলি উঠে আসা এবং সঠিকভাবে পরিষেবা দিতে পারলে অনেকটাই দূরীভূত হতে পারে।
- বাবা-মাকে শিশুর বিকাশে তার বয়ঃপ্রাপ্তি ও শিক্ষার আপেক্ষিক ভূমিকা সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি করতে হবে এবং উন্নতির পরের ধাপের সাথে খাপ খাওয়ানোর আগে বাচ্চাকে এটার জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে হবে।
- অন্য শিশুর সাথে তুলনা করার বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং শিশুর নিজে উন্নতিকে মূল্যায়নের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করতে হবে।

- বাবা-মা কীভাবে শিশুকে বিশেষ দক্ষতার বিকাশের জন্য বাড়িতে সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করতে পারবেন সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু পরামর্শদাতা কখনই বাবা-মায়ের (বা অবশ্যই শিশুর) সময় এবং শক্তির সিংহভাগ খরচ করতে বলতে পারে না, কারণ তাঁদের সংসার চালানোর ক্ষেত্রে অন্য দায়িত্বও রয়েছে।

- বাড়িতে অবিরাম ঝগড়া, শিশুকে বুঝে ওঠার প্রচেষ্টায় বাবা-মার মধ্যে বড়সড় মতভেদ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভিত্তিহীন শৃঙ্খলা, শিশুকে ইচ্ছামত শাসন বা অত্যন্ত যত্ন-আদর করা, বাবা-মায়ের প্রিয়পাত্র-প্রিয়পাত্রী খেলা এবং বাচ্চার অনুভব করা যে সে একটা বোঝা-এর সমস্তগুলিই শিশুর মানসিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, এবং এর থেকে বাবা-মাকে সতর্ক থাকতে হবে।

- বাবা-মায়ের শিশুকে নির্দেশ দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক নীতিগুলি বোঝা দরকার। সাধারণ উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা দরকার, যেমন শৌচাগার ব্যবহার করা প্রশিক্ষণ, ঘুমানো, খাওয়া, বুড়ো আঙুল চোষা, নখল কামড়ানো, বিছানা ভেজানো, বদমেজাজের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি। বাবামায়ের বোঝা দরকার ভাইবোনেদের মধ্যে সম্পর্ক, যৌন বিকাশ এবং যৌন শিক্ষা, এবং আচরণের গঠনমূলক সামাজিক নকশা, লাজুকতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব, ও শৃঙ্খলা-সম্পর্কিত সমস্যা।

- বাবা-মায়েদের তাঁদের শিশুর শ্রবণ-অক্ষমতা থেকে উৎপন্ন সাধারণ বা দৈনন্দিন নৈরাশ্য ও সন্তোষের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কৌতুহল নিবৃত্ত করায় সাহায্য, সহানুভূতি ও এ জাতীয় মনোভাব প্রত্যাখ্যান করা, এবং প্রতিবেশী ও বন্ধুদের দয়ার মূল্যহ্রাস ঘটা পরামর্শদানেরই প্রচেষ্টার অংশ।

১.৫ পরামর্শদান যা বোঝায় না (What Counseling is not)

পরামর্শদান বলতে কী বোঝায় যে সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা আছে। কখনো কখনো নঞর্থক দিক থেকে একটি সংজ্ঞার কাছাকাছি পৌঁছোনো বেশি সুবিধাজনক, যেটি নির্দেশ করবে একটি জিনিস বা একটি ধারণা বলতে কী বোঝায় না। পরামর্শদান বলতে কী বোঝায় না তার বিবেচনা করা যাক ঃ

- প্রথমতঃ পরামর্শদান মানে 'তথ্য দান করা' নয়, যদিও কখনো কখনো পরামর্শদানের সময় তথ্য দেওয়া হয়। এটা উপদেশ, প্রস্তাব এবং/অথবা সুপারিশ করা বা দেওয়া'ও নয়।

- পরামর্শদান মানে প্ররোচনা, পরিচালনা বা বিশ্বাস উৎপাদনের মাধ্যমে মনোভাব, বিশ্বাস বা আচরণকে প্রভাবিত করা নয়, সেটা যতই পরোক্ষ, সূক্ষ্মভাবে ও ব্যথা না দিয়ে করা হয়ে থাকুক না কেন। পরামর্শদানের অর্থ মগজধোলাই নয়।

- পরামর্শদান মানে শারীরিক শক্তির ব্যবহার না করে তিরস্কার, সতর্কীকরণ, বিপদের ভয়প্রদর্শন বা দমনের মাধ্যমে আচরণকে প্রভাবিত করা নয়; পরামর্শদান মানে শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠাও নয়।

- পরামর্শদান মানে একজন ব্যক্তিকে নানা কাজের ভার অর্পণের জন্য নির্বাচন করা নয়।

- সবশেষে বলতে হয়, সাক্ষাৎকার ও পরামর্শদান সমার্থক নয়। সাক্ষাৎকার পূর্বে উল্লিখিত সম্পর্কগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট, আর পরামর্শদান করা হয় না এরকম ঘটনার সাথেও সংযুক্ত। অন্তঃগ্রহণের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার একজন গ্রহীতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য নেওয়া হতে পারে, কিন্তু এই সাক্ষাৎকার বা তার দিকস্থিতিকরণ পরামর্শদানের ভূমিকা হতে পারে কিন্তু পরামর্শদান নয়।

১.৬ পিতামাতাকে পরামর্শদান (Counselling Parents)

১.৬.১ পিতা/মাতা ও পরামর্শদাতার মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব (Importance of Co-operation betwen Parent and Counsellor)

বাবা-মায়ের মত কেন্দ্রীয় চরিত্ররাই তাঁদের শিশুদের চূড়ান্ত মনস্তাত্ত্বিক নিয়তি অনেকাংশে নির্ধারণ করেন। তাঁদের শিশুদের উপর বাবা-মায়ের প্রভাবের কারণে অক্ষমতাবিশিষ্ট শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতি সম্পর্কিত ধারণায় চরম উৎকর্ষলাভের জন্য বাবা মা ও পরামর্শদাতাদের মধ্যে সহযোগ দরকার। সেহেতু, যে ব্যক্তিরা শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সঙ্গে কাজ করেন, তাঁদেরকে অবশ্যই বলপূর্বক শ্রবণঅক্ষম শিশুদের বাবামায়ের সঙ্গে এবং তাঁদের উপরে কাজ করতে হবে।

১.৬.২ পরামর্শদানের লক্ষ হল অক্ষমতাজমিত সমস্যা বোধ (Counselling should be aimed at preventing the problems that may be brought about by the Disablity)

যখন একটি পরিবার প্রথম আবিষ্কার করে যে তাদের মধ্যে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশু রয়েছে, তখন সাধারণত এর প্রতিক্রিয়া খুবই কষ্টের হয়। দুঃখ, অপরাধবোধ এবং অসহায়তায় আক্রান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই অনুভূতিগুলি ও তাদের সঙ্গের উদ্বেগ বাবা-মাকে সাহায্যলাভের জন্য মরিয়া করে তোলে ও অন্য কারুর ভুল দিকনিদের্শও তখন তারা সহজে মেনে নেয়। এই সংকটসময়ে ফলপ্রদ পরামর্শদান বাবা-মাকে তাঁদের অনুভূতিগুলির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যদি শ্রবণ অক্ষমতার মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষাগত ও পরবর্তীকালে বৃত্তিগত সমস্যার বেশিরভাগকেই পুনর্বাসন পর্যায়ে দেখতে হয়, তাহলে শ্রবণ-অক্ষমতা নির্ণীত হওয়া মাত্রই বাবা-মাকে পেশাদারী পরামর্শদান সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন।

১.৬.৩ পিতামাতার আশঙ্কা (Apprehensions Felt by the Parents)

বাবা বা মা প্রায়ই সম্পর্ক সূত্রে কিছু স্পষ্ট আশঙ্কায় ভোগেন। যেমন, একজন মা আশঙ্কা করতে পারেন যে তাঁর শিশুর যে কোনো এবং/অথবা সমস্ত অসুবিধার জন্য তাঁকে দায়ী করা হতে পারে এবং ভয় পান যে মা হিসাবে তাঁর দোষ প্রকাশ্যে চলে আসবে। তিনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন এটা ভেবে যে, যে চাহিদাগুলি তিনি পূরণ করতে পরছেন না সেগুলি পরিবারের আর্থিক সংগতি, তাঁর সময়, শক্তি ও আবেগের হ্রাস ঘটাবে। তিনি এই ভয় পেতে পারেন যে তাঁর বাচ্চাকে সারানো যেতে পারে বা যথোচিত সাহায্য করা যেতে পারে বলে যে আশা তিনি পোষণ করেন, সেই আশার সূত্রটুকু একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিঁড়ে দেবেন।

তিনি বিশ্বাস করতে পারেন যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটি তাঁর মাতৃহৃদয়কে বুঝবে না ও সব ঠিক হয়ে যাবে বলে যে দুর্দমনীয় ধারণা তাঁর মনে রয়েছে তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। তিনি এটাও ভয় পেতে পারেন যে বাস্তবের সবচেয়ে খারাপ দিকটা তাঁর অগোচরে রাখা হবে। তাছাড়া, তিনি আশঙ্কান্বিত হতে পারেন যে শিশুটি এই আরোগ্যবিজ্ঞানীর (therapist) 'নেওটা' হয়ে যেতে পারে। শিশুর সাথে যে মায়ের সম্পর্কের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে, তাঁর পক্ষে এটা মোটেই ছোটখাট বিপদ নয়।

১.৬.৪ পিতামাতাকে পরামর্শদানে যে বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিতে হবে (The Important Points to be Stressed in Parent Counselling)

শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের জন্য শুরুতে মধ্যবর্তিতার কাজ করার জন্য এই ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের বাবা মা ও পরামর্শদাতার মধ্যে মৌলিক আবেগের সম্পর্কের তাৎপর্য ছাড়াও অনেক বিশেষ সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রাখতে হবে, যেরকম ঃ

- বাবা-মাকে এটা বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে শিশুদের অক্ষমতা মানুষের ত্রুটির সাধারণ সমস্যাগুলিরই অংশ, যেগুলিকে সবাই নিজেদের ও সমস্ত অন্য মানুষদের মধ্যে দেখতে পায়। শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের বাবামায়ের সমস্যা তাই অদ্বিতীয় নয়, বরং সব বাবা মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমস্ত বাবা-মায়েদের তাঁদের শিশুদের সীমাবদ্ধতাগুলিকে মেনে নিতে শিখতে হবে।

- বাবা-মাকে এটা বোঝানো দরকার যে প্রায়শই প্রতিবন্ধকতাটা শিশুর খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে ব্যাহত করে না, কিন্তু যেটা করে সেটা হল শিশুর শ্রবণ-অক্ষণতা সম্পর্কে বাবা বা মায়ের অনুভূতি, এবং শিশুর সেটা সম্পর্কে উপলব্ধি।

- বাবা-মাকে তাঁদের শিশুদের ভেতরের সম্ভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুটি যা করতে সমর্থ তার সাথে প্রত্যেক বাবা ও মায়ের নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

- বাবা-মায়ের বোঝা দরকার যে তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম শিশু মৌলিকভাবে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতই যেমন 'সব শিশুদের প্রয়োজন পর্যাপ্ত এবং সুষম আহার, যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম ও ঘুম, এবং ভালোভাবে বিশ্রামের শেষে কার্যতৎপরতা, যে সবার প্রয়োজন ভালোবাসা পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষিত হওয়া, তাদের নিজেদের জীবন পরিচালনায় ও নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতা পাওয়া, কৃতিত্ব অনুভব করা, তারা যেরকম এবং যা করে তার জন্য অন্যদের সম্মতি জিতে নেওয়া এবং অনুভব করা যে তাহা হল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষ যারা বিচারবুদ্ধি সাহায্যে নিজেদের মান বজায় রেখেছে' (লেকক এবং স্টিভেনসন, ১৯৯৬; ১২৩)।

- বাবা-মাকে বিবেচনা করতে হবে তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম শিশুটার প্রতি তাঁদের যে মনোভাব এবং অনুভূতি এবং তার জন্য তাঁদের যে শর্তনিরপেক্ষ ভালোবাসা সেটা তার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মাকে এটাও বুঝতে হবে যে স্বীকার করে নেওয়ার পর শিশুর মধ্যেও অতিরিক্ত নিরাপত্তার অনুভূতি চলে আসতে পারে, যেটা তার আরও ক্ষতি করবে।

- একটা শ্রবণ-অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে বাবা-মাকে বুঝতে হবে যে ঃ

  —বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্পষ্ট যোগাযোগ না থাকার দরুণ তার প্রতি তাঁদের ব্যবহারে সঙ্গতি থাকা দরকার।

  —সে যে পরিবারের অন্তর্গত এই অনুভূতি ও সাফল্যের অনুভূতি থাকা দরকার, উদাহরণস্বরূপ, তাকে তার শ্রবণক্ষম ভাই-বোনেদের মতো একই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে (অর্থাৎ, মাকে সাহায্য করার মত ছোটোখাটো কাজ) যাতে তাকে আলাদা না করা হয়। (যদি তাকে আলাদা ভাবা হয় সে কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বলে ভাবতে শুরু করবে সমস্ত পারিবারিক ঘটনায় অংশগ্রহণ ও সেই সম্পর্কিত কাজ করলে শিশুটি নিজেকে অন্য যে কোনপরিবারের সদস্যরই মতোই অনুভব করবে।)

১.৭ শ্রবণ-অক্ষমদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Deaf Clients)

বেশিরভাগ শ্রবণ-অক্ষম মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পরামর্শদানের পদ্ধতিতে সচরাচর দেখা যায় না এমন সব অসুবিধার সৃষ্টি করে। শ্রবণ-অক্ষম মানুষের সামর্থ্য ও প্রয়োজনের পরিসর শ্রবণক্ষম মানুষের সমান বা ততোধিক। তবু, এই পরিসরের মধ্যেই, শ্রবণ-অক্ষমদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি করে থাকার প্রবণতা আছে।

১.৭.১ ভাষার সীমাবদ্ধতা (Language Limitations)

কিছু শ্রবণ-অক্ষম লোকেদের কথ্য এবং লিখিত ভাষার জ্ঞান ও ব্যবহারে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা আছে, যদিও অনেকেরই ভাষা-সম্বন্ধীয় বা বাচনিক সামর্থ্য আছে যা শ্রবণক্ষম লোকেদের বেশিরভাগের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তাদের প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় কম পঠন ক্ষমতায়, অনুন্নত শব্দতালিকায় এবং ভাষায় যেখানে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং অর্থ হয় বিকৃত নচেৎ বোধগম্য নয়। (ডেফনেস রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, ১৯৯০)

১.৭.২ ধারণাশক্তির সীমাবদ্ধতা (Conceptual Limitations)

যে ব্যক্তিরা জন্ম থেকে বা অতি শৈশবে শ্রবণ-অক্ষম তাদের প্রায়ই যে ধারণাগুলির কোন তাৎক্ষণিক বা নির্দিষ্ট পূর্বসূত্র নেই সেগুলিকে বোঝার ক্ষমতা সীমিত হয়। এই সমস্যাটি ভাষার সীমাবদ্ধতা, পৃথকীকরণ, ও বেড়ে ওঠার বছরগুলিতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণার অভাব থেকে জন্ম দিতে পারে।

১.৭.৩ যোগাযোগের অসুবিধা (Communications Difficulties)

শ্রবণ-অক্ষম পরামর্শদান অন্য যেকোনো কারণের থেকে যোগাযোগের অসুবিধার কারণে বেশি কঠিন হয়ে যায়। কিছু শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তি কথা ভালো বলতে পারে না বা কথা যথেষ্ট ভালো পড়তে পারে না যাতে তারা পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে প্রতীক-ভাষাকে (sign language) বেশিরভাগ শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তি পছন্দ করেন ও এটা তাঁদের পক্ষে ফলপ্রদ হয়, আর

তাই যে পরামর্শতাদারা শ্রবণ-অক্ষম নিয়ে কাজ করেন তাঁদের প্রত্যেকের এইপ্রকার যোগাযোগ পারদর্শী হওয়া উচিত। এটা পরামর্শদাতার কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে যোগাযোগের মাধ্যমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই। পরামর্শদানের মূল নীতি হল শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তিকে এরকম সাক্ষাৎকারের সময় নিজের স্বাভাবিক আচরণ করতে দিতে হবে। শ্রবণ-অক্ষমদের ক্ষেত্রে, তারা যেভাবে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তাদের সেইভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে দেওয়ার স্বাধীনতাও এর অন্তর্গত।

১.৭.৪ অন্যান্য স্নায়বিক ত্রুটির উপস্থিতি (Presence of Other Neurological Deficits)

পরামর্শদাতাকে মনে রাখতে হবে যে স্নায়বিক গোলযোগ শ্রবণ-অক্ষমতার একটি প্রধান কারণ। অর্থাৎ, শ্রবণ-অক্ষম তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় স্নায়বিক ত্রুটি দ্বারা আরো বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন, যেটা তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শেখাকে ব্যাহত করবে ও আচরণ সম্বন্ধীয় রোগবিদ্যার ধারায় ছাপ রেখে যাবে। এই স্পষ্ট সমস্যাগুলির কথা মনে রেখে বলা যায় যে এরকম ব্যক্তিদের মধ্যে পরামর্শদানের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা সাধারণের চেয়ে অনেকটাই ধীর ও অসুবিধাজনক হবে। (ডেফনেস রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেকিং সেন্টার)। ছোটো শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কৌশল খাটানো স্বল্প পরিসরের মধ্যে থাকবে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবে তারা ভাষা, কথা বলা বা প্রতীক-ভাষায় কোন দক্ষতা ছাড়াই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এই সমস্ত শিশু সংগৃহীত শব্দতালিকা আদৌ যদি থাকে, তা খুবই সীমিত। ফলস্বরূপ, তারা সাধারণত নিজেদের সব প্রয়োজন জানাতে অসমর্থ হয় এবং বাচনিক যোগাযোগের কোন ব্যাবহারিক পদ্ধতি তাদের জানা নেই।

যে পরামর্শদাতা ছোটো শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন তাঁর তাদেরকে মনস্তাত্ত্বিক নাটক (psychodrama) ও ক্রীড়া-চিকিৎসার (play therapy) মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া দরকার। বধির বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ করার আরেকটি উপায় হল জলরং, রঙিন খড়ি ও পেনসিলে ছবি আঁকা।

১.৮ শ্রবণ-অক্ষমদের সম্পর্কে যা পরামর্শদাতাকে মনে রাখতে হবে (Things that the Counsellor should Bear in Mind)

এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে শ্রবণ-অক্ষমতা প্রায়শই বধির ব্যক্তিটিকে তার পরিবারের বৃত্তের মধ্যে একা করে দেয়, তার চারপাশের বিশ্ব থেকে তথ্যগ্রহণ সীমিত করে এবং যে আচরণবিধি শিখলে সে স্বাধীন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসাবে বাঁচবে সেটাও ভালোভাবে শিখতে দেয় না।

এই সত্যগুলি পরামর্শদাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বয়ে আনে। যদিও তথ্য দেওয়া পরামর্শদান নয়। অন্য সহায়কদের অনুপস্থিতিতে পরামর্শদাতাকে অবশ্যই তার গ্রহীতাকে বারংবার বিভিন্ন রকম তথ্য দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তির মনে হয় যে শ্রবণক্ষম লোকজন কাজের ক্ষেত্রে তার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে, ঘটনা সম্বন্ধে শুধু তার অনুভূতিগুলি নিয়েই বারবার করা যথেষ্ট নয়। বধিরতা যে সচরাচর দেখা যায় না এবং থাকে তারা বুঝতে পারে না তার সম্বন্ধে অন্যদের একটা প্রতিক্রিয়া থাকে—এই ব্যাপারটা গ্রহীতাকে বোঝানো কিন্তু তার প্রতিকুল চিন্তাধারার সাথে তাকে এঁটে উঠতে সাহায্য করার মতই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

অনেক বধির ব্যক্তিরা পরামর্শদাতার উপর নির্ভর করে থাকেন এবং প্রায়ই তাঁদের সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক এবং কখনো কখনোও 'ঐন্দ্রজালিকা' সমাধান খোঁজেন। নির্ভরতা ও অবাস্তব আশা কাটিয়ে উঠতে পরামর্শদাতার শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তিটিকে পরামর্শদানের উদ্দেশ্য, পরামর্শদাতা ও গ্রহীতার দায়িত্ব, এবং কীভাবে দুজনে লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে একসাথে কাজ করবেন সেটা বুঝতে সাহায্য করা দরকার।

বধিরতা প্রায়ই ব্যক্তিটি এবং তার জীবনে শ্রবণক্ষম যারা আছে তাদের মধ্যে অসুস্থ সম্পর্কের জন্ম দেয় এবং তাকে সাধারণভাবে শ্রবণক্ষম লোকেদের প্রতি অবিশ্বাস আর/অথবা ভয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

অন্য অক্ষমদের তুলনায় ভারতবর্ষে পেশাদারী পরামর্শদান বধিরতার এলাকায় কমই ঢুকতে পেরেছে। পরামর্শদাতার কাছে দাবি করা কাজের বৈচিত্র্য ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকা পরামর্শদানকে সূক্ষ্ম কাজের মর্যাদা দিয়েছে। পরামর্শদানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা থেকে শুরু করে সম্প্রদায়ের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা এবং জনসংযোগ রক্ষায় ভূমিকা গ্রহণ করা—এই সমস্ত দক্ষতা এর অন্তর্গত।

১.৯ এককের সারাংশ (Unit Summary)

শ্রবণ অক্ষম ছেলেমেয়েদের চৌকস হয়ে বেড়ে উঠতে প্রধান প্রভাব বিস্তার করেন বাবা ও মা। তাঁদের অবস্থান থেকে তাঁরা সন্তানের জন্য সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেহেতু নির্দেশ এবং পরামর্শদানের প্রধান লক্ষ্য হল তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম শিশু/ নাবালক সন্তানকে যথাসম্ভব ভালোভাবে মানুষ করে তুলতে বাবা মা যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন সেগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করা। পরিবারে এক শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে যে কখনোই হয়তো সহজে কথা বলতে বা বুঝতে পারবে না, তাকে হঠাৎ করে আবিষ্কার করার ধাক্কা, অত্যন্ত দুঃখানুভূতি, ও সব কিছুকে ছাপিয়ে যাওয়া অসহায়তা—এই ঘটনার এই সমস্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে বাবা-মায়ের সাহায্য দরকার। তাঁদেরকে বোঝানো প্রয়োজন যে তাঁদের শর্তবিহীন স্বীকৃতি ও শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে।

যদি শ্রবণ-অক্ষমতার মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষাগত ও পরবর্তীকালে বৃত্তিগত সমস্যার বেশিরভাগকেই পুনর্বাসন পর্যায়ে না দেখে নিবারক পর্যায়ে দেখতে হয়, তাহলে শ্রবণ-অক্ষমতা নির্ণীত হওয়ামাত্রই বাবা-মাকে পেশাদারী পরামর্শদান সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন।

পরামর্শদাতাকে প্রায়শই শ্রবণ-অক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের একেক জন করে সময় দিতে হয়। এই সমস্ত ঘটনায় তাকে এটা মনে রাখতে হবে যে একজন ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণে পরিবর্তন এবং দায়িত্বজ্ঞান ও স্বাধীনতার বিকাশ (মানসিক স্বাস্থ্য) তখনই ঘটবে, যখন সে আত্মপ্রত্যয়যুক্ত হবে ও নিজেকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত মনে করবে। শ্রবণ অক্ষম ব্যক্তি যিনি পরামর্শ গ্রহণ করবেন তাকে এবং তার আত্মনির্দেশ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারকে সম্মান জানাতে হবে, তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে, মূল্যায়নের মনোভাবকে দূর করতে হবে, তার দৃষ্টিকোণকে দেখে তাকে বুঝতে হবে। এই সমস্ত কিছুই ভয়হীন পরিবেশ তৈরী করতে ও পরামর্শদানের প্রচেষ্টার দ্বারা সাফল্যের সোপানে উঠতে সাহায্য করবে।

মনে রাখার বিষয় (Points to Remember)

- বাবা-মায়ের মত কেন্দ্রীয় চরিত্ররাই তাঁদের শিশুদের চূড়ান্ত মানসিক পরিণতি অনেকাংশে নির্ধারণ করেন।
- অক্ষমতাবিশষ্ট শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতি সম্পর্কিত ধারণায় চরম উৎকর্ষ লাভের জন্য বাবা, মা ও পরামর্শদাতার মধ্যে সহযোগ দরকার।
- বাবা-মাকে ইতিবাচক চিন্তা করতে সাহায্য করা উচিত, তাঁদের চিন্তা তাঁরা সন্তানকে অক্ষমতা সত্ত্বেও বেড়ে উঠতে,শিখতে এবং উন্নতি করতে দিতে কী করতে পারেন তা নিয়েই কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত।
- পরামর্শদানের সম্পর্কের সৃষ্ট বাতাবরণে একজন ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব নিতে পারে, সঠিক সংকল্প নিতে ও সমস্যার জট ছাড়াতে পারে।

১.১০ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১. একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর পিতামাতার প্রধান উদ্বেগের ক্ষেত্রগুলি হল.....

২. পিতামাতা/পরিচর্যাকারীদের যা জানা প্রয়োজন সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির তালিকা দিন।

১.১১ বাড়ির কাজ (Assignments)

১) ১০-১৫ মিনিটের একটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা করুন যাতে অংশগ্রহণ করবেন পরামর্শদাতা ও সেই পিতামাতা যাঁদের সন্তান ঃ

ক) একটি দুই বছরের সম্পূর্ণরূপে শ্রবণে অক্ষম শিশু।

খ) একটি ৪/৫ বছরের মাঝারি ধরনের শ্রবণ অক্ষম শিশু।

১.১২ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

১.১২.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১.১২.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১.১৩ উৎস **(References)**

১. Bromwich, R. (1981). Working With Parents And Infants. Baltimore : University Park Press.

২. Luterman, D. (1987). Deafness in the Family, Boston : Little Brown and Company.

৩. Van Uden. A World of Language for Deaf Children. (P.I) Amsterdam : Swets and Zeitlinger. 1977.

একক-২ ঃ বিদ্যালয়ে অবস্থিত শ্রবণ-অক্ষমদের সমন্বয়/সংহতি (Integration of the Hearing Impaired in Schools)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ সমন্বয়ের সংজ্ঞা

২.৪.১ আংশিক সমন্বয়

২.৪.২ পূর্ণ সমন্বয়

২.৪.৩ প্রান্তস্থ সমন্বয়

২.৪.৪ সামাজিক সমন্বয়

২.৫ শ্রবণ-অক্ষমতা, বিশেষ বিদ্যালয় এবং সমন্বয়

২.৫.১ বিশেষ বিদ্যালয়ের ভূমিকা

২.৫.২ একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে কখন এবং কোন্ শ্রেণীতে সমন্বিত করা হবে?

২.৬ সময়ের পূর্বে সমন্বয়ের কুপ্রভাব

২.৭ সমন্বয়ের জন্য তৎপরতা

২.৮ পিতামাতার ভূমিকা

২.৮.১ শীঘ্র সনাক্তকরণ

২.৮.২ উপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র যোগানো

২.৮.৩ শ্রবণ-সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ ও ওষ্ঠপাঠ (lip reading)

২.৮.৪ সামাজিকতা

২.৮.৫ শৃঙ্খলা

২.৮.৬ স্বাস্থ্যের রক্ষণ

২.৮.৭ বিদ্যাবিষয়ক (Academic) দায়িত্ব

২.৮.৮ বিশেষ শিক্ষকদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া (interaction) বা কথোপকথন

২.৮.৯ সমন্বয়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

২.৯ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা

২.৯.১ শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রবণ-বিজ্ঞানী (Educational audiologist)

২.৯.২ বাক্ চিকিৎসক (speech therapist)

২.৯.৩ সমাজকর্মী

২.৯.৪ উপায়-শিক্ষক (Resource teacher)

২.৯.৫ সমন্বিত কার্যক্রম

২.৯.৬ উপায়-শিক্ষকেরা

২.১০ নিয়মিত বিদ্যালয়ের পরিবেশ (The environment in the regular school)

২.১০.১ যে শিশুগুলির সমন্বয়সাধন করা হয়েছে তাদের সমস্যা

২.১০.২ নিয়মিত শিক্ষকের নির্দেশিত লক্ষ (orientation)

২.১০.৩ সমকক্ষ শিশুদের দ্বারা অক্ষম শিশুটিকে গ্রহণ

২.১০.৪ শ্রবণক্ষম বাচ্চাদের দিকস্থিতি

২.১১ সমন্বয়সাধনের সুবিধা

২.১২ সার্থক সমন্বয়ের পিছনে যে কারণগুলি

২.১৩ এককের সারাংশ

২.১৪ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১৫ বাড়ির কাজ/ অনুশিলনী

২.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১৭ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

নিয়মিত শিক্ষার যা প্রধান লক্ষ, বিশেষ শিক্ষারও তাই—অর্থাৎ, একজনের দক্ষ, স্বাধীন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ বিকাশ, নিজের জীবন পরিকল্পনা করা ও সামলে দেওয়া, ও একজন মানুষ হিসাবে চরম সম্ভাবনায় পৌঁছনো। শিক্ষার লক্ষ যেহেতু স্বাভাবিক এবং অক্ষম শিশুদের জন্য এক, সাধারণত এই মতপোষণ করা হয় যে একটি প্রতিবন্ধী শিশু একটি সাধারণ বিদ্যালয়ে গিয়ে সাফল্যের সাথে কাজ চালিয়ে নিতে পারে। কেউ কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যে যদি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে হয়, তাদেরকে বিশেষ বিদ্যালয়ের অঙ্গনে স্বতন্ত্র করে দেওয়া হবে না, বরং তাদেরকে অন্য শিশুদের পাশাপাশি সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হবে। যেহেতু ছোটো শহরে, গ্রামে এবং দূরবর্তী এলাকায় বিশেষ শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, সমন্বিত শিক্ষা এই শিশুদের জন্য একমাত্র কার্যকরী বিকল্প।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককের শেষে প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষকেরা

- শ্রবণ-অক্ষম মানুষ সম্পর্কিত সমন্বয়ের ধারণাকে বুঝবেন।
- বাবা-মা, বিশেষজ্ঞ এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ের ভূমিকা বুঝতে পারবেন।
- নিয়মিত বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা জানবেন এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বুঝবেন।
- যে শিশুগুলি সমন্বয়সাধনের উপযুক্ত তাদের চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ দেবেন।
- সমন্বয়সাধনের পূর্বের প্রস্তুতির গুরুত্ব জানবেন।
- সমন্বয়ের লক্ষে কাজ করার জন্য প্রেরণা পাবেন।

২.৩ সমন্বয়ের সংজ্ঞা (Definition of Integration)

সংহতি বা সমন্বয়সাধন বলতে কি বোঝায় তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া খুব প্রয়োজন। একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর একটি নিয়মিত বিদ্যালয় সংস্থান হওয়াকে সাধারণত সমন্বয় হিসাবে বোঝানো হয় এটিকে 'মূলস্রোতে চলা'ও বলা হয়। অনেক প্রতিবন্ধী শিশু সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণির শারীরিক, সামাজিক ও বিদ্যা-বিষয়ক কাজে অংশ নিতে সমর্থ হবে এবং এর ফলে নিজেকে সমান মর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার হিসাবে গণ্য করবে। কিন্তু আরো অন্য শিশুরা রয়েছে যাদের প্রতিবন্ধকতা আরো বেশি গুরুতর, তাদের অক্ষমতার আকারের দরুন তারা ইতিপূর্বে অন্য শিশুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

একটি প্রতিবন্ধী শিশুর কাছে 'সমন্বয়'-এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পেতে হলে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের একটা বড় অংশ এমন হতে হবে যেখানে প্রতিবন্ধী শিশুটি অন্য শিশুদের মতই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে

পারে, যেখানে সে কৃতিত্ব অনুভব করবে ও অন্যদের সম্মান জিতে নেবে। এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে শেখানোর সময় শিশুটি শুধুমাত্র শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে এক শ্রেণিকক্ষে বসে থাকবে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র 'শারীরিক সমন্বয়-ই' কাম্য নয়। তখনই একমাত্র বলা যাবে যে সে প্রকৃত অর্থে সমন্বিত।

২.৪ সমন্বয়ের প্রকারভেদ (Types of Integration)

এখানে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা হাতের কাজ, অংকন, স্বাধীনভাবে খেলা ও নিয়মানুগ ক্রীড়া, ইত্যাদি কিছু বিষয়ের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য একটি বিশেষ একক বিশেষ ভাষাসম্বন্ধীয় বিষয়ের যোগান দেয় ও বিদ্যা বিষয়ক বিষয়গুলি দেখাশুনা করে। এর প্রধান লক্ষ্য হল তাদের সাথে শ্রবণক্ষম পরিবেশের পরিচিতি ঘটানো যাতে তারা কথাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে অবলম্বন করতে প্রেরণা পায়। যখন তারা তাদের শ্রবণসক্ষম সমকক্ষদের সাথে উপরোক্ত কাজেকর্মের প্রতিযোগিতায় ভালো বা আরও ভাল করে তখন তারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং সামাজিক আদানপ্রদান সহজতর হয়।

যদি শিশুটি ভালরকম উন্নতি করে, তারপর তাকে ধীরে ধীরে কেতাবি বিষয়গুলির জন্যও সমন্বিত করা হবে। এই প্রকারকে বলা হয় 'উন্নতিশীল সংহতি' (Progressive Integration)।

এই ধরনের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি কক্ষকে আলাদা করে রাখা হবে যেখানে শিশুরা কার্যক্রমের দরুন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে সময়ে সময়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। এরকম একটি উদ্ভাবনী কক্ষ (resource room) উপায়-শিক্ষক (resource teacher) কর্তৃক প্রয়োজনীয় বাড়তি সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

২.৪.২ পূর্ণ সমন্বয় (Total Integration)

এটা সমস্ত কেতাবি বিষয় এবং পাঠ্যক্রম বর্হিভূত কাজকর্মের জন্য একজন শ্রবণ-অক্ষমের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতিকে বোঝায়। এখানে লক্ষ হল এই পরিবেশে তাকে তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা জ্ঞাত করানো যার জন্য শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে মৌখিক যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদান করতে হবে।

২.৪.৩ প্রান্তস্থ সমন্বয় (Peripherial Integration)

এক্ষেত্রে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা শ্রবণ সক্ষম শিশুদের বিদ্যালয়ের মধ্যে বা তার অঙ্গনে অবস্থিত শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে যায়। পরবর্তীকালে যে শ্রবণসক্ষম শিশুদের বিদ্যালয়ে তারা যেত, সেই বিদ্যালয়েই সমন্বয়সাধনের যোগ্য বলে বিবেচিত শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সমন্বিত করা হয়।

২.৪.৪ সামাজিক সমন্বয় (Social Integration)

যদি একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের কেতাবি বিষয়গুলি সামাল দিতে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশু অসমর্থ হয়, তাকে এখানে কিছু প্রতিযোগিতায় যোগদান, বিদ্যালয়ের জনসভা, ক্রীড়া ও সাক্ষাতের জন্য আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। একটা শিশুর একলার পক্ষে এভাবে সমন্বিত হওয়া অসুবিধেজনক তাই শিক্ষক সম্পূর্ণ শ্রেণিকেই সামাজিক সমন্বয়ের জন্য পাঠাতে পারেন। এটা শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের শ্রবণক্ষম সমাজের সাথে মানিয়ে প্রায় স্বাভাবিক, প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সুযোগ দেবে।

ভারতে সাধারণ পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ অনুসরণ করা হয়।

২.৫ শ্রবণ-অক্ষমতা, বিশেষ বিদ্যালয় এবং সমন্বয় (Hearing Impairment, Special School and Integration)

শ্রবণশক্তির বৈকল্য একটি শিশুর যোগাযোগে দক্ষতার বিকাশের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। এটা দেখা গেছে যে, যে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের ভাষার ভালোভাবে বিকাশ ঘটে নি তারা সমন্বিত পরিকাঠামোয় পড়াশুনার সাথে খাপ খাওয়াতে, বিশেষত উঁচু শ্রেণিতে, ভীষণ অসুবিধা বোধ করবে। তাদের প্রায়শই মনে হবে যে শ্রেণিতে যা ঘটছে তার বেশিরভাগটাই তারা ধরতে পারছে না এবং শীঘ্রই একই শ্রেণিভুক্ত বলে নিজেদেরকে আর মনে করবে না। ব্যর্থতাবোধ কাউকে কাউকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে; এবং যাদের উচ্চমাত্রায় ভাষাসামর্থ্য ও বুদ্ধি আছে তারা অসম্পূর্ণ যোগাযোগ থেকে উৎপন্ন সমস্যাগুলিকে সবথেকে ভালোভাবে কাটাতে পারবে।

এই এককে দেখা যাক কী কী কারণ শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সার্থক সংহতি ঘটাতে পারে।

২.৫.১ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যালয়ের ভূমিকা (The Role of Special School in Integration)

এরকম প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে যে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশু শ্রবণ অক্ষমদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে না গিয়েই সোজাসুজি একটি নিয়মিত বিদ্যালয় সংহত হতে পারে কিনা। এটা তখনই সম্ভব যদি বাবা-মায়েরা খুব ছোটোবেলা থেকে শিশুর শ্রবণ-অক্ষমতা সম্পর্কে অবগত থাকেন, তাকে শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র তৎক্ষণাৎ যোগান দেন, কথাবার্তা শুনতে উৎসাহিত করেন এবং একই সময়ে তার মনোযোগ বক্তার ঠোঁট নড়ানোর প্রতি আকর্ষিত করেন যাতে তার কথা বুঝতে সুবিধা হয়। কিছু ঘটনা এমনও আছে যেখানে বাবা-মায়ের উপযুক্ত নির্দেশের সাহায্যে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা সমন্বিত পরিবেশে ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই, এই সাফল্য একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশু কর্তৃক অতি শৈশবে বাড়িতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যদি বাবা বা মায়ের দিক্‌নির্দেশের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি কাছেপিঠে বিশেষ বিদ্যালয়ে, বাক চিকিৎসকের কাছে বা শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন।

২.৫.২ একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে কখন এবং কোন্ শ্রেণীতে ঐক্যসাধন করা হবে? (When and in which class should a Hearing Imparied child be Integrated?)

একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর বয়স সমন্বয়সধানের সময় তার সমকক্ষ শ্রবণক্ষম শিশুদের কালানুক্রমিক বয়সের যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকাই কাম্য। একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর যথাসম্ভব শীঘ্র সমন্বিত হওয়াটা লাভজনক কারণ এটা তাকে মৌখিক ভাষার সাথে বেশিমাত্রায় পরিচয় করায়। নিয়মিত বিদ্যালয়ের বাচনিক পরিবেশ তথ্য, পাণ্ডিত্য ও যোগাযোগ সেতু রচনা করে। ছোটো শিশুরা, তারা শ্রবণক্ষম বা শ্রবণ-অক্ষম যাই হোক না কেন, সামাজিকভাবে পরস্পরের সাথে বেশি ভালভাবে খাপ খাইয়ে নয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়ো বালক-বালিকারা এতে অসুবিধা বোধ করে।

কখন একটি বধির শিশু সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত তার উপর নির্ভর করে কোন্ বয়সে শিশুটিকে সংহত করা হবে। যদিও আমাদের শীঘ্র সমন্বয় সাধনে উৎসাহ দেওয়া উচিত, তাড়াতাড়ি রোগনির্ণয় ও শৈশবে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির বাড়িতে পাওয়া প্রশিক্ষণের উপর, তবুও কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে।

ভালো প্রস্তুতি থাকলে, একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে যে কোন্ বয়সে সংহত করা যায় যদি তার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ও বাচনিক ক্রিয়াসামর্থ্য যে শ্রেণিতে তাকে সংহত করা হবে তার সমান হয়। উদাহরণস্বরূপ, ৬ থেকে ৮ বছরের একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে শ্রেণির শিশুদের সাথে সমন্বিত করা যায় যদি তাকে সেই শ্রেণির উপযুক্ত বলে ভাবা হয়। বাচনিক যোগাযোগ ও লেখাপড়ায় তার ভাষাসামর্থ্যকে কতটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই অনুপাতে তার তৎপরতা মাপা হয়। তার ক্রিয়ার মান একটি বিশেষ শ্রেণির উপযুক্ত হলেও তাকে সেই শ্রেণিতে সমন্বিত করতে উপদেশ দেওয়া হয় না যদি সে সেই শ্রেণির পক্ষে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। শিশুটি বয়সে বেশি ছোট শিশুদের সাথে থাকলে নিজেকে হীনতর ভেবে সংকুচিত হতে পারে, বা তার অন্য শিশুগুলির উপর সর্দারি ফলাবার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

২.৬ সময়ের পূর্বে সমন্বয় সাধনের কুপ্রভাব (The Ill-Effects of Premature Integration)

কিছু গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে শ্রবণ অক্ষমদের জন্য কোন বিদ্যালয় নেই, গ্রামের শ্রবণ অক্ষম শিশুরা শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু বাবা-মায়ের কাছে তাদের সমস্যাগুলি বোঝার, শিশুদেরকে ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ করতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ও শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র ব্যবহার করার কোন নির্দেশ থাকে না। সেহেতু এই শিশুগুলি শুধু অঙ্গভঙ্গি করে ও ঘটনাক্রমে নিজেরাই কিছু শব্দ ঠোঁটের ভঙ্গিমা থেকে পাঠ করা শেখে। শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের অভাবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শোনার অভ্যাস তৈরী হয় না এবং তারা মূক থেকে যায়। যে শিশুগুলি আংশিকভাবে শুনতে পায় তারা কিছুটা ভাষা আয়ত্তে আনে ও নিজেদের কথা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে কিন্তু বাচনিক যোগাযোগ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে। এই শিশুরা কোনভাবে প্রাথমিক ধাপগুলিতে উতরে যায় কিন্তু উঁচু শ্রেণীতে যখন ভাষার ধারণা জটিল হতে থাকে তখন তারা নিয়মিত বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। যদিও তাদের শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে পরিচিতির কারণে তারা আচরণের কিছু সাধারণ আদর্শ অবলম্বন করা শেখে, ভাষার অভাবে তাদের

মানসিক বিকাশ থমকে যায়। নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অসুবিধায় পড়েন, কারণ তাঁরা শ্রবণ-অক্ষমদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিছু জানেন না। যখন একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুকে এভাবে সময়ের পূর্বে অন্যদের কথাবার্তা বোঝার অক্ষমতা সত্ত্বেও সংহত করা হয়, সে শ্রবণক্ষম পরিবেশে অথই জলে গিয়ে পড়ে। শুধুমাত্র তার শরীরটার শ্রবণক্ষম শিশুদের কাছাকাছি থাকাকে সার্থক সমন্বয় বোঝায় না।

২.৭ সমন্বয়সাধনের জন্য তৎপরতা (Readiness for Integration)

শিশুটিকে সমন্বিত করার জন্য প্রস্তুতির অনেক আগে ভাষার বিকাশ ও বাকসম্পর্কিত বিশেষ পরিকল্পনা ছকে নেওয়া দরকার। সমন্বয়ের সময় শিশুটির হওয়া উচিত ঃ

১. শিক্ষক ও শ্রেণির অন্য স্বাভাবিক শিশুদের কথা শুনতে/ ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ করতে এবং অন্যদের কথাবার্তা বঝতে সমর্থ।

২. নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সামাজিকতায় ও মানসিকতায় অটল।

৩. অন্ততপক্ষে নির্দেশক ভাষার ব্যাকরণের প্রাথমিক নীতিগুলি সম্পর্কে অবগত।

৪. যে ধাপে সে সমন্বিত হতে যাচ্ছে তার পড়ার মান অনুযায়ী।

৫. অন্ততপক্ষে গড় বুদ্ধিমাত্রা নির্দেশক সংখ্যা (I.Q.) বিশিষ্ট। একটি সাধারণ বা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রবণ-অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রেক্ষাপটে কাজ করা সহজতর হবে।

৬. কে? কী? কি... করে/করত? কোথায়? কখন? কিরকম? কতগুলি? কেন? কি ঘটেছিল? কার? কেমন?—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন বুঝতে এবং সরল প্রশ্নগুলি সঠিক জবাব দিতে সমর্থ।

৭. নিজে নিজে সরল বাক্যরচনায় সক্ষম।

৮. স্বাধীনভাবে বাড়ির কাজ করতে সক্ষম।

৯. অন্যদের সাথে অন্ততপক্ষে ক্ষুদ্র শব্দসমষ্টি দ্বারা যোগাযোগ করতে সক্ষম।

সমস্ত তথ্যের ভিত্তি হল পঠনপাঠন এবং ভালো পড়তে না পারা বিদ্যাসংক্রান্ত সাফল্যকে বিঘ্নিত করে। যথেষ্ট পরিমাণ অন্তর্নিহিত ভাষা থাকলে পড়ার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং ফলস্বরূপ লিখিত ভাষারও বিকাশ ঘটে। লেখার ক্ষমতা পড়ার ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফসল এবং দুটি ক্ষমতাই একসাথে থাকলে তা একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে একটি সমন্বিত পরিকাঠামোয় লক্ষ্যপূরণের মাত্রায় পৌঁছিয়ে দেয়।

সমন্বয় তখনই ফলপ্রদ যখন এর থেকে সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিকাশ ঘটে এবং একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর মানসিক স্থিরতা ও সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বর্ধিত হয়।

২.৮ পিতামাতার ভূমিকা (Role of Parents)

বাবা-মায়ের তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানকে শিক্ষিত করার বিরল সুযোগ পেয়ে থাকেন। সর্বপ্রথমে, এই

প্রতিবন্ধকতার প্রতি তাঁদের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক। তাঁদেরকে তার প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করে নিতে হবে ও তার শিক্ষা যথাসম্ভব শীঘ্র শুরু করতে হবে। তার সামাজিক সমন্বয়-সাধন, অন্তরের স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব এবং তার সংহতি তাকে সারাজীবন ধরে দেওয়া, সাহায্য ও দিকনির্দেশের উপর নির্ভরশীল।

২.৮.১ শীঘ্র সনাক্তকরণ (Early Identification)

বাবা-মায়েরা তাঁদের অবস্থান থেকে সন্তানের শ্রবণ-অক্ষমতা ছোটো বয়সেই বুঝতে পারেন ও একজন কর্ণরোগবিশেষজ্ঞ (otologist) বা নিদানিক শ্রবণ-বিজ্ঞানীর কাছে (clinical audiologist) এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়ে নিতে পারেন। যতদিন না পর্যন্ত আড়াই-তিন বছরে পৌঁছিয়েও কথা বলছে না, ততদিন পর্যন্ত প্রায়শই বাবা-মা তার শ্রবণ-অক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হন না। এক্ষেত্রে অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মায়ের সন্দেহ হয় যে তাঁর বাচ্চা তার খেলনার শব্দে এবং বিশেষত যখন তিনি তাকে ডাকছেন তখন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না, তবে এই প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখে তাঁর সতর্ক হওয়া উচিত ও তৎক্ষণাৎ একজন কর্ণরোগবিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে সন্দেহভঞ্জন করা উচিত। কিন্তু বেশিরভাগ সময় বাবা-মায়েরা নিজেদেরকে বিশ্বাস করান যে তাঁদের শিশু শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখায় না কারণ সে অলস এবং একগুঁয়ে এবং শিশুটির সত্যিকারের কোনো গলদ নেই, যখন বাবামায়েরা অনর্থক এরকম আশা করছেন, তখন প্রতিবন্ধকতার দরুণ শিশুটির মানসিক বাড় বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং বাচনিক আদান-প্রদান বুঝতে না পারার অক্ষমতার কারণে চারপাশে কি ঘটছে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তাদের সন্তানের যে শ্রবণ-অক্ষমতা আছে এই সত্যের নিষ্পত্তি-করতে অনেক বাবা মা মাস বা বছর কাটিয়ে দেন। শ্রবণ অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে তার শ্রবণ অক্ষমতা অপেক্ষা এরকম বাবা মা আরো বড় প্রতিবন্ধকতা।

২.৮.২ উপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র যোগানো (Providing suitable hearing aids)

যদি শ্রবণশক্তির বৈকল্য রয়েছে বলে বাবা-মা সন্দেহ করেন তাহলে তাঁদের একজন শ্রবণ-বিজ্ঞানী বা কর্ণরোগবিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেওয়া উচিত ও তাঁদের উপদিষ্ট শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রটি যোগাড় করা উচিত।

২.৮.৩ শ্রবণ-সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ ও ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ (Auditory Training & lip reading)

শিশুটি শ্রবণ-অক্ষম হিসাবে মীমাংসা হয়ে গেলে প্রায়ই বাবা-মায়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া। তাঁর কথার বদলে অর্থবোধকে দৈহিক অঙ্গভঙ্গি করেন এবং এইভাবে শিশুটির শ্রবণ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার সাথে কোন পরিচয় ঘটে না। তাঁদেরকে বুঝতে হবে যে একটি শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র শ্রবণ-অক্ষমতা কাটিয়ে দেয় না বরং শিশুটিকে তার অবশিষ্ট শ্রবণক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে সাহায্য করে। তাঁদেরকে তাকে এমন পরিবেশ দিতে হবে যাতে সে দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং শব্দ শুনতে পারে এবং অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে। এছাড়াও শিশুটিকে বক্তার মুখের দিকে নজর রাখতে এবং ঠোঁটের ভঙ্গিমা থেকে তার মাতৃভাষা পড়তে শুরু করতে উৎসাহ দিতে হবে। ভালো শ্রবণ-সম্বন্ধীয় সম্ভারপ্রাপ্তি ও বাবা-মায়ের ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠে তাদেরকে নিম্নলিখিত ধরনের যথেষ্ট সুযোগ বাবা-মায়েদের অবশ্যই দিতে হবে।

- খেলা, স্নান করানো, জামাকাপড় পরানো, খাওয়ানো, বেড়ানো—ইত্যাদি কাজের সময়ে শিশুটির সাথে অবিরত কথা বলে যেতে হবে।
- যেখানেই সে থাক সেখানে যদি একটি বাচনিক পরিবেশ রক্ষা করা হয়, তাহলে শিশুটি তার ভাবনাচিন্তা ও ভাবনাচিন্তা ও ভাবপ্রকাশে শব্দব্যবহারের একটি অমূল্য অভ্যাস গড়ে তুলবে।

২.৮.৪ সামাজিকতা (Socialization)

বাবা-মায়ের শ্রবণ-অক্ষমে শিশুটিকে অন্য স্বাভাবিক শিশুদের সাথে খেলতে অবশ্যই অনুমতি দেওয়া উচিত। অতিথি এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে সংবাদ আদানপ্রদান তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের বিকাশ ঘটাবে। পরিবারের আত্মীয়বাড়িতে, অনুষ্ঠানে, থিয়েটার দেখতে বা পার্টিতে যাওয়া এবং ছুটিতে জনপ্রিয় অথবা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ শিশুটির সামাজিকতার পরিধি বর্ধিত করবে। এভাবে অধ্যবসায়, জীইয়ে রাখা আকর্ষণ ও বুদ্ধিব্যঞ্জক নির্দেশের দ্বারা বাবা-মায়েরা শ্রবণ-অক্ষম সন্তানকে তার বিদ্যালয় ও সমাজের শ্রবণক্ষম পরিবেশে স্বচ্ছন্দভাবে মানিয়ে নিতে শেখাতে পারেন।

২.৮.৫ শৃঙ্খলা (Discipline)

ভাষাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাবা-মায়েদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বাড়িতে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বাবা-মায়েদের শৃঙ্খলার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র শ্রবণ-অক্ষম বলে শিশুকে এত বেশি আদর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যাতে সে অবাধ্য হয়ে যায় এবং নিয়মবর্হির্ভূত কাজকর্ম করে। অতিরিক্ত সুরক্ষিত শৈশবে বেশিমাত্রায় পরনির্ভর, ভীরু ও অপরিণত ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয় যা নিয়মিত বিদ্যালয়ের রুক্ষ পরিবেশে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। ভালো আচরণ এবং স্বাধীনতার সুফল একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর জীবনে যথাসম্ভব শীঘ্র আনতে হবে। তাকে নিজে নিজে খেতে, জামাকাপড় পরতে, পরনের কাপড় ও বই পরিষ্কার রাখতে উৎসাহ দিতে হবে ও বড়ো হওয়ার সাথে সাথে তাকে নানারকম ফাইফরমাশ খাটতে ও নিজেকে কাজের করে তুলতে হবে। তাকে 'প্লিজ' ও 'থ্যাংক ইউ' বলতে, নিজের পালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ও জিনিসপত্র ভাগ করে নিতে উৎসাহ দিতে হবে। সংহত পারিপার্শ্বিক সঠিক যোগাযোগ দক্ষতা পাশাপাশি এরকম ভালো অভ্যাস তৈরি করাই হল সাফল্যের চাবিকাঠি।

২.৮.৬ স্বাস্থ্যের রক্ষণ (Maintenance of Health)

বাবা-মায়েদের দেখতে হবে যে, তাঁদের সন্তান যেন যুক্তিযুক্ত আহার, ব্যায়াম, অনেকখানি খেলাধূলা, তাজা হওয়া এবং অনেকখানি বিশ্রামের সুযোগ পায় যার ফলস্বরূপ তারা স্বাস্থ্যবান হবে। শিশুকে মুক্তভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে দেওয়ায় সঠিক অঙ্গবিন্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। তার কথার বোধগম্যতার উপর নিয়ন্ত্রিত শ্বাসগ্রহণের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। যদি সে ধীর লাবণ্যের সাথে চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে সামাজিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।